৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ২৪ কার্ত্তিক – ৩০ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ঃ ১১ নভেম্বর – ১৭ নভেম্বর, ২০২৩

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 4, 11 November - 17 November, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

ছুটি

কালীপুজো, দীপাবলি ও ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকায় আগামী ১৮ নভেম্বরের সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য রইল আসন্ন দীপাবলির আগাম প্রীতি, শুভেচ্ছা।

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ইডেন গার্ডেনসে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের টিকিট

কালোবাজারির অভিযোগে সিএবির এক সদস্যকে ধরা হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। এর আগে ধরা হয়েছে ১৬ জনকে।

রবিবার : ২০১৫ সালের ভয়াবহ স্মৃতি ফিরিয়ে দিল নেপালের

এবারের ভূমিকম্প। সেবার প্রাণ গিয়েছিল ৯ হাজারের মতো মানুষ। এবার ইতিমধ্যেই ১৫৭ জনের প্রাণহানির খবর মিলেছে। এই সংখ্যা বাড়তে পারে। ।

সোমবার : ভোট হচ্ছে ৫ ভিন রাজ্যে। তার আগে নাশকতার

সন্দেহ দানা বাঁধছে উত্তরবঙ্গে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণের হুমকি দিয়েছে কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশনের একটি গোষ্ঠী কেএলও (কে এন)। তৎপর প্রশাসন।

মঙ্গলবার : নানা কারচুপির অভিযোগে রাজ্যে ইতিমধ্যে বন্ধ

হয়েছে ১০০ দিন ও আবাস যোজনার কেন্দ্রীয় বরাদ্দ। এবার বিধি অমান্য করার জন্য বন্ধ হতে পারে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কেন্দ্রীয় অনুদান। বিপদে পড়তে পারেন আশাকর্মীরা।

বুধবার : গোপনীয়তার অধিকার মৌলিক অধিকার। তাই

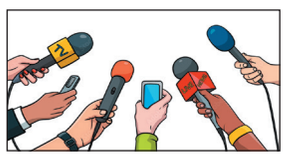

সাংবাদিকদের সোর্সের গোপনীয়তা রক্ষায় তাদের ডিজিটাল সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন। একটি মামলায় এই মন্তব্য করল সুপ্রীম কোর্ট।

বৃহস্পতিবার : মানব পাচারেও যোগ মিলল পশ্চিমবঙ্গের। দেশের

১০টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল থেকে যে ৪৪ জনকে এনআইএ ধরেছে তার মধ্যে রয়েছে এ রাজ্যের ৩ জন। এরা মূলত উত্তর ২৪ পরগনার।

শুক্রবার : অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরের সাংসদ

মহুয়া মৈত্রর সাংসদ পদ বাতিলের সুপারিশ করল এথিক্স কমিটি। এছাড়াও মহুয়ার বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম খতিয়ে দেখতে সরকারি তদন্তের সুপারিশ করেছে কমিটি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সঙ্গীতশিল্পী কল্যাণ দাস খোয়ালেন প্রায় ৯ লক্ষ টাকা

সাবধান! সাইবার হানায় সর্বশান্ত হতে পারেন বিদ্যুৎ গ্রাহকরা

কুনাল মালিক

শিরোনাম দেখে অবাক হচ্ছেন? কিন্তু এটাই বাস্তব। হ্যাকারদের পাল্লায় বিভ্রান্ত হয়ে অনলাইনে বিদ্যুৎ বিল দিতে গিয়ে বাখরাহাট স্টেট ব্যাঙ্কের গ্রাহক সঙ্গীত শিল্পী কল্যাণ দাসের খোয়া গেল প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। অভিনব এবং আশ্চর্য ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানা এলাকার ডি-রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। এখানেই থাকেন সঙ্গীত শিল্পী কল্যান দাস। গত ৪ নভেম্বর শনিবার কল্যাণের কাছে ০৮৯৮৫৮০৯৯১৮ নম্বর থেকে একটা ফোন আসে। তাকে বলা হয় আপনার একটা বিদ্যুতের বিল (WBSEDL) বাকি আছে। ওটা পেমেন্ট না করলে আগামী কাল অর্থাৎ রবিবার লাইন কেটে দেওয়া হবে। তখন কল্যান জানান যে তিনি ব্যস্ত আছেন, আগামী কাল ফোন করবেন। প্রসঙ্গত কল্যাণের একটা বিল বাকিও ছিল। রবিবার অর্থাৎ ৫ নভেম্বর কল্যাণের কাছে একটা এসএমএস আসে সকাল ১০-১৭ মিনিটে। যেখানে লেখা ছিল- Dear Consumer your electricity power connection will be disconnected tonight at 10-30 PM. Your last payment was no update call electricity

office. 629100975।

কল্যান ওই সময়ে পূর্বের নম্বরে ফোন করেন। অন্য প্রান্ত থেকে বলা হয় ৩ টাকার ফোন পে করতে। তারপর কুইক সার্পোট অ্যাপ, ড্রয়েড অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলা হয়। সেই সময় কল্যানের বাড়িতে আত্মীয় পরিজন এসেছিল, কোথায় লাইন কেটে দেবে এই আশঙ্কায় বিভ্রান্ত হয়ে কল্যাণ একের পর এক তাঁর ব্যাঙ্ক ডিটেলস এবং এটিএম কার্ডের তথ্য সব জানিয়ে দেয়। আধ ঘন্টা পর কল্যানের ফোনে বিভিন্ন মেসেজ ঢুকতে থাকে, দেখা যায় প্রায় ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ডেবিট হয়ে গেছে।

কল্যান পাগলের মতো হয়ে যায়। সে তৎক্ষণাৎ ফোন করে বজবজ-২ ব্লকের বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার প্রিয়াঙ্কা সেনকে। তিনি জানান, তাঁর দপ্তর থেকে এভাবে কেউ ফোন করে না, এভাবে লাইন কাটাও হয় না, তার জন্য একটা প্রসেস আছে। কল্যাণ এরপর ফোন করেন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার দীনবন্ধু ঝাকে। তিনি ছুটির দিনে সেলুনে ছিলেন। তিনি জানান, আজ তো ছুটি, সোমবার অফিসে আসুন।

সোমবার কল্যাণ বাখরাহাট ব্রাঞ্চের এসবিআই ব্যাঙ্কে যান। সেখানে গিয়ে কল্যান দেখে আর এক কাণ্ড। কল্যাণের দুটো ফিক্সড ডিপোজিট ছিল, একটা ৩ লক্ষ টাকার, একটা ২ লক্ষ টাকার। সেখান থেকেও ১ লক্ষ ২৫ এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা লোন তুলে নেওয়া হয়েছে। এটা কি করে সম্ভব হল কল্যান ভেবে পাচ্ছে না। তার অনুমতি ছাড়া কি ভাবে লোন হয়ে গেল? সর্বশান্ত হয়ে কল্যান দাস নোদাখালী থানায় যান, থানায় একটি জিডি করেন (৩৪৭/৭.১১.২০২৩) থানার আইসি পার্থ সারথী ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার জেলার সাইবার ক্রাইম অফিসে ফোন করেন। কল্যানও ওই দপ্তরে একটি অভিযোগ জমা করেছেন। ব্যাঙ্কেও অভিযোগ জমা দিয়েছেন। যদিও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনো সুরাহা মেলেনি।

এরপর পাঁচের পাতায়

নিয়োগ তদন্তের মাঝে ঝড় তুলেছে পাথরপ্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির তদন্তে ইডি, সিবিআই তৎপর হয়েছে বছর পেরিয়ে গেল। হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত চলছে। কলকাতার রাস্তায় বসে চাকরির দাবিতে দিন গুনছেন পাশ করা মেধাবী যুবক যুবতীরা। পাশাপাশি টাকা উদ্ধার জেল যাত্রা রক্ষাকবচ বিভিন্ন জটিলতার মাঝে পড়ে মানুষের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তদন্তের গতি প্রকৃতি। যারা জেলে তারা বলছে আমরা নির্দোষ, যারা তদন্ত করছে তারা বলছে দুর্নীতির ভুরিভুরি প্রমাণ রয়েছে তাদের কাছে। যারা এখনও জেলে যায়নি অথচ মাঝে মধ্যেই ডাক পাচ্ছে তারা বলছে তদন্তের ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা চলছে। হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ পেরিয়ে অজস্র মামলা গিয়ে পৌঁছচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের দরবারে। গত বৃহস্পতিবার সমস্ত মামলার গোছা হাইকোর্টে ফিরিয়ে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে দুমাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত শেষ করতে হবে আর মামলা শেষ করতে হবে ৬ মাসের মধ্যে। এই নির্দেশে কিছুটা আশা জেগেছে জনগণের মনে। এবার হয়তো নিষ্পত্তি হতে চলেছে বাংলার এক প্রস্থ কলঙ্কের।

তদন্তের অভিঘাত নিয়ে যখন সাড়া বাংলা তোলপাড় ঠিক তখন ঝড় তুলেছে পাথরপ্রতিমা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ মহকুমার এই প্রান্তিক ব্লকে

নিয়োগ দুর্নীতি কী তবে চলছেই! এমন অসীম সাহসী নিয়োগ পত্র প্রস্তুত করছে কারা। পুলিশ তাদের হদিশ পাচ্ছে না কেন? তবে কি তলে তলে দুর্নীতির ফল্গুধারা বয়ে চলেছে ক্ষমতাশালীদের মদতে? সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন ভুয়ো নিয়োগ পত্র নিয়ে এসে ধরা পড়ার পরেও উৎপলকে ছেড়ে দেওয়া হল কেন?

মহেশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভুয়ো নিয়োগপত্র নিয়ে চাকরিতে যোগদান করতে আসে উৎপল দাস নামে এক যুবক। প্রধান শিক্ষকের সন্দেহ হওয়ায় নিয়োগপত্র যাচাই করতে গিয়ে ধরা পড়ে জালিয়াতি। এসআই অফিস থেকে সতর্ক করা হয় এইসব জাল নিয়োগপত্র নিয়ে। উৎপলের বাবা ও মা ছেলেকে সংস্কার দিয়ে মানুষ করেছেন বলে দাবি করেন। যদিও উৎপলের আর হদিশ মেলেনি। এমন ঘটনা বেশ কিছুদিন আগে ঘটে এই জেলারই বাসন্তী ও সোনারপুর ব্লকে।

রাজ্যে দুর্নীতির আবহে বিভিন্ন ঘনঘটার মধ্যে উৎপল একটি ঘটনা সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে এমন কড়া তদন্ত এবং তা নিয়ে তোলপাড়ের মাঝে নিয়োগ দুর্নীতি কী তবে চলছেই! এমন অসীম সাহসী নিয়োগ পত্র প্রস্তুত করছে কারা। পুলিশ তাদের হদিশ পাচ্ছে না কেন? তবে কি তলে তলে দুর্নীতির ফল্গুধারা বয়ে চলেছে ক্ষমতাশালীদের মদতে? সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন ভুয়ো নিয়োগ পত্র নিয়ে এসে ধরা পড়ার পরেও উৎপলকে ছেড়ে দেওয়া হল কেন? এর পিছনে কি শিক্ষা দপ্তরের প্রভাবশালীদের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। এ নিয়ে সরকারি মহলে কোনও চর্চাও হচ্ছে না কেন?

জেটিঘাটে ধস, আতঙ্কে পর্যটকহীন ঝড়খালি

সুভাষ চন্দ্র দাশ

জেটিঘাটের নদীবাঁধে বড়সড় ধস নামায় মহাবিপাকে পড়েছে সুন্দরবনের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র ঝড়খালি।বর্তমানে পর্যটকশূন্য। যে সমস্ত পর্যটকরা আসছেন তাঁরা সেখানে থেকে সুন্দরবন যেতে না পারায় ফিরে যাচ্ছেন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে সুন্দরবনের অন্যতম ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্রে বাঘ রয়েছে। প্রতি বছরই লক্ষ লক্ষ পর্যটকরা ঝড়খালিতে আসেন। পাশাপাশি ঝড়খালি হয়ে জলযান যোগের মাধ্যমে সুন্দরবন ভ্রমণ করেন। বর্তমানে ঝড়খালির সেই অন্যতম জেটিঘাট নদীগর্ভে বিলীন হতে বসেছে। গত শুক্রবার থেকে আচমকা হেড়োভাঙা নদীর জলের দাপটে জেটিঘাট সংলগ্ন এলাকার নদীবাঁধে ধস নেমেছে। ইতিমধ্যে বেশকিছু দোকানপাট,একটি পার্টি অফিস ও একটি মন্দির গ্রাস করে নিয়েছে হেড়োভাঙা নদী। যে কোনো মুহূর্তে আরো বড় ধরনের ভাঙন হতে পারে, আতঙ্কিত স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্র সহ দোকান ঘর ভেঙে অন্যত্র সরে যাচ্ছেন। বিপদ এড়াতে প্রশাসনের তরফে ভাঙন এলাকায় যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জেসিবি দিয়ে ভাঙন এলাকায় মাটি ফেলার কাজ চলছে। এতোসবের মধ্যেও গত শনিবারও ভাঙন অব্যাহত ছিল। এলাকার মানুষের দাবী সামনে কালিপুজোর অমাবস্যা। ভরা কোটাল।এমন ভাবে ভাঙন চলতে থাকলে ঝড়খালি জেটিঘাটের বড় একটা অংশ হেড়োভাঙা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

সিউড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংককে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেড সিউড়ি শাখাকে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা জরিমানা করলো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সেই বিষয়ে একটা চিঠি এসে পৌঁছেছে ব্যাঙ্কে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। ব্যাঙ্কের ডিরেকটার তথা বীরভূম জেলাপরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম বলেন, কেওয়াইসি-র ত্রুটির জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ফাইন করা হয়েছে। চৌত্রিশ বছর বাম জমানার অ্যাকাউনট। পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে সাড়ে তিন কোটি, আইসিআই ব্যাঙ্কে সাড়ে তেরো কোটি টাকা ফাইন এসেছে। ইডি সিবিআই একটি নির্দিষ্ট কেসের ভিত্তিতে নিজের কাজ করেছিল। বিজেপি জেলা সহসভাপতি দীপক দাস বলেন, এই সমবায় ব্যাঙ্ক কয়েকবছর ধরে বিভিন্ন দুর্নীতির আশ্রয়স্থল। গ্রেপ্তার হওয়া অনুব্রত মণ্ডলের নামে ব্যাঙ্কে ফেক অ্যাকাউন্ট করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক নিয়ে স্পেশাল তদন্ত করা উচিত। আমরা ঠিক সময়ে যথাস্থানে ঠিক তথ্য পাঠিয়ে দেবো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একাধিকবার এই ব্যাঙ্কে তদন্তে এসেছিল সিবিআই।

শেষ লগ্নে জমে উঠেছে বাজি বাজার, আস্থা গ্রীন বাজিতেই

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা ও বজবজ থানা এলাকার চিংড়িপোতা, পুটখালী, বলরামপুর এলাকায় শেষ লগ্নে বাজী বাজার জমে উঠেছে। গত বুধবার ওই এলাকায় গিয়ে চোখে পড়ল নুঙ্গি মোড় থেকে রাস্তার দুধারে সারি সারি দোকান। ক্রেতা সমাগমও কম নয়। পরিবেশ বান্ধব গ্রীন আসতবাজী মেলা শীর্ষক ফ্লেক্স টাঙিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে

বজবজ-মহেশতলা

প্রদেশ আতসবাজী কর্মচারী ও ব্যবসায়ী সমিতি। এবছর নানা টালবাহানায় আদৌ বাজি বাজার বসবে কিনা সে নিয়ে বিভ্রান্ত ছিল। পর পর বিস্ফোরণ এবং মৃত্যুর কারণে নানা প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। শব্দবাজী তৈরি বা মজুতের ক্ষেত্রে প্রশাসন তৎপর ছিল। সম্প্রতি পুলিশের উদ্যোগে নিষিদ্ধ ১৫০ কেজি শব্দ বাজিও উদ্ধার হয়। শেষমেষ পুলিশের নজরদারিতে পরিবেশ বান্ধব গ্রীন বাজি বিক্রির অনুমতি দেয় প্রশাসন। প্রতিটি দোকানে অগ্নি নির্বাপক সিলিন্ডার আছে। ফায়ার ব্রিগেডের অফিসাররাও আছেন। সাদা পোশাকের পুলিশও টহল দিচ্ছেন কোথাও শব্দবাজি বিক্রি হচ্ছে কি না সেব্যাপারে নজর রাখছে পুলিশ। তবে অধিকাংশ বাজি ব্যবসায়ী কারিগররা জানালেন, শব্দ বাজি চাই না। পুটখালী এলাকার তুবড়ি তৈরির জনপ্রিয় কারিগর তাপস মণ্ডল জানালেন, ২৫ বছর ধরে তুবড়ি বানাচ্ছেন। তবে আগের মতো ব্যবসা নেই। আমরা আগে সারাবছর কাজ করতাম, এখন এটা পার্টটাইমে করি।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভিড় সামলাতে ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশক ধরে উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসত কালী পুজোয় দশনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এর পাশাপাশি মধ্যমগ্রামও আজ প্রায় দুই দশক ধরে দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শুধু এই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে

বারাসত ও মধ্যমগ্রাম

ভিন রাজ্য থেকেও দর্শনার্থীরা ভিড় করেন এই জেলা শহর বারাসত এবং মধ্যমগ্রামে। ফলে এই কালীপুজোয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা সহ দশনার্থীদের নিরাপত্তা, সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় ও পুজো নির্বিঘ্ন করণের লক্ষ্যে বারাসত জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার বারাসত এসপি অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় সহ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেড কোয়ার্টার)। এদিন এস পি বারাসতের কালীপুজোর নতুন গাইড ম্যাপ কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি স্ট্রীট রোমিওদের সতর্ক করেন। এদিন তিনি বলেন, বারাসতের এবং মধ্যমগ্রামের কালীপুজো দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের উৎসব মানচিত্রে এক বিশেষ স্থান দখল করে আসছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

শিয়ালদহে হকারদের দাপট রোধে ভেন্ডিং কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনস্থ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি মেট্রোরেল সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর যানবাহন চলাচলের জন্য পুনরায় চালু হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল হকারদের দাপটের কারণে সে রাস্তা পথচারী ও যানবাহন চলাচলের উপকারে ব্যবহৃত হতে পারছে না। ভীষণভাবে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র এই অভিযোগের উত্তরে কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, টাউন ভেন্ডিং কমিটি'র প্রস্তাব অনুযায়ী বিষয়টি নিয়ে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে দুর্গোৎসবের পর কলকাতা পুলিশকে জানানো হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের সর্বশেষ আদেশনামায় হকার নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত ভেন্ডিং জোনের বিষয়টা হলফনামার মাধ্যমে বিস্তারিত জানতে চেয়েছে। এটাও শারদোৎসবের পরে যেদিনটি নির্দিষ্ট হবে আদালতে সেদিন জমা দেওয়া হবে। তবে আমরা নিশ্চিত ভাবে গরিব মানুষ হকারের পক্ষে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পশ্চিম গাজীপুরের চক্রবর্তী পরিবারে হয় জোড়া কালীপুজো

আজও প্রতি অমাবস্যায় গভীর রাতে নূপুরের শব্দ শুনতে পান জোড়া কালীতলার বাসিন্দারা

অসীম কুমার মিত্র

হাওড়া জেলার আমতা দুনম্বর ব্লকের অধীন গাজীপুর গ্রাম । আমতা থানার অন্তর্গত এই গ্রামের ইতিহাস বহু প্রাচীন । আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে গাজীপুর বা তার আশপাশের গ্রামগুলির ভৌগলিক চিত্র ছিল অন্যরকম ।বন্যাকবলিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ছিল ওইসব গ্রাম ।গ্রামগুলোর কোলঘেঁষে দামোদর নদ প্রবাহিত হওয়ার ফলে বেশিরভাগ অংশই জলমগ্ন থাকত । আনুমানিক ৫০০ বছর আগে বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের প্রথম পুরুষ এবং তৎকালীন বর্ধমান মহারাজার রাজ পুরোহিত সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার ভাই সাধক ওঙ্কারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নৌকা করে বেড়াতে আসেন গাজীপুরে। সেইসময় গাজীপুরের অবস্থা ছিল অনেকটা শ্মশানপুরীর মতো । অধিকাংশ স্থানই ছিল জলে ডোবা । তারই মধ্যে উঁচু ঢিবির মতো কিছুটা জায়গা ছিল জলের উপরে । সেই জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটান বর্ধমান মহারাজা এবং বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়েরা । পরের দিন সকালে মহারাজ যখন বর্ধমানে রওনা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছেন ,সেসময় সাধক ওঙ্কার নাথ গাজীপুর থেকে আর ফিরে যেতে চাইছিলেন না । মহারাজা কারণ জানতে চাইলে ওঙ্কারনাথ বলেন, গত রাতে মা আমাকে স্বপ্নাদেশ দেন যে, মাটির ওই উচুঁ ঢিবির নিচে থেকে (বর্তমানে যে জায়গায় মায়ের মন্দির রয়েছে) আমাকে তুলে এনে ওই জায়গায় প্রতিষ্ঠা করে পুজো কর । সাধকের মুখে এই কথা শোনার পর

মহারাজা সাধকের দাদা সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বর্ধমানে ফিরে গেলেন ।

দিন কয়েক কাটার পর সীতানাথও আর বর্ধমানে থাকতে চাইলেন না। একদিন তিনি মহারাজাকে বললেন তিনি ভাই এর কাছে ফিরে যেতে চান। আপনি ব্যবস্থা করুণ। তখন মহারাজা সীতানাথকে নিয়ে গাজীপুর এলেন এবং গাজীপুরের সেই স্থানেই উঁচু ঢিবি থেকে মাকে (বিশেষ ধরনের এক ধাতুর তৈরি মায়ের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ) উদ্ধার করে মায়ের মন্দির এবং সীতানাথদের বাসস্থান নির্মাণ করে দিলেন। সেই থেকে শ্যামা মায়ের পুজো শুরু এবং আজ অবধি তা বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। সীতানাথবাবুর চার পুত্র। এর মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র যিনি, কেবল তার বংশধরেরাই

এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

আসন্ন ছটপুজো, ছট ঘাট পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব সংবাদদাতা : আসন্ন ছট্ পুজো, কালীপুজো দীপাবলির পরেই রয়েছে ছট পুজো। ছট পুজো যাতে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয় এই লক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত ১,২,৩,৪৫ এবং ৪৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন ছট্ ঘাট পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। শিলিগুড়িতে ছট পুজোর যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে, প্রতিবছর ধুমধাম করে মহানন্দা সহ আরো অন্যান্য নদীর ঘাট গুলিতে ছট পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। ছট পুজোকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

হেরিটেজ বাংলো, দার্জিলিংয়ের চা সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সুযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : দার্জিলিংয়ের চা এর খ্যাতি গোটা বিশ্বজুড়ে। দার্জিলিঙে রয়েছে অনেক চা বাগান, যে চা বাগান গুলিকে কেন্দ্র করে করে উঠেছে পর্যটন কেন্দ্র। এরকমই একটি চা বাগানের নাম সিংটম। দার্জিলিং থেকে দূরত্ব ৬ কিলোমিটার। গাড়ি ভাড়া করে অনায়াসে চলে যাওয়া যায়। বাগানের প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম। চা বাগানের মধ্যে রয়েছে হেরিটেজ বাংলো। যেখানে পর্যটকদের থাকবার ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলোটি তৈরি হয় ১৮৬২ সালে।১৮৫৪ সালে এক জার্মান সাহেব এই চা বাগানটি তৈরি করেছিলেন। বাংলোটি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে পাওয়া যায়। দুর্দান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ সঙ্গে নস্টালজিক অনুভূতি। সবমিলিয়ে পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় এই চা বাগান। বাংলোর লনে বসে দার্জিলিং চায়ের অনুভূতি নিয়ে তুষার শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখার বিরল অনুভূতি মেলে।

দীপাবলি কালীপুজোকে ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে

সজল দাশগুপ্ত : মাঝে আর মাত্র কয়েক দিন। তারপরেই শ্যামা মায়ের আরাধনায় মেতে উঠবে শহর। শিলিগুড়িতে কালীপূজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে। বিভিন্ন মণ্ডপ গুলিতে চলছে আলোকসজ্জা, প্যান্ডেল সজ্জার কাজ। প্রতি বছরের মতো এবারও শিলিগুড়িতে বেশ কয়েকটি বিগ বাজারের পুজো হচ্ছে। কালীপুজোয় শিলিগুড়ির অন্যতম সেরা আকর্ষণ তরুণ সংঘের পুজো। এছাড়াও এলিট, জিটিএস এবং উলকা স্পোর্টিং ক্লাব এর পূজো রীতিমতো আকর্ষণীয়। আকর্ষণীয় পূজো হচ্ছে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘেও। সবমিলিয়ে কালীপুজোর প্রস্তুতি

এখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। সারা শিলিগুড়ি এখন কালীপুজো ও দেওয়ালীকে অভ্যর্থনা জানাতে তৈরি। নানান রঙের লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে গোটা শিলিগুড়ি শহরকে। কালীপুজোর জন্য তৈরি শিলিগুড়ি আলোয় ঝলমলে, সন্ধ্যায় যেন শিলিগুড়ি এক অন্য রুপ নিয়েছে। এখন শুধুমাত্র মায়ের আগমনের অপেক্ষা।

ছটপুজো নিয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : আসন্ন ছট্পুজো। উক্ত পুজো সুষ্ঠভাবে শেষ করবার লক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে দীনবন্ধু মঞ্চে প্রস্তুতি আলোচনা সভায় আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ি পুরনিগমের চেয়ারম্যান, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার,বিভিন্ন বিভাগের মেয়র পারিষদ বৃন্দ, কমিশনার ও সচিব শিলিগুড়ি পুর নিগম, ডি সি পি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট, মহকুমা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন ছট্পুজো কমিটিবৃন্দ।

আসন্ন ছট্পুজো সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১১ নভেম্বর – ১৭ নভেম্বর, ২০২৩

মেষ রাশি : বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার বা বদলির সম্ভাবনা। প্রতিকূলতা কাটিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি হবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন দুর্গা চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : বিবাদ এড়িয়ে চলায় শ্রেয়। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। কর্মোন্নতি সুযোগ আসতে পারে। অর্জিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধি। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে সমস্যা হলেও সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। পারিবারিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরুবে নমঃ' পাঠ করুন।

মিথুন রাশি : সন্তানের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। পাড়া–প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তানের চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। প্রাণায়মের মাধ্যমে নিজেকে চিন্তামুক্ত করুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার 'ওঁ মন্দায় নম' পাঠ করুন।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। সন্তানের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সুফল লাভের বাধা। কর্মক্ষেত্রে সুফল লাভে বিলম্ব।

প্রতিকার : প্রতিদিন আদিত্য হৃদয়ম জপ করুন।

কন্যা রাশি : কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যায় চিন্তার কারণ থাকবে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ১৪ বার প্রতিদিন 'ওঁ বুধায় নমঃ' জপ করুন।

তুলা রাশি : আর্থিক ক্ষতি থেকে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। সঞ্চয়ে বাধা দাম্পত্য সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ চিন্তার কারণ হতে পারে। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে দূরে যেতে হতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ললিতা সহস্র নাম জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : শারীরিক পীড়ায় শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগ আপাতত স্থগিত রাখাই শ্রেয়। মামলায় সুফল লাভে বিলম্ব। কর্মোন্নতিতে বাধা। আয় হলেও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঋণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি। সন্তানের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যাহত। চাকরির পরীক্ষায় সুফল লাভে বাধা।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

ধনু রাশি : পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে বিড়ম্বনা। সমাজ কল্যাণমূলক কর্মে অগ্রগতি। সন্তানের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। শারীরিক পীড়ায় ভোগান্তি। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ভ্রমণের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরুবে নমঃ' পাঠ করুন।

মকর রাশি : হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য থেকে বাড়তি উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। কোনো গুণী ও মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্যে মানসিক পরিবর্তনের সুযোগ আসতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। বিপরীত লিঙ্গে থেকে উপহার পেতে পারেন।

প্রতিকার : শনিবার দিব্যাঙ্গদের ভোজন করান।

কুম্ভ রাশি : ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। পারিবারিক সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। ভাই বোনের থেকে উপহার বা সাহায্য পেতে পারেন। সঞ্চয়ে বাধা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। জ্যোতিষ নিয়ে চর্চার করার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার গরিবদের ভোজন করান।

মীন রাশি : ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মোন্নতিতে সুযোগ রয়েছে। প্রশাসনিক স্তরের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। হিতৈষী ব্যক্তিদের সাহায্য কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার নম 'ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ' জপ করুন।

কাজের খবর

স্টিল প্লান্টে ৮৫ টেকনিশিয়ান

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সংস্থা স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার বোকারো স্টিল প্ল্যান্ট 'অ্যাটেন্ড্যান্ট কাম টেনিশিয়ান (ট্রেনি)' পদে ৮৫ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

মাধ্যমিক পাশরা আই টি আই কোর্স পাশের পর কোনো স্টিল প্ল্যান্ট থেকে এক বছরের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং করে থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১.৫.২০২৩'র হিসাবে ২৮ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও. বি. সি'রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন।

শরীরের মাপজোফ হবে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৫ সেমি আর ওজন অন্তত ৪৫ কেজি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৭৫ সেমি ও ফুলিয়ে ৭৯ সেমি। মেয়েদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৪৩ সেমি ও ওজন অন্তত ৩৫ কেজি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৭০ সেমি ও ফুলিয়ে ৭৩ সেমি। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের বেলায় উভয় চোখে চশমা ছাড়া ৬/১২। আর কাজের বেলায় J–1, শূন্যপদ : ৮৫টি (জেনাঃ ৩৫, তঃ জাঃ ১০, তঃ উঃ জাঃ ২২, ও. বি. সি. ১০, ই. ডব্লু এস. ৮)।

সব পদের বেলায় শুরুতে ২ বছরের ট্রেনিং। তখন মাইনে প্রথম বছর মাসে ১২,৯০০ টাকা ও দ্বিতীয় বছর মাসে ১৫,০০০ টাকা। সফল হলে মূল মাইনে ২৫,০৭০–৩৫,০৭০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : BSL/R/2023–20, Dated 27–10–2023.

প্রার্থী বাছাই হবে সি বি টি টেস্ট, ইন্টারভিউ, স্কিল টেস্ট বা ট্রেড টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে কলকাতা, রাঁচী, পাটনা, ভুবনেশ্বর।

দরখাস্ত করবে অনলাইনে, ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.sail.co.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার ৫০০ কে.বি'র মধ্যে জে.পি.জি বা, জে. পি. ই. জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নিয়ে যাবেন।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে Apply Online–ক্লিক করে যাবতীয় তথ্য দেবেন। টাকা এস. বি. আই. চালানে বা, অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন উপরিউক্ত ওয়েবসাইটে।

ন্যাশনাল ফার্টিলাইজারে ৭৪ ট্রেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার্স লিমিটেড 'ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি' (মার্কেটিং, এফ অ্যান্ড এ, ল') ট্রেডে ৭৪ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য।

ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (মার্কেটিং) : মার্কেটিং, অ্যাগ্রি বিজনেস মার্কেটিং রুরাল ম্যানেজমেন্ট, ফরেন ট্রেড, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং–এর এম. বি.এ/পি.জি.ডি.বি.এম./পি.জি.ডি.এম কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। মোট অন্তত ৬০%, (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে বি.এস.সি কোর্স পাশরা সিড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, জেনেটিক্স অ্যান্ড প্ল্যান্ট ব্লিডিং, অ্যাগ্রোনমি, সয়েন্স সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচার কেমিস্ট্রি, এন্টোমোলজি, প্যাথলজি স্পেশালাইজেশন হিসাবে এম এস সি (অ্যাগ্রিকালচার) কোর্স পাশরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৪০,০০০–১,৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ১০টি (জেনাঃ ৬, তঃ জাঃ ১, ও. বি. সি ২, ই. ডব্ল. এস ১)।

ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (ল') : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে অইনের ৩ কিংবা ৫ বছরের ইন্টিগ্রেটেড কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৪০.০০০ – ১, ৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৪ টি (জেনাঃ ৩, ও বি সি ১)। সব পদের বেলাই বয়স হতে হবে ৩১–১০–২০২৩'র হিসাবে। তপশিলী, ও বি সি ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : 02 (NFL)/2023, date : 01.11.2023. প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে : কলকাতা, রাঁচী, পাটনা, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি, রায়পুরে। এই পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করলে মোট শূন্যপদের ৫ গুণ প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.nationaller–tillizers.com এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার আর অন্যান্য প্রমাণপত্র জে. পি. ই. জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফি বাবদ ৭০০ টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে দিতে হবে। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন। ফর্ম এডিট করতে পারবেন ৩ ও ৪ ডিসেম্বর।

কলকাতা, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে হেলথ ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি পাবলিক হেলথ ম্যানেজার পদে ৩২ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

লাইফ সায়েন্স বা, ইকনমিক্সের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। সোশ্যাল সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্স পাশরা পাবলিক হেলথ বা, কমিউনিটি হেলথ বা প্রিভেনটিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিনের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা হিউম্যান রিসোর্স বা, হেলথ কেয়ার নিয়ে এম.বি.এ. কোর্স পাশ হলেও যোগ্য।

বয়স হতে হবে ১–১–২০২৩'এর হিসাবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ৩৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৩২টি (তঃ জাঃ ৯, তঃ উঃ জাঃ ৮, ও বি সি –এ ক্যাটেগরি ১০, প্রতিবন্ধী ৫)।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতায় থাকবে ৭৫ নম্বর, কম্পিউটার টেস্টে থাকবে ১৫ নম্বর ও অভিজ্ঞতার জন্য থাকবে ১০ নম্বর।

দরখাস্ত করবে অনলাইনে,এই ওয়েসাইটে : www.wb–health.gov.in এজন্য বৈধ ইমেল আই. ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০ টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

নীলগিরিস কর্ডাইট ফ্যাক্টরি অ্যাটেন্ড্যান্ট 'অপারেটর কেমিক্যাল প্ল্যান্ট' ১২৬ অপারেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি : নীলগিরিস কর্ডাইট ফ্যাক্টরি অ্যাটেন্ড্যান্ট 'অপারেটর কেমিক্যাল প্ল্যান্ট' ট্রেডে সি পি ডব্লু টেনারে ১২৬ জন লোক নিচ্ছে। মাধ্যমিক পাশরা এন সি ভি টি'র অনুমোদিত যে কোনো অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি থেকে অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর কেমিক্যাল প্ল্যান্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১–১০–২০২৩'এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে তপশিলী, ও বি সি'রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। বেসিক পে ১৯,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ১২৬টি (জেনাঃ ৫৩, ও বি সি ৩৪, তঃ জাঃ ১৮, তঃ উঃ জাঃ ৯, ই. ডব্লু. এস. ১২, প্রাঃ সঃ কঃ ১২)। ১ বছরের চুক্তিতে নেওয়া হবে। তবে তার মেয়াদ আরও ৪ বছর বাড়তে পারে। আইটিআই–এ পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই হবে। দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে www.cor–dile.co.in। পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্ব–প্রত্যয়িত নকল ও এখনকার তোলা পাশপোর্ট মাপের ফটো। এই বিজ্ঞপ্তি বেরোনোর ২১ দিনের মধ্যে দরখাস্ত করবেন। দরখাস্ত পাঠাবেন The General Manager, Cordite Factory, Aruvankadu, The Nilgiria District, Tamalnadu. Pin–642 202

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

সচেতনতাই কমাতে পারে ব্রেন স্ট্রোক

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

ব্রেন স্ট্রোক শুনলেই সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে যে মৃত্যু বা পঙ্গুত্বের মুখোমুখি হতে হয় তা এখন অনেকেরই জানা।

অথচ একটু সচেতন হলেই সাধারণত স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়া এড়ানো সম্ভব। আগে এটি বয়স্কদের রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও বর্তমানে ৫০ বছরের নীচেও ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণায় লক্ষ্য করা গেছে যে শীতকালে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা, বিশেষত রক্তক্ষরণজনিত স্ট্রোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সাধারণত বিভিন্ন কারণে শীতকালে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় যা কিনা স্ট্রোকের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। আসুন ব্রেন স্ট্রোক সম্বন্ধে কতগুলি মূল্যবান তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

ব্রেন স্ট্রোক কি?

মস্তিষ্কের কোন এক অংশের হঠাৎ রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গেলেই ব্রেন স্ট্রোক হয়ে থাকে। রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে সেই অংশের কোষ গুলির মৃত্যু ঘটে এবং তার ফলে মস্তিষ্কের ওই বিশেষ অংশ মানবদেহের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে তা অক্ষম হয়ে পড়ে এবং সেই অনুযায়ী উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়।

স্ট্রোক কয় প্রকার :

সাধারণত স্ট্রোক দুই প্রকারের

* ইস্কিমিক স্ট্রোক : মস্তিষ্কের রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে স্নায়ু কোষের মৃত্যুর ফলে এই স্ট্রোক হয়। প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ স্ট্রোক এই ধরনের।
* হেমারেজিক স্ট্রোক : মস্তিষ্কের রক্তনালী ফেটে রক্ত

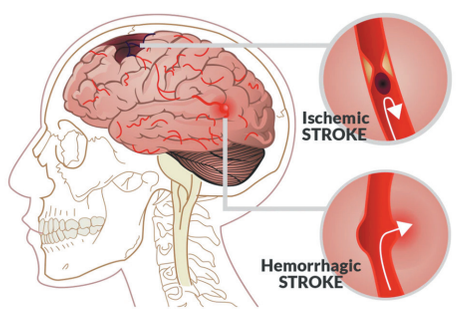

জমাট হয়ে কোষের মৃত্যুর ফলে এই স্ট্রোক হয়ে থাকে।

স্ট্রোকের লক্ষণ :

ব্রেন স্ট্রোকের প্রাথমিক লক্ষণগুলি বুঝতে না পারার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি হয়ে যায় এবং রোগী মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে থাকে। মনে রাখা দরকার চিকিৎসার ক্ষেত্রে সময় একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। এক্ষেত্রে FAST কথাটি মনে রাখা দরকার

১) F : Face Drooping – রোগীকে হাসতে বললে মুখের একদিক বেঁকে যাওয়া।

২) A : Arm Weakness – হাত অবশ হওয়া।

৩) S : Speech difficulty – কথা বলতে বা বুঝতে সমস্যা।

৪) T : Time to treat – সময় মত চিকিৎসা।

এই লক্ষণ গুলি দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এছাড়া তীব্র মাথা যন্ত্রণার সাথে বমি হওয়া বা জ্ঞান হারানোও স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে।

স্ট্রোকের রিস্ক ফ্যাক্টর :

* উচ্চ রক্তচাপ,হৃদরোগ।
* ধূমপান।
* স্থূলতা।
* বংশ ও জাতিগত কারণ।
* ডায়াবেটিস।
* আগে হয়ে যাওয়া মিনি স্ট্রোক।
* বেশি বয়স।
* মদ্যপান।
* শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা।
* হরমোন ওষুধের কারণে।

স্ট্রোকের চিকিৎসা :

বিশ্ব স্ট্রোক সংস্থা স্ট্রোকের চিকিৎসা তিনটি বিশেষ ভাগে ভাগ করেছেন। (Triple 'A')

১) Awareness – সচেতনতা যেমন কাঁচা নুন খাওয়া কমানো, নিয়মিত কম করে আধ ঘন্টা হাটা এবং ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, ধূমপান ও মদ্যপান পরিত্যাগ, প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাক–সবজি ফলমূল গ্রহণ করা।

২) Access: রিস্ক একটা থাকলে প্রিভেন্টিভ ক্লিনিকে নিয়মিত চেকআপ করানো যেমন হাইপারটেনশন ক্লিনিক, ডায়াবেটিক ক্লিনিক ইত্যাদিতে নিয়মিত চিকিৎসা।

৩) Action :স্ট্রোক হলে তাৎক্ষণিক হসপিটালে চিকিৎসা। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েও রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শে নিয়মিত চিকিৎসা করে যেতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন ফিজিওথেরাপি বা পুনর্বাসনেরও প্রয়োজন হতে পারে জীবন ভর।

শব্দবার্তা ২৭১

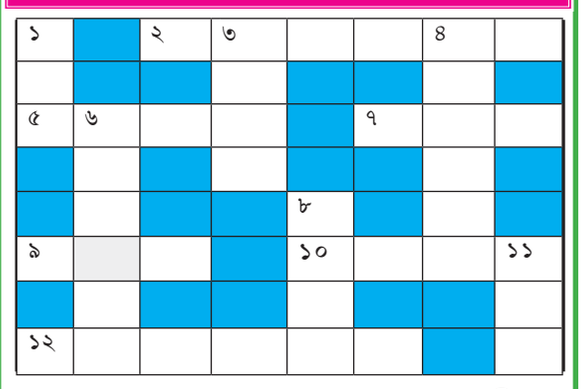

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। অসীম তেজযুক্ত ৫। কোনোকিছু আড়াল করার প্রবণতা ৭। জাঁকালো ৯। সরল, ছলনাশূন্য ১০। চরণে পতিত, বশীভূত ১২। ফাউন্টেন পেন।

উপর–নীচ

১। নকশা, চিত্রাঙ্কনের প্রাথমিক কাঠামো ৩। নরম গরম ৪। ক্রমশ বৃদ্ধিশীল ৬। তত্ত্বতালাশ ৮। সমুদ্রতীরবর্তী প্রান্তভাগ ১১। একাগ্র।

সমাধান : ২৭০

পাশাপাশি : ১। অপহৃত ৪। সহজেতর ৫। দমদমা ৭। পরিমল ৯। ঘনবিন্যাস ১০। রত্নাকর।

উপর–নীচ : ১। অপবাদ ২। তসলিমা ৩। কতরকম ৬। মহামানব ৭। পরিসর ৮। লশকর।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

নামখানায় বিপজ্জনক সেতুতে চলছে ঝুঁকির পারাপার

অমিত মণ্ডল, নামখানা : গ্রামের একটি মাত্র কাঠের সেতু ।তাও সেটা ছয় মাস ধরে বিপজ্জনকভাবে পড়ে রয়েছে যার উপর দিয়ে প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছেপারাপার। নামখানা ব্লকের বুদাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফটিক পুর গ্রাম। এই গ্রামটিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে পচামুড়ি খাল। খালটির অপর দিকে রাজনগর গ্রাম। দুটি গ্রামের মানুষের প্রতিনিয়ত কাজের জন্য পচামুড়ি খালের উপর তৈরি কাঠের তৈরি সেতুর উপর নির্ভর করতে হয়।কোন কাজ হোক কিংবা বাজার হাট, এমনকী প্রতিদিন ভাঙা সেতুর উপর দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে

যাতায়াত করে স্কুলপড়ুয়ারা।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ এই পচামুড়ি খালের উপরে কাঠের সেতুটি ছয় মাস আগে ভেঙে বসে গিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভোট শেষ হতেই সব শেষ। ভোট মিটে গেলে প্রতিশ্রুতিটা শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি হয়ে রয়ে যায়। এই মুহূর্তে সেতুটি দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। প্রায়সই ঘটছে দুর্ঘটনা। এই সেতুটি যদি ভেঙে পড়ে, তাহলে প্রায় তিন কিলোমিটারের বেশি ঘুরে বাজার হাট করতে যেতে হবে। ছেলে মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে গোটা গ্রামকে।

তবে পঞ্চায়েত প্রধানের সাফাই আবার অন্য। তিনি বলছেন, পঞ্চায়েতের এত টাকা নেই সেতুটি তৈরি করার জন্য। গ্রামবাসীরা চাইছেন সুরক্ষিত এবং স্থায়ী সেতু তৈরি হোক। কবে এই সমস্যার সমাধান করবে প্রশাসন সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা গ্রামের মানুষ।

লজ্জায় আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাড়ির জানালা ভেঙে মধ্যরাতে আদিবাসী নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গেল গ্রামপঞ্চায়েত তৃণমূল সদস্যের ছেলে। লজ্জায় বিষ খেয়ে আত্মঘাতী নাবালিকা। ঘটনাটি ঘটেছে পাড়ুই থানা এলাকার দামোদরপুর গ্রামে। ওই আদিবাসী নাবালিকার বয়স সাতেরো বছর। এবছর সে উচ্চ মাধ্যমিক দিত। রাত্রিবেলায় বাড়িতেই দুই বোনের সাথে ঘুমাচ্ছিল এই নাবালিকা ছাত্রী। সেইসময় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার নবকুমার নাথের ছেলে ছোটু নাথ তাকে বাড়ির জানালা ভেঙে মধ্যরাতে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ । ঘটনাটি দেখে ফেলে নাবালিকার দুই বোন। এরপরেই বিষয়টি জানাজানি হতে পড়ে যায় শোরগোল। শেষমেষ ওই ছেলেটির কাছ থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয় নাবালিকা মেয়েটিকে। ফিরিয়ে আনার পরই বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার প্রচেষ্টা করে ওই আদিবাসী নাবালিকা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নাবালিকার বাবা মার দাবি, ওই ছেলের সাথে আগে মেয়ের সম্পর্ক ছিল। পরে মেয়ে সেটাকে অস্বীকার করে বেরোনোর চেষ্টা করায় তাকে বিভিন্নভাবে হয়রান করার চেষ্টা করত ওই ছেলেটি। এমনকি ওই ছেলের চাপে টিউশন থেকে স্কুল সবটাই কার্যত বন্ধ হতে বসেছিল মেয়েটির। এরপরেই এই ঘটনাটি ঘটায় অভিযুক্ত।

যদিও গোটা ঘটনায় নাবালিকা আদিবাসী পরিবারের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত পাড়ুই থানায় কোন লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় নি। নাবালিকা আদিবাসী পরিবারের বাবা–মায়ের দাবি, তাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ তারা কোনোরকম আইনি সমস্যায় জড়াতে চাইছেন না। ওই এলাকার মানুষ অভিযুক্ত যুবকের শাস্তি চাইছে। ৩ নভেম্বর বিকালে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় ওই আদিবাসী নাবালিকা।

সরকারি বাস ডাম্পার সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ মহেশপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে ৬০ নং জাতীয় সড়কে সরকারি বাসের সঙ্গে ডাম্পারের সংঘর্ষে ৪০ জন জখম হয়। তারা রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জখম বাসযাত্রী কয়থা গ্রামের মহম্মদ বদরুজামমান বলেন, স্টেট বাস ডাম্পারকে মারল। বাসের ড্রাইভারের দোষ। ঘটনাস্থলে আসে নলহাটি থানার পুলিশ।

টিভির মধ্যে লুকানো ছিল আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেপ্তার দুষ্কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক কুখ্যাত দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গত রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি পঞ্চায়েতের খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতি সেলিম গাজী। তার কাছে একটি অগ্নেয়াস্ত্র ছিল। ঘরের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রটি ভাঙা টিভির ভিতরে লুকানো ছিল। গোপন সূত্রে এমন খবর গোপন সুত্রে ক্যানিং থানার পুলিশের কাছে পৌঁছায়। তালদি খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকায় রবিবার দুপুরে চিরুনী তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিশ। ভাঙা টিভির মধ্যে থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। ধরা হয় সেলিমকে। পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এনেছিল? কেনই বা এনেছিল? আর কে বা কারা এই ঘটনায় যুক্ত রয়েছে সে বিষয়ে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রাথমিকে চাকরি গেল ৮৯ জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সদ্য ৮৯ জন প্রাথমিক শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর। তারমধ্যে বীরভূম জেলার ১৩ জন প্রাথমিক শিক্ষক। সিউড়ি হাটজন বাজারের প্রাথমিক শিক্ষক চামেলি দাসের চাকরি গিয়েছে। বাবা অজয়কুমার দাস বলেন, আমার মেয়ে প্রতিবন্ধী, যোগ্যভাবে চাকরি পেয়েছে। এভাবে চাকরি যাওয়া উচিত নয় ।

জয়নগরে বধূর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা, আটক স্বামী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর: জয়নগরে এক গৃহবধূর শশুরবাড়িতে অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরে বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাল জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার গোদাবর এলাকায় শশুর বাড়িতে বৃহস্পতিবার সকালে এক গৃহবধুর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়, এলাকার মানুষ স্থানীয় জয়নগর থানায় এসে দোষীর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,জয়নগর থানার গোদাবর এলাকার রেশমা গাজীর সঙ্গে প্রেম করে দেড় বছর আগে বিবাহ হয় জয়নগর থানার উওর দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের এলাকার রবিউল লস্কর নামে পেশায় রঙ মিস্ত্রী এক যুবকের সঙ্গে। বিয়ের পর থেকে যৌতুক নেওয়া নিয়ে সংসারে প্রায় সময় অশান্তি লেগেই থাকতো তাদের। বুধবার ওই গৃহবধূকে তাঁর বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসে রবিউল। আর বৃহস্পতিবার সকালে রবিউল তাঁর শশুর বাড়িতে ফোন করে স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ জানায়। আর তাঁর পরেই ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন মেয়ের শশুর বাড়িতে এসে দেখে তাদের মেয়ের নিথর দেহ ঘরের ভেতর পড়ে আছে। তাঁরা এই মৃত্যুকে মানতে নারাজ। খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে ওই গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। আর এই ঘটনায় মৃত গৃহবধুর স্বামীকে আটক করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে তদন্তের স্বার্থে। এদিকে এদিন দুপুরে মৃত গৃহবধূর বাপের বাড়ি তরফে তাঁর মা সহ আত্মীয় পরিজনেরা এসে জামাইয়ের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে অভিযুক্তের শাস্তির দাবি জানায় ও বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।আর তার ফলে উওজেনার সৃষ্টি হয়। তবে পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। আর কীভাবে এই মৃত্যু ঘটল তাঁর তদন্ত শুরু করেছে।

স্টোনম্যান আতঙ্ক

মহম্মদবাজারে থেঁতলানো মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফের বীরভূম জেলায় স্টোন ম্যান আতঙ্ক – সদর শহর সিউড়ির পর এবার ঘটনাস্থল মহম্মদবাজার। বুধবার ৮ নভেম্বর সকালে মহম্মদবাজার ব্লকের মুরগাবনি এলাকায় এক যুবকের থেঁতলানো রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা।

মৃতদেহের মাথার কাছে পড়েছিল ৩টি ভারী পাথর। ঘটনাস্থলের কিছুটা দূরেই টোলট্যাক্স আদায় করার জায়গা। মৃত যুবকের পরনে নীল গেঞ্জি ও জিনস প্যান্ট ছিল। মৃতদেহের পরিচয় জানা যায় নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৮ অক্টোবর সকালে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে কাছে কলেজপাড়া রাস্তায় রক্তাক্ত থেঁতলানো একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।

তৃণমূল নেতার হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষ্যে বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের রুপপুর গ্রামের তৃণমূল নেতা বাবু দাস বলেন, 'সামনেই লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের আগে গ্রামে যদি বিজেপির কর্মী নেতারা ভোট চাইতে আসে তাদেরকে গাছে বেঁধে রাখুন।' বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা বলেন, 'তৃণমূলের রাঘব বোয়াল যারা যেখানে যাওয়ার চলে গিয়েছে। যে তৃণমূলের কর্তা পুলিশকে হুমকি দিত সে এখন তিহারে বন্দি।

তৃণমূলে যতদিন চুরি করছো ততদিন গুড বয়। গ্রেপ্তার হয়ে গেলে সেই তৃণমূল নেতার মাথা থেকে হাত তুলে নেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আদিবাসী মহিলাদের মারধর থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি : অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করার প্রতিবাদ করায় দুই আদিবাসী মহিলাকে শাঁখা ভেঙে দিয়ে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক ঘড়ি ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। আদিবাসী মহিলারা বাসন্তী থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তী থানার অন্তর্গত বাসন্তী পঞ্চায়েত এলাকার সোনাখালি চরপাড়ায়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন বসবাস করেন। শুক্রবার একটি দোকান নিয়ে এলাকায় বচসা হয়। সাময়িকভাবে সমস্যা মিটেও যায়। অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দা ঘড়ি ব্যবসায়ী পঙ্কজ সামন্ত আদিবাসী মহিলাদেরকে জাত তুলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। প্রতিবাদ করেন মমতা মুন্ডা, অনিমা মুন্ডা সহ অন্যান্যরা। প্রতিবাদ

করতেই আদিবাসী মহিলাদের বেধড়ক মারধর করে পঙ্কজ। এমনকী তাদের হাতের শাঁখাও ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় দুই আদিবাসী মহিলা। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। মমতা ও অনিমা জানিয়েছেন, গতকাল পাড়ায় সামান্য একটি বচসা হয়েছিল। শনিবার দুপুর আচমকা আমাদের জাত তুলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছিল পঙ্কজ সামন্ত। আমরা প্রতিবাদ করতেই আমাদের বেধড়ক মারধর করে শাঁখা ভেঙে দেয়। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। অন্যদিকে অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

ঘরের মধ্যে গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘরের মধ্য থেকে এক গৃহবধূ ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল মৌসুনির কুসুম তলা এলাকায়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করতে গেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থল নামখানার মৌসুনি। বৃহস্পতিবার সকালে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার মৌশুনী গ্রাম পঞ্চায়েতের কুসুমতলা এলাকা থেকে এক গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ। মৃত গৃহবধূর নাম প্রতিমা মণ্ডল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত সাত বছর আগে মৌশুনী গ্রাম পঞ্চায়েতের কুসুমতলার বাসিন্দা প্রতিমার সঙ্গে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকারই বাগডাঙার বাসিন্দা অরুণ মণ্ডলের দেখাশোনা করেই বিয়ে হয়। তাদের চার বছরের এক সন্তানও রয়েছে অভিযোগ,

বুধবার প্রতিমার স্বামী প্রতিমাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তারপরেই প্রতিমা মৌশুনীর কুসুমতলাতে বাবার বাড়িতে চলে আসে।

প্রতিমা বাবার বাড়ি চলে আসার পরে বেশ কয়েকবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসে তার স্বামী অরুণ। প্রতিমার বাবা বর্তমানে ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজে রয়েছেন এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন প্রতিমার মা। স্থানীয়দের দাবি প্রতিমার বাবার বাড়িতে তার বাবা মা না থাকার সুযোগেই বাড়িতে গিয়ে ওই গৃহবধূর ওপর শারীরিক অত্যাচার চালিয়েছে অরুণ। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে বছর ২৩–এর প্রতিমার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় তার বাবার বাড়ি থেকে। মৃত গৃহবধূর স্বামীর গ্রেপ্তারের ও শাস্তির দাবিতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ প্রথমে অভিযুক্ত অরুনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন শ্রমজীবী মহিলা সমিতি। তাদের পক্ষ থেকেও অভিযুক্তের শাস্তির দাবি করা হয়েছে। মৃতার বাবার বাড়ির লোকজন ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সদ্যজাতের দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শুক্রবার সকালে দুই সদ্যজাতের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের মাতৃমা বিল্ডিং সংলগ্ন এলাকায়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে হাসপাতালের 'মাতৃমা' বিল্ডিংয়ের গেটের পাশেই দুটি সদ্যজাতের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় মানুষজন। তারপর খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে দেহ দুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর পঞ্চায়েত এলাকার মেনকা সরদার নামে এক প্রসূতি বুধবার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে প্রসব বেদনা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। ওই প্রসূতি বৃহস্পতিবার মৃত যমজ দুই সন্তান প্রসব করেন। তারপর মৃত সদ্যজাতের দেহ দুটি তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। প্রসূতির শাশুড়ি মুক্ত সরদার মৃত সদ্যজাত গুলোকেই মাতৃমা বিল্ডিংয়ের কাছে একটি ঝোঁপের মধ্যে ফেলে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। মৃত সদ্যজাতের মা এখনো ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ক্যানিং থানার পুলিশ এসে দেহ দুটিকে উদ্ধার করে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে ধরে ফেলে। অভিযুক্ত মুক্ত সরদার পুলিশের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ে। পরে ক্যানিং থানার পুলিশের তরফে দেহ দুটি সৎকারের জন্য পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

এক বছরের মন্ত্রীত্বে তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী জমি ও বাড়ীর মালিক হয়েছেন

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

গোপন সূত্রের সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জ্জি তাঁর মন্ত্রীত্বের ১২ মাসের মধ্যে দু দফায় ৪৮ হাজার টাকা ব্যয়ে মহেশতলার অধীন সারেঙ্গাবাদ মৌজায় ৩২ শতক অর্থাৎ প্রায় ১ বিঘা জমি ও একটি পাকা বাড়ী দুই ভাই ও নিজের নামে ক্রয় করেছেন।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায় শ্রীমুখার্জি ২রা আগষ্ট '৭২ শ্রীত্রিকেশ মিত্রর কাছ থেকে প্রথম দফায় বাড়ী ও জমির অর্দ্ধেক অংশ এবং পরে ৬ই মার্চ্চ '৭৩ বাকী অর্ধেক অংশ অন্য শরিক শ্রীঋষিকেশ মিত্রর কাছ থেকে ক্রয় করেন। জমি ও বাড়ী ক্রয় এমন কিছু দোষনীয় নয় তবে মন্ত্রীত্ব নেওয়ার পরই যদি কেউ অর্দ্ধ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পত্তির মালিক হ'ন এবং সেই সম্পত্তির অংশীদাররা যদি মুখ্যতঃ দাদারই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে সাধারণের মনে নানা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। কারণ আজকের দিনে সৎ উপার্জিত অর্থে সংসার প্রতিপালন করে সম্পত্তির মালিক হওয়া খুবই দুষ্কর। তবে মধ্যবিত্তের ঋণই একমাত্র ভরসা।

অবশ্য মন্ত্রীমশায় ঋণগ্রস্ত কিনা জানা যায়নি এবং মন্ত্রীমশাই সম্পত্তির অধিকারী কিনা তার হিসাবও পার্টি অফিসে নেই। আজকাল মন্ত্রীমণ্ডলী, এম.এল.এ এবং কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে নানা অপবাদ উঠছে এবং বহু ক্ষেত্রে তথ্য ভিত্তিক অভিযোগও উঠেছে। যাঁদের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ উঠছে তাঁদের উচিত জনস্বার্থের খাতিরে প্রকাশ্য বিবৃতি রাখা। তাই আমাদের দাবী, যে সব তরুণ মন্ত্রী আজ যুব সমাজের আদর্শ স্থানীয়, যাঁর মধ্যে শ্রীসুব্রত মুখার্জ্জি অন্যতম, তাঁর বিরুদ্ধে যে সংশয় দেখা দিয়েছে অবিলম্বে যথার্থ বিবৃতি মারফৎ তিনি তার সদুত্তর দেবেন এটাই জনগণ আশা করে।

৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৩, ২৪ শে কার্ত্তিক, ১৩৮০, শনিবার

দিবালোকে কলেজ ছাত্রীকে কাটারি কোপ, গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ায় ১ নভেম্বর দুপুরে সাঁইথিয়া তালতলা মোড়ে কলেজ ছাত্রী আনিশা খাতুনকে কাটারি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানোর অভিযোগ ওঠে নাজিবুল হক নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। আনিশাকে বাঁচাতে গিয়ে জখম হয় স্থানীয় মিষ্টি দোকানকর্মী গোলক বাটি। গোলক রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় আনিশা সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি। আনিশার বাবা বলেন, 'মার্কশিট নিয়ে কলেজে ঝামেলা করেছিল নাজিবুল। কলেজ থেকে টোটো করে মেয়েকে নিয়ে এসে তালতলা মোড়ে একটি মিষ্টির দোকানে খেতে ঢুকি। ফলো করে সেখানে ঢুকে পড়ে কাটারি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপায় মেয়েকে। আনিশা বাংলা অর্নাসের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। ক্লাস না করে নাজিবুল নোট চাইতো, সেটা দিতে চাই নি আমার মেয়ে।' এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযুক্ত নাজিবুল হককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ । এইঘটনা উস্কে দিলো গতবছর বহরমপুরে সুতপা চৌধুরীকে হত্যার ঘটনা। সুতপার প্রাক্তন প্রেমিক সুশান্ত চৌধুরীকে ফাঁসির সাজা দিয়েছে নিম্ন আদালত। দোসরা নভেম্বর সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে চোদ্দো দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

নাম/পদবি পরিবর্তন

আমি Jamaluddin, S/o Mainuddin হুগলি সদর (চুঁচুড়া) কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা Sl. No 2826, 30.05.2023 তারিখে Jamaluddin ও স্ত্রী Afsari Khatoon নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। Jamaluddin ও Md. Jamaluddin এবং Afsari Khatoon ও Afsari Khatun একই ব্যক্তি। Residing at 32, R.B.S Road, Karahikal, Champdani, Thana – Bhadreswar, Hooghly, Pin–712222.

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১১ নভেম্বর – ১৭ নভেম্বর, ২০২৩

দীপাবলির প্রাক্কালে

আর ২৪ ঘন্টার মধ্যে শক্তি আরাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করতে চলেছে বাঙালি। কালী পুজোর পাশাপাশি দীপাবলি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া মিলিয়ে কয়েক দিনের উৎসব সামনে। তবে বছর দুয়েক ধরে উৎসব আসে যায় মন ভালো হয় না বঙ্গবাসীর। চারিদিকে দুর্নীতি আর অপরাধের মাঝে তদন্তের হাতছানি। আজ একে 'নিশি' ডাকে তো কাল ওকে। সারা ভারতবর্ষ দেখে প্রতিদিন বাঙালির কাটে চুরি জোচ্চুরির অপবাদ ঘাড়ে নিয়ে। কবে এর নিষ্পত্তি হবে কেউ জানে না। বরং খোঁজ পাওয়া যায় বাংলা জুড়ে অপরাধের মাকড়সার জাল।

উৎসব আসে বাঙালি ভালো করে হাসতেও ভুলে গেছে ভিতরে ভিতরে গুমড়ে মরে অপমানের জ্বালায়। যত দিন তদন্তের গতি দীর্ঘায়িত হতে থাকবে ততদিন এই আবহ থেকে বেরোতে পারবে না বাঙালির হৃত গৌরব। এরই মাঝে শীর্ষ আদালতের রায়ে যেন কিছুটা আলোর রেশ ফুটে উঠছে ঘন অন্ধকারের মাঝে। নির্দেশ মতো আর মাস আটেকের মধ্যে শেষ হতে চলেছে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির এক দীর্ঘ ধারাবাহিকের। আগামী শক্তি পুজোর আগে এটাই বাঙালির সবচেয়ে বড় পাওনা।

তবে, শিক্ষক নিয়োগ তদন্ত মিটলে পড়ে থাকবে সারদা, নারদ, কয়লা, গরু, বালি, মাটি পাচার তদন্ত সঙ্গে একগুচ্ছ অপরাধের এনআইএ ছানবিন। এখন আবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আয়কর দফতরের হানা। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে দুর্নীতির তদন্ত হচ্ছে বটে কিন্তু বাঙালি সমাজ সবচেয়ে বেশি ছিন্ন ভিন্ন এর দাপটে।

দম বন্ধ কর অবস্থা, বুদ্ধিজীবীরা সকলে চোখ কান বুজে মুখে কুলুপ এঁটে বসে রয়েছেন ঘরের কোনায়। কেউ কেউ বিবেক বিকিয়ে দিয়েছেন প্রভাবশালীদের কাছে। একাংশ বাঙালি দাঁত মুখ বার করা কদর্য রূপ ধরা পড়ছে রাজনৈতিক মঞ্চে। সেখানে কটূক্তি অভদ্র অঙ্গভঙ্গি বাঙালিকে টেনে নামাচ্ছে পাঁকের গভীরে। এতো দিন এসব চলছিল রাজ্যের অভ্যন্তরে এবার বাঙালি ঝাপটা খেতে শুরু করেছে সংসদের অন্দরে। চরিত্র হারিয়ে নিঃস্ব বাঙালি আগামী দিনে বাংলার পরিচালকের পদে থাকবে কি না সেটাই একটা বড় প্রশ্ন। তবে সব অন্ধকারের শেষে আলো আসে অধিকাংশ বাঙালি সেই আলোর অপেক্ষায়। মা এবার সমস্ত রিপুকে বলি দিয়ে বাঙালিকে মুক্ত করো স্বমহিমায়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

উচিৎ হতে জগৎ সৃষ্ট, চিৎ আবার চৈতন্য স্বরূপের অন্তর্গত। তাই সৃষ্টির মূল স্বরূপ ও পরমাত্মা এক এবং অভিন্ন।

রাম বললেন, –হে মুনিপ্রবর! জীব অসংখ্য, না সংখ্যাসীমিত? জীব কোথা থেকে প্রকাশিত? বশিষ্ঠ বললেন, রাম! জীব যখন সত্য নয়, তকন তার সংখ্যাকরণ কি করে হয়? জীব তো প্রতিভাস মাত্র। সর্বময় ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। সর্বশক্তি যাঁর অন্তরে নিহিত সেস ব্রহ্ম নির্লিপ্ত থাকেন, কিন্তু তাঁর শক্তির প্রভাবে যাবতীয় কল্পনা, যাবতীয় কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হয়ে চলেছে জগৎ রূপে। জীব, বুদ্ধি, স্পন্দন, দ্বৈতভাব, কর্ম এসবের অন্তরালে তিনিই বিরাজ করছেন। এই সবের দর্শনকর্তাও তিনি, অর্থাৎ তিনি নিজেকেই নিজে দর্শন করছেন। তাঁকে না জানলে ঐ বহু সত্বা, বহু কর্ম, বহু দৃশ্য ভিন্ন ভিন্ন বলে অভিজ্ঞাত হতে থাকে। যে অজ্ঞান অবিদ্যা ব্রহ্মসত্ত্বাকে ঢেকে রাখে, তার অপসারণ না হলে সত্য–মিথ্যার পরিচয় পাওয়া যায় না। আত্মতত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন অজ্ঞান–অবিদ্যা উচ্ছিন্ন হয় না এবং ব্রহ্মই যে জীবাত্মা হয়েছেন, তিনিই অসীম, অখণ্ড, অনাদি, অনন্ত, সর্বশক্তিমান এবং চৈতনঞই যে তাঁর স্বরূপ এই সব জ্ঞান বোধে স্থান পায় না।

রাম বললেন,– হে ব্রাহ্মন! সমষ্টিজীব এবং ব্যষ্টিজীব যখন একই, তখন একটি জীবের ইচ্ছা জগতের সকল জীবের ইচ্ছা হয় না কেন? বশিষ্ঠ বললেন, ব্রহ্ম প্রথমে মহাজীব বা সমষ্টিজীব, পরে অসংখ্য ব্যষ্টিজীব রূপে নিজেকে বিভাজিত করেন। মহাজীবরূপী ব্রহ্ম যা ইচ্ছা করেন, তা সফল হয়। 'এইভাবেই সবকিছু সম্পন্ন হোক' তাঁর এমন কল্পনাই নিয়ম হয়ে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যষ্টিজীব এই নিয়মের অধীনস্ত জীব সেই অনুসারে কর্ম করলে সিদ্ধ পাবে, অন্যথায় নিয়মানুসারে কর্মানুযায়ী বিপরীত বা আংশিক ফললাভ হবে। ঋষি ও মহাজনেরা যেহেতু মহাজীবরূপ ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তাই সেই মহাজীবের কল্পনা তাঁদের মাধ্যমে সফল হয়। ক্ষুদ্র জীবসকল তত্ত্বতঃ এক হলেও ব্যবহারিক ভাবে উপাধির ভেদ থাকায় ভিন্ন ভিন্ন কল্পনায় ভাবিত হয়। সেই ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও পরাধীনতা এবং ইচ্ছা ও সিদ্ধির তারতম্য ঘটে থাকে। চৈতন্যের সাথে জড় সংপৃক্ত হওয়ায় জীবভাব বা বন্ধন সৃষ্টি হয়, আবার সেই সংযোগ ছিন্ন হলে ক্ষুদ্রজীবও স্বরূপজ্ঞান লাভ করে কৃতকৃত্য হয়। নিরাকার ব্রহ্ম নির্মলস্বচ্ছ হলেও জড় (অহং–বুদ্ধি–মন–ইন্দ্রিয়–ভূত ইত্যাদি সমস্তই জড়) নিজ প্রতিচ্ছবি ব্রহ্মে প্রক্ষেপ করে ব্রহ্মকে বদ্ধ ও বহু প্রতিপন্ন করে। চৈতন্যদর্পণে জড়ের এই প্রতিবিম্ব–প্রতিভাস প্রপঞ্চ ছাড়া আর কিছু নয়। চেতন, জড় এবং জড়প্রকাশ একত্রে থাকাই হল জগৎ।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

শুধু প্রতিক্রিয়ার নয়, ক্রিয়ারও প্রতিবাদ হোক

নির্মল গোস্বামী

'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় আর উলু খাগড়ার প্রাণ যায়।' বাংলায় এ প্রবাদ বচন দীর্ঘকালের। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল যে ব্যালট যুদ্ধ বা ইভিএম যুদ্ধ হয় তৃণমূল–বিজেপি, সিপিএম–কংগ্রেসের মধ্যে। এই যুদ্ধে কোন দিন কোন নেতার মৃত্যু হয় নি। মৃত্যু হয় সাধারণ থেকে অতি সাধারণ মানুষদের। ঘর পোড়ে, ঘর ভাঙচুর হয় হত দরিদ্র মানুষজনের। এরা নেহাতই উলু–খাগড়া। ফলে ইজরাইল হামাসের যুদ্ধে সাধারণ মানুষের মৃত্যু হবে এ আর বড় কথা কি? মানুষের মৃত্যু দুঃখের। কিন্তু এই দুঃখ নিয়েই জগত সংসার চলছে। কিভাবে মৃত্যু হচ্ছে সেটাই মানুষ দেখে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

এই কথাগুলো বলার প্রয়োজন হল এই জন্যই যে আমাদের রাজ্যের বামপন্থীদলগুলো আবার রাস্তায় নেমেছে ইজরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে। তারা কেন গাজায় নিরীহ নরনারী–শিশু মহিলাদের নির্বিচারে মারছে। এই নরহত্যা বন্ধ করতে হবে। সমস্ত শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ চাইবে বন্ধ হোক এই ধ্বংস লীলা। কিন্তু তুমি আমি বললেই কি বন্ধ হবে? কারণ তোমার আমার চাওয়াতে শুরু হয় নি। তাই বন্ধও হবে না। তবু কেন মিছিল? মিছিল হচ্ছে লোক দেখানোর জন্য এবং এর দ্বারা রাজনৈতিক ফায়দা তোলার উদ্দেশ্যে। আসন্ন নির্বাচনে ভারতের এক সম্প্রদায়ের ভোট যদি সহানুভূতির স্রোতে এসে তাদের বাক্সে পড়ে সেই আশায়। যদি দেশে মুসলিম জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে না থাকত তাহলে বোধ হয় গাজায় গণহত্যা হচ্ছে বলে এই বামেরা চেঁচাতো না।

তাদের মনের কোনের গোপন ইচ্ছার কথা না হয় বাদই দিলাম। আসল যুক্তি কতটা আছে তার একটু বিচার বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথম প্রশ্ন হল গাজায় ইজরাইল কেন আক্রমণ করল? উত্তরটা সবার জানা। ৭ অক্টোবর দিন দুপুরে শত শত হামাস হানাদার প্রাচীর ভেঙে ঢুকে নির্বিচারে শিশু নারী হত্যা ও অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাদের তাণ্ডবের হাত থেকে স্কুল–হাসপাতাল–বিনোদন কেন্দ্র কিছুই বাদ যায় নি। খবরে প্রকাশ, ওই একদিনে প্রায় ১২০০ নাগরিক মারা যায়– আহত হয় কয়েক হাজার এবং অপহৃত হয় প্রায় ২৫০ জন যাদের মধ্যে শিশু, নারী এবং বিদেশী নাগরিকও আছে। শুধু এখানেই শেষ নয়। কয়েক ঘন্টার মধ্যে ৫০০০ রকেট হামলা করে ইসরাইলের বিভিন্ন স্থানে। ইসরাইলের যদি 'আয়রন ডোম' রকেট ধ্বংসকারী ডিভাইস না থাকত তাহলে ওই দিনই ইজরাইল ধ্বংস স্তূপে পরিণত হত। এই যে হঠাৎ কাপুরুষোচিত বর্বর আক্রমণ করল– এটাকে কি আমাদের দশের বামপন্থীরা অন্যায় বলে মনে করে? তাহলে তার প্রতিবাদে একটাও শব্দ উচ্চারণ করল না কেন? ইসরাইয়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু পরিষ্কার করে বলেছেন হামাসের হাতে বন্দি নাগরিকদের মুক্ত করতে এবং হামাস জঙ্গীদের নিশ্চিহ্ন করতে তাদের গাজায় অভিযান। ইসরাইলের এই দুটি দাবির কোনটাই কি অযৌক্তিক?

ধরা যাক আমার বাড়িতে একটা পারিবারিক উৎসব চলছে এমন সময় ডাকাত এসে আমার পরিবারের লোকেদের এবং আমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজনদের হত্যা করল, অপহরণ করে নিয়ে গেল। তখন আমি কি করব? ডাকাতরা যেখানে আমার পরিবারের লোকেদের বন্দি করে রেখেছে এবং ডাকাতরা যেখানে আত্মগোপন করে আছে সেখানে কি আমার সাধ্য মতো শক্তি নিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব না? যদি পড়ি এবং যে বাড়িতে লুকিয়ে আছে সেই বাড়িতে আক্রমণের ফলে সেই বাড়ির কিছু বাসিন্দা মারা পড়ে তাতে কি আমার অন্যায় হবে?

গাজায় হামাস জঙ্গিদের ডেরা। হাসপাতালের নিচে স্কুলের নিচে বড় বড় বাড়ির নিচে সুড়ঙ্গের ভিতর হামাসরা আত্মগোপন করে আছে। এবং বন্দীদের রেখেছে। ফলে তাদের ধরতে গেলে বা মারতে গেলে ক্ষয়ক্ষতি তো হবেই। অপরাধী সঙ্গে নিয়ে ঘর করলে বাড়িতে তো পুলিশ আসবেই।

শুধু অতীতের ইতিহাস ঘেঁটে যুক্তি খুঁজব, আর বর্তমানটা ভেসে যাবে, এ কেমন যুক্তি? বর্তমানেই আমাদের মরা বাঁচা। সেই বর্তমান ঘটনাকে নজর আন্দাজ না করলে চলবে কেন? বিগত এক বছর ধরে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। রাশিয়া ইউক্রেনকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করছে। ইউক্রেনের দোষ কি? না সে ন্যাটোতে যোগ দেবে বলেছিল। একটা স্বাধীন দেশ। সে তার স্বার্থরক্ষার জন্য পছন্দ মতো বন্ধু বা বন্ধু গোষ্ঠী খুঁজে নিতেই পারে। রাশিয়া ইউক্রেনকে বিনা দোষে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে চলেছে, সেখানেও হাজার হাজার মানুষ মরছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ বে–ঘর হয়ে পরদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। রাশিয়ার আক্রমণে স্কুল–হাসপাতালও ধ্বংস হয়েছে। তার প্রতিবাদ নেই কেন? রাশিয়া কমিউনিস্ট বা বামপন্থীদের পিতৃভূমি, সেই জন্যই কি প্রতিবাদ নেই?

রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধে ভারতের পররাষ্ট্র বা বিদেশ নীতি নিয়ে কেউ কি সমালোচনা করেনি। সকলেই জানে রাশিয়া আক্রমণকারী। কিন্তু তবুও ভারত কোথাও কোন মঞ্চ থেকে সরাসরি রাশিয়াকে বলেনি যুদ্ধ বন্ধ করতে। তাতে লাভ হয়েছে ভারতের। সস্তায় তেল পেয়েছে রাশিয়া থেকে। ইসরাইল এবং হামাসের যুদ্ধে সকলেই জানে আক্রমণকারী হামাস। ইসরাইল আত্মরক্ষার্থে আক্রমণ করেছে। ভারত এ ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষ থেকেছে কিন্তু তাতে বাম সহ সমস্ত বিরোধীদল সরকারের সমালোচনা করছে। কারণ একটাই এই দেশের মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক। গাজায় মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা মরছে। তাই ভারতকে প্রতিবাদ করতে হবে। না করলে বিজেপি বা দেশের সরকারকে মুসলিম বিরোধী বলে দাগিয়ে দাও। তাতে আখেরে ভোটে ফল দেবে।

আমরা জানি যে বিজ্ঞানের ভাষাতেও দুটি শব্দ আছে, ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া। নিউটনের তৃতীয় সূত্র দ্বারা এটা প্রমাণিত। তবুও আমাদের দেশের বিরোধীরা ক্রিয়াকে ভুলে প্রতিক্রিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বা নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। গুজরাট দাঙ্গার কথা এখনও বলে কিন্তু ভুলেও গোধরা গণহত্যার কথা বলে না। আমরা সকলেই জানি গোধরা গণহত্যার প্রতিক্রিয়ার ফল হল গুজরাট দাঙ্গা। তেমন হামাস যে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়ে অন্যায় করেছে সে কথা মুখে না এসে গাজায় ইসরাইল গণহত্যা করছে সেটাকেই বড় করে দেখছে। মানুষ হামাসও মেরেছে, ইসরাইলও মেরেছে। যে যত বেশি মারার সুযোগ পেয়েছে বা তার শক্তিতে কুলিয়েছে সে তত মানুষ মেরেছে। এখানে শক্তির তারতম্য, তাই মৃত্যুর সংখ্যার তারতম্য হবেই। একদল ইহুদি খ্রিস্টান মেরেছে, একদল মুসলিম মারছে। তফাতটা কোথায়? সকলেই মানুষ মারছে। তারজন্য প্রতিবাদ হোক। 'ক্রিয়া'র প্রতিবাদ হোক। শুধু 'প্রতিক্রিয়া'র নয়।

রোগমুক্ত থাকতে মেনে চলুন চোদ্দশাকের ব্রত

অচিন্ত্যরতন বেদতীর্থ

বাংলার ব্রত

পণ্ডিত রঘুনন্দনের মতে চোদ্দো শাকে যা উল্লিখিত আছে তা সম্বন্ধে বাস্তব বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে। কারণ সব প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানা ব্যাধি আসে ও হয়। কিন্তু বাংলায় ঋতুগুলির প্রকট খুব বেশি। প্রতি ঋতুতে নানান রোগ হয়। বিশেষ করে সর্দি কাশি। সেই জন্য আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসকে যমদংষ্ট্রা মাস বলা হয়।

চোদ্দো শাকের সবটাই পাতা শাক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, প্রতিটি শাক গুণসম্পন্ন ঔষধী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কি কি রোগে ব্যবহৃত হয়।

১) ওল — কথায় আছে ওল খেওনা ধরবে গলা। হ্যাঁ কিছু বন্য ওল আছে যাদের কোষে ক্যালসিয়াম ওরালেটের সূচগুচ্ছ থাকায় ওটা খেলে গলায় ওগুলি বিঁধে যায়। তারজন্যই গলা চুলকোতে থাকে ও ফুলে যায়। তখন তেঁতুল বা লেবু খেল ঐ সূচগুলো গলে যায়। ওলের প্রচুর শক্তি। অর্শ রোগে মহান ওষুধ। ওলের টুকরোর খোসা ও মুখী বাদ দিয়ে মাটি লেপে রোদে অল্প শুকিয়ে নিয়ে উনুনে ফেলে পোড়াতে হবে, যেমন কাঁচা বেল পোড়ানো হয়। তারপর উপরের মাটি ফেলে দিয়ে পরিষ্কার করে ব্যবহার করতে হয়। একেই ওল পোড়া বলে। অর্শে কোষ্ঠবদ্ধতায়, রক্তস্রাবে, গাঁটে বাত এই পোড়া ওল ঘি দিয়ে মেখে খেতে হয়। সামান্য নুনও দেবেন। ছুলি ও দাদের উপর ঘি মাখিয়ে পোড়া ওল ঘসলে তিন দিনেই সেরে যায়। হাজাতে ওলের ডাঁটার রস লাগালে অনেক আরাম পাওয়া যায়। মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল ও বিছা হুল ফোটালে ওলের ডাঁটার রস ঘসলে পাঁচ মিনিটে কমে যায়। ওলে ভিটামিন এ–বি আছে, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালসিয়াম ওরালেট এবং এনজাইম আছে।

২) কেঁউশাক (পাতা)– কৃমি মেরে ফেলে। যে কোন জাতের কৃমি হোক না কেন।

৩) বেতো– লিভার ভালো রাখে। এই শাক দেহ ও মনকে শোধন করে। এর অপর নাম যব শাক। যেখানে সেখানে জন্মে বলে এর নাম বাস্তুক। বেতো শাক খুব প্রয়োজনীয়। শীতকালে বেশি পাওয়া যায় লিভার, বাতের ব্যথা ও যকৃৎ ভালো রাখে। বেতোশাকের রস অল্প নুন মিশিয়ে খেলে ও পরে একটু হরিতকি খেলে হিক্কা বন্ধ হয় ও যে কোন রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। যাদের ঘুসঘুসে কাশি, আর ছোট কৃমির উপদ্রব আছে তারা এই শাক কিছু দিন খেলে উপকার পাবেন। হাত–পা ফোলা রোগ হলে বেতো শাক সিদ্ধ জল খেতে হবে এবং তার সঙ্গে এই শাক বেটে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। বেতো শাকের রস মাথায় মাখলে খুসকি উকুন সেরে যায়। বায়ু পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষ বেতোশাক নাশ করে। শিব চর্তুদশীর পরের দিন এই শাক ও কুল দিয়ে একটি আহার্য তৈরি হয়। তাকে কুল বেতো বলে।

৪) কালকাসুন্দে– কাসকে খর্দিত করে তাই এর এক নাম কাসখর্দা। পিত্ত দোষ, কোষ্ঠবদ্ধতায় এর উপকার অসীম। গলাভাঙা, গলা বুক জ্বালায় পাতা ও ফুল চার কাপ জলে ফুটিয়ে এক কাপ থাকতে নামিয়ে সকালে ও বিকালে অর্ধেকটা করে এক চামচ মধুর সঙ্গে খেতে হবে। হুপিং কাশিতে কালকাসুন্দের পাতার গুঁড়ো পাউডার চিনির রসে পাক করে লজেন্সের মতো পাকিয়ে রাখুন। সকাল–সন্ধ্যে একটা করে একটা করে চুষে খান, মূর্ছায়, ঘুসঘুসে জ্বরে, হাঁপানি, নালী ঘায়ে অনেক উপকার দেয়।

৫) সরিষা– সরষে শাক খুবই উপকারী। এতের প্রচুর লোহা থাকে, সেজন্য রক্ত তৈরি হয় অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন বাড়ে। তাইতো গর্ভবতী মায়েদের সরষে শাক খেতে বলা হয় এছাড়া মলমূত্রে সারল্য আনে, কপালে সর্দি বসলে, দাঁতের মাড়ির ক্ষত ও স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এর প্রয়োজন খুব বেশি। এতো ভিটামিন–এ থাকে।

৬) নিম– ব্লাড সুগারে রোজ সকালে খালি পেটে দশটি নিমপাতা চিবিয়ে খেলে বা চার চামচ নিমপাতার রস খেতে পারেন। বেশি প্রস্রাব ও তার সঙ্গে চুলকানি থাকলে ছয়টি নিম পাতা ও কাঁচা হলুদ একসঙ্গে বেটে খালি পেটে খেতে হবে। ছোট ক্রিমি বেশি হলে নিমপাতার গুঁড়ো বা দশটি নিমপাতা খালিপেটে খেলে ক্রিমি কমে যায়। দাঁতের ব্যথা, মাড়ি ফোলা, পুঁজরক্ত পড়া, ঠাণ্ডা জল লাগলে দাঁত শিরশির করা ইত্যাদি রোগে নিম ফুল জলে সিদ্ধ করে সামান্য গরম অবস্থায় কুলি করলে সব রোগ সেরে যায়। নিমফুল ভাজা খেলে রাতকানা রোগ কিছুটা কমে, তাই নিমফুল শুকিয়ে রেখে দিতে হয়। এতে ভিটামিন এ থাকে। কমলা রোগে নিম পাতার রস এক চা চামচ একটু মধু মিশিয়ে খালিপেটে খেতে হয়। স্বপ্ন দোষ কোন বয়সে হোক না কেন নিমের ছালের রস পঁচিশ ফোঁটা কাঁচা দুধের সাথে মিশিয়ে খেলে কয়েক দিনের মধ্যে এটা কমে যাবে। আমাদের দেশে হিন্দুদের নিয়ম আছে যে শ্মশান যাত্রীকে বাড়িতে ফিরে এসে নিমপাতা দাঁতে কাটতে হয়। এটি অশুভ দূর করে। এর কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। সেজন্য বলা যেতে পারে নিমগাছ সে যুগের বৃক্ষ পুরোহিত।

৭) জয়ন্তী– ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরে নানা রোগ দেখা যায়। সর্দিকাশি জ্বর হয়। এর হাত থেকে বাঁচতে জয়ন্তী গাছের পাতা বিশেষ উপকারী। দুর্গাপুজোয় নবপত্রিকাতে এই জয়ন্তীর শাখা লাগে।

৮) শালিঞ্চ– কফ, বাত নাশক, তিক্ত রস প্লীহা ও অর্শরোগের উপকারী। এই শাক খেলে ক্ষুধা বাড়ে।

৯) গুলঞ্চ পাতা– লতানে গাছ। জ্বরে, অরুচিতে, পচা ঘায়ে, ঘুসঘুসে কাশিতে, ক্রিমি, প্লীহা, আমাশায়, কমলা, বুক ধরফড় করা, গণেরিয়া ও মায়ের বুকের দুধ বাড়তে সাহায্য করে। গুলঞ্চের চিনি দুর্বলতা কমায়। অর্শ, হাম, বাত, শ্বাসকষ্টে, কুষ্ঠরোগ, বিছানায় প্রস্রাব, বায়ু বিনাশক।

১০) পলতা– গাছটি লতানে। পাতা পিত্তনাশক, ভাঁটা কফ নাশক এবং তারফল অর্থাৎ পটল ত্রিদোষ নাশক, আর মূল তীব্র জোলাপ যা খেলে দাস্ত হয়।

১১) শেলুকা– ক্ষুধা বাড়ায় ও মুখের রুচি ফেরায়।

১২) হিঞ্চে– জলে হয়। এই শাক খেলে শোধ, কোষ্ঠ, কফ ও পিত্ত নাশ হয়। লিভারকে সবল করে। বাত, খোস, চুলকানি, ঘামাচি ভালো হয়।

১৩) ঘেঁটু বা ভাঁট– গুল্ম (ঝাড় যুক্ত ছোট গাছ)। কাঁকড়া বিছা কামড়ালে এর পাতা ও ফুল বেটে প্রলেপ দিলে ব্যথা কমে যায়। ম্যালেরিয়াতে খুব ভালো কাজ দেয়। চর্মরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, পেটের ব্যথা, মাথায় উকুন হলে, শরীরের বল বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার হয়।

১৪) শুশনি শাক– এই শাকটা আমাদের শরীরে স্নায়ুতন্ত্রকে স্নিগ্ধ করে ও ঘুম পাড়ায়। শ্বাসরোগ (হাঁপানীতে), পোকা কামড়ালে রক্তপাত প্রচুর কাজ দেয়। এই চোদ্দোটি শাক প্রতিটি গাছ এককভাবে রোগ প্রতিরোধ করে। এ সবই নিছক কুসংস্কার নয়, বিজ্ঞানের সংস্কার বটে।

ভূত চর্তুদশীর দিন প্রারম্ভিক সূচনা, আসলে ওই একটি দিন মাত্র চোদ্দশাক খেয়েই ব্রত পালন উদযাপন নয়, প্রতিদিন শাকপাতার দুটি–তিনটি বা কয়েকটি মিলিয়েও খাওয়া উচিত। এগুলি সুগার, কোলেস্টেরল, প্রেসার, থাইরয়েড, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, সেরিব্রাল, করোনা ও মারণ রোগ ব্যধির অব্যর্থ প্রাকৃতিক ভ্যাকসিন। সুস্থ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার লাইসেন্স হল ধর্ম। শরীরও মন্দির, স্বাস্থ্য রক্ষাও ধর্ম।

দেশ দেশান্তরে

কোন পথে ইসরায়েল

প্রণব গুহ

ভারতের ইতিহাসে দু'রকম উদাহরণই আছে। শ্রীরামচন্দ্র রাবন বধ করে লঙ্কা জয়ের পর সেখানে নিজের রাজত্ব কায়েম না করে লঙ্কাবাসী বিভীষণের হাতে শাসনভার তুলে দিয়েছিলেন। কারণ দেশ দখল নয়, দুষ্টের দমনই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। আবার শ্রীরামচন্দ্রর পথে না হেঁটে ভারতের বহু রাজা যুদ্ধ শেষে অন্যের দেশ বা রাজ্যে নিজের রাজত্ব কায়েম করেছেন। যুদ্ধ করে নিজের অধিকারের পরিধি বাড়ানোই ছিল এইসব ভুস্বামীদের বাসনা।

ইসরায়েল–প্যালেস্টাইন যুদ্ধ শেষে নেতানিয়াহু শ্রীরামচন্দ্র হবেন না অন্য আর দশটা রাজার ভূমিকা পালন করবেন তা নিয়েই মাথাব্যথা আমেরিকার। আমেরিকা ইসরায়েলের বন্ধু হলেও চায় গাজা ও ওয়েস্টব্যাংক শাসনের অধিকার থাক পালেসটাইনের হাতেই। কিন্তু নেতানিয়াহু এই মুহূর্তে যে মুডে রয়েছেন তাতে তাঁর মন বোঝা দুষ্কর হয়ে

পড়েছে আমেরিকার পক্ষে।

গাজা শাসনকারি জঙ্গীগোষ্ঠী হামাস গেরিলা কায়দায় ইসরায়েলের উপর হামলা করে যে সংঘর্ষ শুরু করেছিল তার লাগাম এখন পুরোপুরি ইসরায়েল প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহুর হাতে। সমর্থন, বিরোধিতা, যুদ্ধবিরতির অনুরোধ কোনোকিছুকেই তোয়াক্কা করছেন না তিনি। নিজের যথাসর্বস্য দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ইসরায়েলের শত্রুদের চিরকালের জন্য ধ্বংস করতে। দমনের এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নন নেতানিয়াহু। আমেরিকাকে প্রথম থেকে ইসরায়েলের সমর্থনে দাঁড়

করিয়ে বাইডেন চেয়েছিলেন অর্জুন নেতানিয়াহুর সারথি শ্রীকৃষ্ণ হতে। কিন্তু সে সুযোগ দেন নি ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট। হামাসের হামলায় তাঁর ইমেজের যতটা ক্ষতি হয়েছে তিনি নিজেই তা পূরণ করতে চান। এখন তাঁর পাখির চোখ হামাস এবং প্যালেস্টাইন দমন। এর মাঝখানে যে আসবে তাকেই তিনি শেষ করতে বদ্ধপরিকর। এভাবেই হামাস দমনের পাশাপাশি ইসরায়েল মুখোমুখি সংঘর্ষে নেমে পড়েছে হিজবুল জঙ্গীদের সঙ্গে। এই পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। যখন থেকে নেতানিয়াহু বলতে শুরু করেছেন যুদ্ধ শেষ হলে গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাংকের নিরাপত্তা রক্ষা করবে ইসরায়েল তখন থেকে মাথা ঘুরে গিয়েছে আমেরিকার। বাইডেন বুঝে গিয়েছেন নেতানিয়াহুর জন্য দখলদারির অভিযোগ ঘাড়ে নিতে হবে তাঁকে। ঘরে বাইরে সমালোচনা পিছু ছাড়বে না আমেরিকার। জি–৭ গোষ্ঠীর বিদেশসচিব পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে আমেরিকান বিদেশসচিব আন্টনি ব্লিঙ্কেন টোকিওতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, গাজায় আর কোনো অবরোধ বা দখলের চেষ্টা যেন না হয়। গাজা ভুখন্ডের এলাকা যেন কমে না যায়। প্যালেস্টাইন জনগোষ্ঠী যেন উৎখাত না হয়। গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাংকে যেন একই শাসন বজায় থাকে। এসবই এই যুদ্ধের লাগাম হারানো আমেরিকার কাতর চাহিদা বন্ধুর কাছে। কিন্তু বন্ধু নিজের প্রতিরক্ষার ধুয়ো তুলে তাকে কতটা পাত্তা দেয় সেটাই এখন দেখার।

ব্লিঙ্কেন এর আগে ভারতে ঘুরে গিয়েছেন। বিদেশ ও প্রতিরক্ষা পর্যায়ে বৈঠকও হয়েছে। ভারত এখনও জঙ্গী দমনের বিরুদ্ধে তার অবস্থান অটুট রেখে ইসরায়েলের পাশে রয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবেও সমর্থন করে নি। কিন্তু জঙ্গী দমন করতে গিয়ে যদি ইসরায়েলের ভূমিকা শ্রীরামচন্দ্রের ভাবনার বিপরীত পথে যায় তাহলে ভারত কী করবে সেটাও একটা বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখলের স্বপ্ন। তখন ভারত কাদের পাশে পাবে সেটা বোঝা যাবে ইসরায়েলের পাশে শেষ পর্যন্ত কতজন থাকতে পারবে তার উপর।

বিপর্যস্ত নেপাল

অক্টোবর মাসে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিপর্যস্ত হয়েছিল পড়শি রাজ্য উত্তর সিকিম। এবার ভয়ানক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে নেপাল। লাগাতার এক মাসের মধ্যে তিনবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল। ফিরলো ২০১৫ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের দগদগে স্মৃতি। সেবার ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছিলেন অন্তত ৯০০০ মানুষ। শুক্রবার রাতে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল। রিখটার স্কেলের তীব্রতা ৬.৪, ভূমিকম্পের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে দিল্লি উত্তরপ্রদেশ সহ আরো বিস্তীর্ণ এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্পের আতঙ্কে প্রচুর মানুষ ঘরের বাইরে চলে আসে। প্রসঙ্গত জানা গেছে শুক্রবার রাত এগারোটা বেজে ৩২ মিনিট নাগদ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে নেপাল। ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৪ রিখটার স্কেল অনুযায়ী। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে পশ্চিম ও উত্তর–পশ্চিম ৩৩১ কিলোমিটার দূরে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। শক্তিশালী ভূমিকম্পে একাধিক বাড়ি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। প্রচুর বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। মৃত্যু হয়েছে এখনো পর্যন্ত ১৯৫ জনের। পশ্চিম নেপালের অবস্থিত নালগাদের এলাকার ডেপুটি মেয়েরও ভূমিকম্পের কারণে মৃত্যুর সংবাদ মিলেছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কার্য চালু রয়েছে। ভারত নেপালের পাশে দাঁড়িয়ে ৩টি পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে দুর্গত মানুষের জন্য। বরাবরই ভারত নেপালের পাশে থেকেছে। কিন্তু নেপাল নিজের স্বার্থে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করেছে। ভারত ভূ–খণ্ডের এই দেশ বিপদের সময় কাদের বন্ধ হিসাবে পাশে পাবে তার উপর নির্ভর করছে নেপালের ভবিষ্যত।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

বিনামূল্যে ড্রোন দিচ্ছে ইফকো

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কঠিন বর্জ্য পৃথকীকরণ ব্যবস্থা চালু হাওয়াই খুশি এলাকার মানুষ। আমরা সাধারণত জানি পুরসভা এলাকা গুলিতে বাড়িতে বাড়িতে নোংরা আবর্জনা আবার কখনো কখনো কঠিন বর্জ্য সেগুলি সময় মতো তুলে নিয়ে যায় পুরসভার তরফ থেকে। আর এই ব্যবস্থা এবার পঞ্চায়েত এলাকাতে। পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এই গাড়ি কাজ করছে দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের অধীনে দক্ষিণ বারাসত পঞ্চায়েত এলাকায় কঠিন বর্জ্য পৃথকীকরণ ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন বাড়ি থেকে সংগৃহীত অপচনশীল ও পচনশীল বর্জ্য পদার্থ আলাদা করা হচ্ছে। এই আবর্জনা সংগ্রহ করার জন্য আপাতত ই-গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই গাড়ির মাধ্যমেই বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ বারাসত পঞ্চায়েত প্রধান জয়ন্তী হালদার বলেন, 'এই কাজ ঠিকঠাক যাতে হয় তার নজরদারি ও সচেতনতার জন্যে পঞ্চায়েতের ভিআরসির টিম রাখা হয়েছে। তারাই এলাকায় এলাকায় গিয়ে এই গাড়ির মাধ্যমে সমস্ত বর্জ্য তুলে আনবে এবং এলাকাকে আর সুন্দর এবং পরিষ্কার গড়ে তুলবে এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।' পঞ্চায়েতের এই ব্যবস্থায় খুশি এলাকার মানুষ। প্রধান এও বলেন, এলাকায় ইতিমধ্যেই এই কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। এলাকার মানুষ যাতে ময়লা আবর্জনা কোথাও না ফেলে তার প্রচার করা হয়েছে। এক জায়গায় জমা করে রাখলে এই গাড়ি গিয়ে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসবে। পাশাপাশি মানুষকে আরও একটু বেশি করে সচেতন হতে হবে যাতে পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা এখানে ওখানে না ফেলে পঞ্চায়েতের এই ই-গাড়িতে দেয়। তাহলে পরিবেশ বাঁচবে, আমরাও বাঁচবো রোগ জীবাণু থেকে অনেকটাই রক্ষা পাওয়া যাবে।

হালিশহরের ছাদ বাগানে ফলছে আঙুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহর স্টেশন লাগোয়া জলের ট্যাঙ্কের কাছে পূর্বাচলের বাসিন্দা স্বেচ্ছাবসর প্রাপ্ত ৮২ বছরের রেলকর্মী অরুণ কুমার নাথ বাড়ির ছাদে চাষ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের কালো মিষ্টি আঙুর। বাড়ির ছাদেই ম্যাজিক দেখাচ্ছেন অরুণবাবু। অন্ধ্রপ্রদেশের অর্কতৃষ্ণা, অর্কশ্যাম প্রজাতির খয়েরি রংয়ের আঙ্গুরের লতায় ঝুলছে থোকা থোকা আঙ্গুর। বৃদ্ধ বয়সেও পরিচর্যার কোনও খামতি নেই। তিনি ১৯৮০ সালে আঙ্গুরের চাষ শুরু করেছিলেন। তখন তিনি পোস্টিং ছিলেন ঝাড়খণ্ড জেলার মানভূমির ভোজুজিৎ-এ। সেখানে অত্যধিক গরমে ঘর ঠাণ্ডা রাখার জন্য রেলের এক

সহকর্মীর থেকে আঙ্গুর গাছের ডাল নিয়ে পুঁতে ছিলেন। ২০ বছর ধরে সেখানে আঙ্গুর চাষ করার পর ২০০০ সালে ভলেন্টিয়ার রির্টায়ারমেন্ট নিয়ে হালিশহরের বাড়িতে এসে গাছ লাগান। হালিশহরের বাড়িতে চারজন সদস্য রয়েছে। স্ত্রী মমতা ও ছেলে অয়ন নাথ তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা এবং উৎসাহ দেন। এছাড়া অরুণবাবু ১৮ রকমের আমের ফলন করেন। তাঁদের আদি বাড়ি বাংলাদেশের কুষ্টিয়া। নিজের বাড়ি থাকলেও ব্যস্ত জীবনে দিনের পর দিন ছাদের সিঁড়িতে পা পড়ে না। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির মধ্যে পুরো ছবিটাই বদলে গিয়েছিল। বাড়িটি এখন আঙ্গুর বাড়ি হিসাবে পরিচিত।

পণ্য পরিবহনে দিগন্ত খুলতে চলেছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে ১০ নভেম্বর ২০২৩ পরিবহন ও সরবরাহ নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের স্বাগত ভাষণে এম সি সি আইয়ের সরবরাহ বিভাগের চেয়ারম্যান লভেশ পোদ্দার বলেন ভারতে ৬৬ শতাংশ সরবরাহ হয় কার্গোর মাধ্যমে, ৩১ শতাংশ সরবরাহ হয় রেলের মাধ্যমে, ৩ শতাংশ সরবরাহ হয় জাহাজের মাধ্যমে এবং এক শতাংশ সরবরাহ হয় বিমানের মাধ্যমে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে রেল এবং জাহাজের মাধ্যমে সরবরাহ উন্নতি প্রকল্পে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন দপ্তরের মুখ্য সচিব সৌমিত্র মোহন বলেন পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে পরিবহন দপ্তরের মাধ্যমে। বারোশো ইলেকট্রিক বাস আসছে এছাড়াও বিভিন্ন ভাবে আগামী তিন বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা সহ বিভিন্ন এলাকায় জেটি তৈরি হচ্ছে, থাকছে রোরো জেটি যা ৫৪ কোটি টাকা খরচা করে তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাল্মের লরিয়াল কোম্পানি লিমিটেড ম্যানেজিং ডিরেক্টর আদিকা রত্ন শেখর, ব্রেথ ওয়েট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ইয়াতিশ কুমার সহ অন্যান্যরা। সকলেই সরবরাহ নিয়ে এবং তার উন্নতির প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বণিক সভার পরিবহন ও সরবরাহ বিভাগের ও চেয়ারম্যান নিমিশ সরিফ।

চিনাবাদাম চাষ করে আয় বাড়াতে পারেন প্রচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি :চিনাবাদাম অত্যন্ত সুস্বাদু ও উপকারী ফসল। ভারতের প্রায় প্রতিটি মানুষই চিনাবাদাম পছন্দ করে। গুজরাট দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চিনাবাদাম উৎপাদন করে। এরপর আসে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ,অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও পশ্চিমবঙ্গ। আপনিও যদি চিনাবাদাম চাষ করে ভালো আয় করতে চান, তাহলে আজকে আমরা আপনাকে এর চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বলব, যা অবলম্বন করে মাত্র ৪ মাসেই চিনাবাদামের ভালো ফলন করে ভালো আয় করতে পারবেন।

চাষের পদ্ধতি

চিনাবাদামের উন্নত চাষের জন্য ভালো বীজ ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োজন। চিনাবাদাম এর ডি.এইচ. ৩৩০টি ফসলের জন্য, ক্ষেত তিন থেকে চারবার চাষ করার পরেই বপন করতে হয়। এরপর মাটি সমতল করার পর প্রয়োজন অনুযায়ী জৈব সার, সার ও পুষ্টি উপাদান জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। ডি.এইচ. ৩৩০ হল এক ধরনের চিনাবাদাম যার জন্য খুব বেশি জলের প্রয়োজন হয় না। ক্ষেত প্রস্তুত করার পর চিনাবাদাম বপন করতে হবে।মনে রাখতে হবে ভালো ফলনের জন্য স্বাস্থ্যকর বীজ নির্বাচন করুন।

সেচ প্রয়োজন

চিনাবাদাম এর ডি.এইচ. ৩৩০ ফসল পরিপক্ক হওয়ার জন্য কম বৃষ্টির প্রয়োজন হয়। তাই এটি জল সাশ্রয়ী ফসল হিসেবেও পরিচিত। যদি আপনার এলাকায় অতিরিক্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, তবে আপনার এই জাতের চাষ করা একেবারেই উচিত নয়। চিনাবাদামের ফসল পানিতে ভরাট করলে পচে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে এবং পোকামাকড়ের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

জৈব কীটনাশক

ডি.এইচ. ৩৩০ চিনাবাদাম ফসলে আরও আগাছা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আপনি জৈব সার ব্যবহার করে আপনার ফলন বাড়াতে পারেন। চিনাবাদাম বপনের ২৫ থেকে ৩০ দিন পর জমিতে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। জমিতে বেড়ে ওঠা ঘাস সরিয়ে ফেলুন এবং পোকামাকড় ও রোগ থেকে ফসল রক্ষা করতে মাসে দুই থেকে তিনবার কীটনাশক স্প্রে করতে থাকুন।

বকেয়া আদায়ের আন্দোলনে আহ্বান পরেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার সকালে ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ডে এক চা চক্রের আয়োজন করেছিলেন ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক পরেশরাম দাস। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক সহ এলাকার মানুষজন। ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য সুশীল সরদার, ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তপন সাহা, প্রদ্যুত রায়, দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত প্রধান শিলাদিত্য রায়,উপপ্রধান বিশ্ব দাস সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। পরেশরাম বলেন, '১০০ দিন সহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আটকে রেখেছে। দরিদ্র অসহায় মানুষরা রুটিরুজির জন্য কাজ করেছিলেন। বকেয়া টাকা আটকে রাখার ফলে অসহায় মানুষজন চরম বিপদে পড়েছেন।অন্ন সংস্থানের জন্য ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে তাদের'। সাধারণ দরিদ্র মানুষ যাতে করে বকেয়া টাকা পায় সেই জন্য বাংলার মানুষের স্বার্থে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে

প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান বিধায়ক। বাংলার মানুষের জন্য টাকা আদায়ের যদি বিধোধিতা করেন সে যে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা হোক না কেন, তাকে বেঁধে রাখার নিদান দেন বিধায়ক।

এদিন চা চক্রে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাসের এমন হুঁশিয়ারী প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য নেতা সঞ্জয় কুমার নায়েক জানিয়েছেন, তৃণমূল এবং তৃণমূলের নেতাদের মুখে বঞ্চনার কথা শোভা পায় না। যারা গত ১২ বছরে শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতিদের ভবিষ্যত ধ্বংস করেছে,তাদের মুখে বঞ্চনার কথা মানায় না। সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা লুঠপাট করেছে, সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছে, আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজের টাকা সহ কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের সঠিক হিসাব দিলে কেন্দ্র কেন বঞ্চনা করবে? যেখানে অন্যান্য রাজ্য তাদের প্রাপ্য টাকা পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ কেন পাবেনা?বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নেত্রীরা সুকৌশলে মানুষকে ভুল বোঝানের চেষ্টা করছে। আজ যারা বঞ্চনার কথা বলছেন দুদিন পর তাদেরকে জেলে গিয়ে বৈঠক করতে হবে।'

ব্যাঘ্রবিধবা জীবন্ত দুর্গাদের নিয়ে বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোসাবা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনে গোসাবা ব্লকের বালি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোমর নদীর তীরে মথুরাখন্ড গ্রামে গত বুধবার দুপুরে ব্যাঘ্রবিধবা মা ও তাঁদের শিশু সন্তাদের নিয়ে এক অনন্য বিজয়া সম্মিলনী পালিত হল। এমন বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান যা সুন্দরবনের বুকে বিরল ইতিহাসও বটে। এলাকার প্রায় শতাধিক বিধবা মা ও তাঁদের সন্তানরা উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। অনবরত নিজের আবহে বয়ে চলেছে সুন্দরবনের বিদ্যাধরী নদী। অনেকে হাসি মুখে ফিরেছেন, অনেকেই আবার বাঘের আক্রমণে চিরতরে হারিয়ে গেছেন। পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারীর এমন করুণ পরিনতিতে অসহায় হয়ে পড়ে তার পরিবার। এই মথুরাখন্ড গ্রামে এমন পরিবারের সংখ্যা প্রায় শতাধিক।

শারদীয়ার আনন্দে সকলে যখন আনন্দে মেতে ওঠেন, তখন বাঙালীর বৃহত্তম উৎসব শারদীয়ার তাৎপর্য্য কি সেই অনুভূতি নেই এই সমস্ত অসহায় দরিদ্র পরিবার গুলির কাছে। তারপর বিজয়া সম্মিলনীরও কোন গুরুত্ব নেই অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটানো পরিবার গুলির কাছে।

যদিও প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গলের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা গোসাবা, বালি, আমলামেথী, মথুরাখন্ড, সত্যনারায়ণপুর, কুমিরমারী, ঝড়খালি, লাহিড়ীপুর, সাতজেলিয়ার অসংখ্য মানুষ প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রাম লড়াই চালিয়ে কিভাবে বেঁচে রয়েছে তা নিজের চোখে উপলব্ধি করেছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বাসন্তী হাইস্কুলের শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়েক সেই কারণে তাদের দুঃখ দুর্দশার করুণ মর্ম বেদনায় অংশীদার হয়ে বাঘ কিংবা কুমিরের হাতে আক্রান্ত হয়ে নিহত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এযাবৎ প্রায় ৩০০ মহিলাকে বিভিন্ন কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে স্বনির্ভর করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন অমল বাবু। পাশাপাশি প্রায় শতাধিক শিশুর পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়ে কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়েক। এমন বিশাল দায়িত্বপূর্ণ কর্মযজ্ঞের দীর্ঘ প্রসার করতে কলকাতার বেশকিছু বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ২০১৪ সালে গঠন করেন 'সেভ টাইগার অ্যাফেক্টেড ফ্যামিলি(ষ্টাফ)।'

চলতি বছর শারদীয়ার আগমনের আগেই সমগ্র জেলার বিভিন্ন প্রান্তের এই সমস্ত দুঃস্থ পরিবার গুলির হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। পুজো ভালো কাটলেও অসহায় দরিদ্র ব্যাঘ্রবিধবা পরিবার গুলির কথা মনে পড়তে দশমীর সকালে হৃদয়টা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে অমল বাবুর। সিদ্ধান্ত নেন ব্যাঘ্রবিধবা মায়েদেরকে নিয়ে বিজয়া সম্মিলনী করে মিষ্টি মুখ করাবেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ, বুধবার দুপুরে রওনা দেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ মথুরাখন্ড গ্রামে। তাঁর সঙ্গে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপে রওনা দেন অধ্যাপক ডঃ অভয় মন্ডল, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব তথা চলচিত্র পরিচালক জয়শ্রী ভট্টাচার্য, চিত্রশিল্পী সুস্মিতা ভট্টাচার্য,সমাজসেবী অর্ঘ্য নায়েক সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

সেখানে প্রায় শতাধিক ব্যাঘ্রবিধবা মা ও তাঁদের সন্তানদের মুখে মিষ্টি তুলে দিয়ে পালন করনে বিজয়া সম্মিলনী। পাশাপাশি ৬০ জন মায়ের হাতে তুলেদেন শীতের চাদর। ব্যাঘ্রবিধবা মা ললিতা মণ্ডল, দুর্গামণি দাস, বন্যা রাধিকারা জীবনে প্রথম বিজয়া সম্মিলনীর স্বাদ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। জয়শ্রী ভট্টাচার্য্য বলেন 'অমল বাবুর ডাকে সাড়া দিয়ে এমন জীবন্ত দুর্গা মায়েদের নিয়ে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে এসে নিজেকে ধন্য মনে হয়েছে।'

বিষ্ণুপুরে বিজেপির বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৯ নভেম্বর ডায়মণ্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে বিষ্ণুপুর বিধানসভার মামুদপুরে আইডিয়াল মোটর ট্রেনিং স্কুলের সামনে বিজেপির বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হল।

উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। রাজ্য নেতা নবারুণ নায়েক, দীপঙ্কর জানা, জেলা সভাপতি অভিজিৎ সরদার, সহসভাপতি সুফল ঘাঁটু, সাধারণ সম্পাদক অগ্নিশ্বর নস্কর, সম্পাদক সোমনাথ রায়, নিতিশ মণ্ডল, সবিতা চৌধুরী প্রমুখ।

সুকান্ত মজুমদার বলেন যেদিন ১০০ দিনের কাজের হিসাব দেবেন, চোরেদের জেলে ভরবেন, সেদিন দিল্লি থেকে টাকা এনে দেবো। গরিব মানুষদের বঞ্চিত করব না।

ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা

প্রথম পাতার পর

এবছরও কালীপুজো কমিটিগুলোর তরফ থেকে দশনার্থীদের আকর্ষণে খামতি থাকবে না বলে দাবি করা হয়েছে। বারাসত ও মধ্যমগ্রাম মিলিয়ে প্রায় ২৫টি বিগ বাজেটের পুজো আমরা চিহ্নিত করেছি। এই সমস্ত পুজো কমিটিগুলিতে আজ থেকে প্রায় এক মাস আগে থেকে আমরা নোডাল পুলিশ অফিসার নিযুক্ত করেছি। তারা প্রতিদিন প্যাণ্ডেলে কর্মী, পুজো সংগঠকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। মণ্ডপগুলির প্লাটফর্মের উচ্চতা সহ ধারণ ক্ষমতাও আমাদের বিচার্য বিষয়। এমনকি এগুলির জন্য পি ডব্লিউ ডি-র অফিসারও সহযোগিতা করছেন। ফায়ার ব্রিগেডের অফিসারও জয়েন্ট ভিজিটে ছিলেন। প্রতিবছরের মত এবারও চারদিন ১২, ১৩, ১৪, ১৫ নভেম্বর ব্যাপী অনুমোদন বহাল থকছে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে পুলিশ আধিকারিক, কনস্টেবল, টিএইচজি, সিভিক ভলান্টিয়ার মিলিয়ে প্রায় সাড়ে বাইশশো কর্মী নিযুক্ত থাকবে। সময়কে পিক আওয়ার ও লীন আওয়ার এই দুটো ভাগে ভাগ করে তারা নিরাপত্তা প্রদান করবেন। বারাসত এবং মধ্যমগ্রামের বিভিন্ন বিশেষ স্থানগুলোতে সিসি টিভি আছে। এছাড়া এই পুজোর দিনগুলোতে আরও অনেক সিসি টিভি ক্যামেরা রাখা হচ্ছে। নজরদারির জন্যে। পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র থাকছে বারাসত ও মধ্যমগ্রাম মিলিয়ে প্রায় ১২টি। স্থায়ী সি সি টিভি ছাড়া প্রায় ৩০০টি অস্থায়ী সিসি টিভি রাখা হচ্ছে। পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রগুলিতে সবগুলোরই নজরদারি থাকবে। চটজলদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য থাকছে মোবাইল পেট্রোলিং ব্যবস্থা। তারা সাধারণের মধ্যে মিশেই নজরদারি করবেন। থাকছে মহিলা বাইকবাহিনী। বারাসত ও মধ্যমগ্রাম এই দুটি থানা মিলিয়ে প্রায় ৮০টি মোটরবাইক পেট্রোলিং চালু করছি। এগুলি সরু গলি বা লেনগুলিতে টহলদারি চালাবে। থাকছে ডিআইবি টিম। এছাড়া থাকছে অ্যান্টি ক্রাইম টিম। যাতে এই সুযোগ নিয়ে কোথাও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড না ঘটে তা দেখার জন্যে। বাচ্চাদের জন্য পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রে আইডেনটিটি স্লিপ পাওয়া যাবে। যাতে কেউ হারিয়ে গেলে পুলিশ তাদেরকে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পারে। এবারেও প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য কোনও শোভাযাত্রা হবে না। অনাড়ম্বরভাবে তা নিরঞ্জন করতে হবে। এর পাশাপাশি থাকবে শব্দবাজির উপর নজরদারি।'

পশ্চিম গাজীপুরের চক্রবর্তী পরিবারে

প্রথম পাতার পর

সাধক ওঙ্কারনাথের অবর্তমানে পুজোর সময় মায়ের সামনে পাতা আসনে বসার অধিকারী। সেই পরম্পরা আজও বজায় রয়েছে। বর্ধমান মহারাজা হতে প্রাপ্ত রাজ চক্রবর্তী উপাধি সীতানাথবাবুর ৪ পুত্র হতেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে। সাধক ওঙ্কারনাথ একদা ৪ ভ্রাতুস্পুত্রদের বিধান দেন,বছরে একবার সকলে মিলে একত্রিত হয়ে তাদের নিত্য পূজিত মূর্তির অনুরূপ মাটির প্রতিমা তৈরি করে পঞ্চমুন্ডি বেদীতে বসিয়ে, 'দীপান্বিতা অমাবস্যা'য় মায়ের পুজো-আরাধনা করতে। সেই থেকে এই পুজো পূর্ব নিয়মরীতি মেনেই চলে আসছে। প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর আগে এই পরিবারের এক কর্তার সঙ্গে পরিবারের বাকি সদস্যদের পুজো বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় ওই কর্তা আলাদাভাবে একই রকম প্রতিমা নির্মাণ করে, একই নিয়ম মেনে ওই চৌহদ্দির মধ্যেই পুজো শুরু করেন। সেই থেকে চক্রবর্তী পরিবারের পুজো জোড়া কালীপুজো হিসাবে পরিচিতি পায় এবং ওই জায়গাটি 'জোড়া কালীতলা' নামে পরিচিতি লাভ করে। শুরুর দিকে পুজোর দিনে নৈবেদ্য হিসাবে ৬মন ১০সের চাল দেওয়া হতো। তখন এই ব্যবস্থা করে দিতেন বর্ধমান মহারাজা নিজেই। বর্তমানে নৈবেদ্য দেওয়া হয় ২মন চালের। বলি প্রথা আছে এখানে। প্রতি বছর একটি করে পাঁঠা বলি হয় এবং সেটা আবশ্যিক। পুজোর প্রথম দিনে পঞ্চব্যাঞ্জন ও মাছের ভোগ মাকে অর্পণ করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ বিজয়ার দিন সকালে মাকে নিবেদন করা হয় পান্তাভাত আর কাসুন্দি দিয়ে শোল মাছ। এটা এই পরিবারের চিরপ্রথা।

পরিবারের বর্তমান সদস্য (বড় কর্তার বংশধর)শুকদেব চক্রবর্তী জানালেন, মায়ের নিত্য পুজো তিনিই করেন। তিনি আরও বলেন, গাজীপুরে সর্বপ্রথম কালী পুজো হয় তাদের পরিবারেই। মা এখানে খুবই জাগ্রত এবং গোটা গ্রাম সেটা মানে। এখানে মায়ের প্রতিষ্ঠা করা পুকুরের নাম কালী পুকুর। ওই পুকুরের জল নিয়ে মায়ের পুজোর যাবতীয় কাজ করা হয়। কালী পুকুরের জল খুবই পবিত্র। এই বিষয়ে অতীতের এক ঘটনার কথা জানালেন শুকদেব বাবু -তাঁর কোনো এক পূর্বপুরুষ যিনি পুজোর দিনে মায়ের আসনে বসবেন তার আগের রাত্রে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন । ভীষণ জ্বর নিয়ে আসনে বসার অবস্থায় নেই তিনি । সেই সময় পরিবারের পরামর্শে কালী পুকুরের জলে ডুব দিলেন তিনি। আশ্চর্যভাবে, জল থেকে ওঠার পর তার জ্বর উধাও। সম্পূর্ণ সুস্থ তিনি। তারপর যথারীতি তিনি মায়ের আসনে বসলেন এবং পুজো করতে সফল হলেন। চক্রবর্তী পরিবারের এইপুজোর প্রতিমা গড়ার মাটি ওঠে দুর্গাপুজোর দশমীর দিনে। প্রতি মাসের অমাবস্যায় পঞ্চমুন্ডি বেদীতে মায়ের আরাধনা হয়। পরিবারের বর্তমান গৃহকর্তী শুকদেববাবুর স্ত্রীর কথায়, মা আমাদের বড়ই আদরিণী, মাকে নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকা। আজও গভীর রাতে মায়ের পায়ের নূপুরের ধ্বনি আমরা শুনতে পাই।

শিয়ালদহে হকারদের

প্রথম পাতার পর

কিন্তু যত্রতত্র হকার বসে যাওয়ায় মানুষের যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় অনেকে নিজের বাড়ি থেকে বেরই হতে পারছেন না। এমন অনিয়ন্ত্রিত হকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কলকাতা পৌরসংস্থা। হকার গরিব মানুষ, বসে হকারি করুক। এটা কেন্দ্রীয় সরকারেরও আইনে আছে। এবং সুপ্রিম কোর্টের ডাইরেকশনেও আছে। তবে টাউন ভেন্ডিং কমিটির মাধ্যম দিয়ে এটার নিয়ন্ত্রণ হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার টাউন ভেন্ডিং কমিটিতে মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার নেতৃত্ব দেন। এবং কলকাতা পুলিশ ও হকারদের প্রতিনিধি সবাই এই সমিতিতে আছে। সুতরাং আমি আশায় আছি, দুর্গোৎসবের পরে যাতে ওই রাস্তাটাকে রেগুলারাইজ করে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আবার এখন 'সার্টিফিকেট অফ ভেন্ডিং' দেওয়া হচ্ছে। কারণ যাতে হকাররা আইনের মধ্যে এসে নিয়ন্ত্রিত হন।

শেষ লগ্নে জমে উঠেছে

প্রথম পাতার পর

আমরা চাই শব্দবাজি বন্ধ হোক। আলোর বাজিই চাই। সেখ রমজান জানালেন, এখন সাত মাস ব্যবসা করি। বাকি সময়ে ভ্যান চালাই। নানা ঝামেলায় খদ্দের কমে গেছে। আর এক ব্যবসায়ী জানালেন, শব্দ বাজি আমরা চাই না। সরকার আমাদের স্বীকৃতি দিক। প্রশক্ষিণের ব্যবস্থা করুক। আর খুব শীঘ্র বাজি হাব গড়ে দিক।

আতসবাজী ব্যবসায়ী ও কর্মচারী সমিতির সম্পাদক শুকদেব নস্কর জানালেন, জেলাশাসক বাজি হাবের জায়গা দেখে গেছেন। রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। আশা করা যায় আগামী বছরের মধ্যে বাজি হাব গড়ে উঠবে। আমরা এবার পরিবেশ বান্ধব গ্রীন বাজিই তৈরি করছি। শব্দ বাজি এখানে তৈরি হবে না।

মা মমতা ফাউন্ডেশনের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিদিন একরকম যায় না। দুঃখ ও আঁধারময় জীবনে এক এক দিন রোদ ঝলমলে আলোর বিচ্ছুরণও জীবনকে ক্ষণিকের জন্য আনন্দ দিয়ে যায়। তেমনি গত ৯ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের জামরাসামপুর শঙ্করপুর এলাকার ২৫০ জন দুঃস্থ মানুষদের মুখে হাসি ফোটালো মা মমতা ফাউণ্ডেশন (বাটানগর, দঃ ২৪ পরগনা)। সংগঠনের পক্ষ থেকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

সংগঠনের সচিব শম্পা মিশ্র জানান, সামাজিক ও মানবিক স্বার্থে তাদের সংগঠন রাজ্য জুড়ে কাজ করছে। আগামীদিনেও তারা এ কাজ করে যাবে।

সাবধান! সাইবার হানায় সর্বশান্ত

প্রথম পাতার পর

দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার প্রিয়াঙ্কা সেনকে প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, গ্রাহকদের নম্বর হ্যাকারদের কাছে যাচ্ছে কি করে? তিনি জানান, সেটা বলতে পারব না। তাহলে গ্রাহকদের সচেতন করতে বিদ্যুৎ দপ্তর প্রচার করছে না কেন? তিনি জানান, ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রচার হয়। কিন্তু কটা লোক ওয়েবসাইট দেখেন? দপ্তরের উচিৎ মাইকিং করা তা না হলে আরও গ্রাহক সর্বশান্ত হবে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার দীনবন্ধু ঝা জানান, কল্যাণবাবু সব তথ্য হ্যাকারদের দিয়ে দিয়েছেন, সেই জন্যই এত কিছু করতে পারল হ্যাকাররা। সাইবার ক্রাইমকে আমরা যেটুকু জানার জানিয়েছি। তদন্তের স্বার্থে সব কিছু বলা যাবে না।

প্রসঙ্গত, এসব কিছু দেখে অনেকেই বলছেন, ব্যাঙ্কেও কি আর্থিক লেনদেনের নিরাপত্তা নেই? এই প্রসঙ্গে সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে গোটা রাজ্য জুড়েই ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া এলাকারএকটি হ্যাকার দল সক্রিয় আছে। বিভিন্ন এলাকায় মানুষের কাছে এই ধরনের হঠকারী ম্যাসেজযাচ্ছে।মানুষকে আরও সচেতন থাকতে হবে। সেই সঙ্গে সাইবার ক্রাইম দফতরকেও আরও তৎপর হতে হবে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ROOPKALA KENDRO

Film and Social Communication Institute
Under Information & Cultural Affairs Department
Govt. of West Bengal

**ADMISSION
SPECIAL DRIVE FOR SC,ST, OBC-A
CANDIDATES**

Four 2-year full- time Postgraduate Diploma Courses in 2023-25 Session

Department	Vacant seats	Category		
		SC	ST	OBC- A
Direction	1	0	0	1
Motion Picture Photography	1	0	0	1
Editing	1	0	1	0
Sound Design	4	2	1	1

Admission Forms are available at Roopkala Kendro (Sector-V, Block- GM, Salt Lake City, Kolkata-700091, opposite to Swasthya Bhawan, Ph: 033-40012110) from 11:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday to Friday (excepting Saturday & Sunday and W.B. Govt. holidays)

OR

Download Admission Form from website (**http://kendroonline.com/**)

Last date of submisison of application form **29th December, 2023.**

মহানগরে

ছট পুজোয় ঘাটের বিরাট আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানত থাকলে ছট পুজোয় দন্ডি কাটা আবশ্যিক। রাস্তায় জল ঢেলে পুণ্যার্থীরা সাষ্টাঙ্গে শুয়ে প্রণাম করেন। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় দন্ডি কাটার দারুণ সমস্যা। ৬ নভেম্বর কলকাতা পৌরসংস্থায় মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, কোন কোন রাস্তায় দন্ডি কাটা হয় পুলিশের কাছ থেকে তার তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছে। যে সব রাস্তায় দন্ডি কাটা হয় সেসব রাস্তায় প্লাস্টিক অ্যাসফল্ট করে দেওয়া হবে।

সাধারণত রাস্তা তৈরি করার সময় ১ মেট্রিক টন হটমিক্সে মেশাতে হয় ৫৫ কিলোগ্রাম বিটুমিন। আর এই বিটুমিনের পরিমাণের আট শতাংশ(৪.৪ কিলোগ্রাম) প্লাস্টিক মেশালেই রাস্তা হচ্ছে ভীষণ টেকসই। যে সমস্ত রাস্তায় এখনও গর্ত রয়েছে, তা ছট পুজোর আগেই নতুন প্লাস্টিক মিক্স দিয়েই মেরামত করা হবে।

জাতীয় পরিবেশ আদালতের(ন্যাশনাল গ্রিণ ট্রাইবুনাল) নির্দেশ অনুযায়ী রবীন্দ্র সরোবরে ছটপুজো বন্ধ। তাও প্রায় প্রতি বছর প্রাচীর টপকে অনেকে ঢুকে পড়েন। ৬ নভেম্বর কেন্দ্রীয় পৌরভবনে ছট পুজো সংক্রান্ত বৈঠকে হাজির ছিলেন কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি(কেএমডিএ), পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা। রবীন্দ্র সরোবরে ছটপুজো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, দক্ষিণ কলকাতায় ২৩টি নতুন কৃত্রিম ঘাট তৈরি করা হয়েছে। মহানাগরিক জানান, খিদিরপুর, টালিগঞ্জ ফাঁড়িতে মাটি খুঁড়ে জলাশয় তৈরি করা হবে। কলকাতা বন্দর এলাকার ভেতরে ১৩ নম্বর গেট এলাকায় থাকবে ছটপুজোর প্রস্তুতি। কলকাতা পৌরসংস্থার তথ্য অনুযায়ী গঙ্গার ধারে ২৮টি ঘাট, কেএমডিএ এলাকায় ৪২টি জলাশয়, এছাড়াও কৃত্রিম জলাশয়, পুকুর মিলিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার ১১১টি জায়গায় ছটপুজোর ব্যবস্থাপনা চলবে। প্রতিটি ঘাটে ছট পুজো উপলক্ষে অসংখ্য মহিলা জমায়েত হন। মহানাগরিক জানিয়েছেন কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে মহিলাদের পোশাক পরিবর্তনের জন্য ঘর আর শৌচালয় তৈরি করে দেওয়া হবে। তিনি জানান, যেসব বিহারী বাংলায় আছেন, তাঁদের যেন কখনই মনে না হয়, তাঁরা নিজস্ব বাড়ির থেকে বহু দূরে রয়েছেন। সে কারণে বাংলায় ধুমধাম করে ছটপুজো হয়ে আসছে। মহানাগরিক জানান, বিহারে যে সমস্ত বাঙালি থাকেন তাঁরাও কিন্তু ওখানে দুর্গাপুজো করে থাকে।

ঘটা করে বিজয়া সম্মেলন হল কিন্তু ব্রাত্যই রইল বেহালার উন্নয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রত্না – শোভনের বিবাদেই কী বেহালা পূর্বস্থিত প্রাক্তন বিধায়ক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে'র অর্থে গড়া রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাসস্ট্যান্ড গুলি দীর্ঘদিন যাবৎ নোংরা ভাঙাচোরা অবস্থায় দৃষ্টিদূষণ ছড়াচ্ছে। এ প্রশ্ন বেহালা পূর্বের স্থানীয় এলাকাবাসীর। অথচ বিজয়া সম্মিলনীতে কোনও সাংবাদিকই স্থানীয় সমস্যা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুললেন না।

বেহালা পূর্বের বিধায়িকা রত্না চট্টোপাধ্যায় ও স্থানীয় ১১ জন পৌরপ্রতিনিধির দেওয়া ৮ নভেম্বর বেহালা শরৎসদনের বিজয়া সম্মেলনে কলকাতা মহানগরের নামীদামী সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক ও বর্তমান সময়ের সোশাল মিডিয়ার সাংবাদিকদের বিরিয়ানি, এগ-চিকেন ও মিষ্টিমুখে স্মৃতিভ্রম হল। বেহালা পূর্বের দীর্ঘ ১০ বছরের অত্যন্ত দক্ষ প্রাক্তন বিধায়ক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে'র অর্থে গড়া বেহালার ডায়মন্ড হারবার রোডস্থিত বেহালার ম্যান্টন বাসস্ট্যান্ড ঠাকুরপুকুরের শীলপাড়া বড়িশার জনকল্যাণ বাসস্ট্যান্ড সহ একাধিক বাসস্ট্যান্ড আজও কেন ভাঙাচোরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে? এ শহরের সুস্থ ঐতিহ্যে কেন ব্যাঘাত ঘটাবে? এ প্রশ্ন সাংবাদিক সম্মেলনে তোলবার কথা ভুলেই গেলেন উপস্থিত সাংবাদিকরা। বেহালা পূর্বের ১২২ ও ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সীমান্তবর্তী মতিলাল গুপ্ত রোডে দীর্ঘদিন নির্মাণ কাজ চলা নিকাশী দফতরের কেইআইআইপি'র কাজ চলতি বছরের শারদোৎসবের পূর্বেই শেষ হওয়ার কথা থাকা সত্ত্বেও সেকাজ এখন কেন 'বিশ বাঁও জলে! এলাকাবাসী জানেই না সেকাজ কবে শেষ হবে। এবিষয়ে স্থানীয় বিধায়কের কাছে কী উত্তর রয়েছে? বেহালা পূর্বের একাধিক জলাশয় আজও নোংরা অবস্থায় রয়েছে। মহানাগরিকের 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানের প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানেই ঠাকুরপুকুরের ১২৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জলাশয় সংস্কারের প্রশ্ন আসে। জলাশয় গুলি কলকাতা পৌরসংস্থার পিএমইউ দফতর পরিষ্কারও করে, আবার কয়েক মাস পরে সে জলাশয় নোংরা জঞ্জালে ঢাকা পড়ে। কেন এ অবস্থা হবে? এবিষয়ে স্থানীয় বিধায়কের বক্তব্য কী? মিষ্টিমুখ করা সাংবাদিকদের কাছে সে প্রশ্নোত্তর অজানা রইল। বেহালা পূর্বস্থিত বহু খোলা নিকাশি নালা, অলিগলি তস্য গলির কাঁচা রাস্তা কবে ঢালাই হবে? কোনও সাংবাদিকই বেহালা পূর্বের লোকাল ইস্যু গুলি না তুলে রাজ্য বা জাতীয় স্তরের ইস্যু নিয়ে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে সাংবাদিক সম্মেলনে মূল উদ্দেশ্যেই ব্যাঘাত ঘটালো।

এদিকে বেহালা পূর্ব বিধানসভার ১১ টি ওয়ার্ডের (ওয়ার্ড নম্বর : ১১৫ – ১১৭, ১২০ – ১২৪ ও ১৪২ – ১৪৪) তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে থেকে প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে পাঁচ জন করে যে মোট ৫৫ জন সক্রিয় তৃণমূলকর্মী স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিরা বেছে দিয়েছেন, তাদের এদিন স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এ নিয়েও ক্ষোভের আঁচ দেখা গেল সদনে উপস্থিত কিছু দলীয়কর্মীর মধ্যে। অনেকেই ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, একটা ওয়ার্ডে মাত্র ৫জন কর্মী কী দলীয় কাজ করে? এদিন রত্না চট্টোপাধ্যায় জানান, তৃণমূল দলের তরফে সিদ্ধান্ত হয় দলের সাংসদ বিধায়ক-বিধায়িকা, পৌরপ্রতিনিধিরা তাঁরা তাঁদের একমাসের বেতন মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে জমা দেবেন। সেই জমা অর্থ থেকে ১০০ দিনের শ্রমিকদের মাসিক বেতনের যতটা তুলে দেওয়া যায় তা দেওয়া হবে।

লেন্স বার্তা

পরিজন : পথেই সহাবস্থান রোগী ও পরিজনদের। দেশের ১নম্বর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এসএসকেএম'এ এটাই নিত্য দিনের খণ্ডচিত্র। যেখানে ঠাঁইয়ের অভাবে রোগী থাকেন পথে। পরিজনরা সারেন দুপুরের আহার।

আলোয় ভুবন ভরিয়ে দেব : কালীপুজো ও দীপাবলির আগে শহরজুড়ে আলোর বিকিকিনি। **ছবি :** অরুণ লোধ

এখানে ওখানে

নৈহাটিতে বড়মার কষ্ঠি পাথরের বিগ্রহে একশো ভরি সোনার গয়না

মলয় সুর

নৈহাটি : নৈহাটি অরবিন্দ রোডে শনিবার ২৮ অক্টোবর নৈহাটির বড়মা'র কষ্টিপাথরের বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হল। আর রবিবার মায়ের নব নির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন হয়। এই মন্দিরে নিত্যপুজো হবে। তবে মায়ের একশো ভরি সোনার অলঙ্কার মাকে পরানো হয়েছে। যদিও এর জন্য একজন অফিসার ও ৩জন সশস্ত্র কনস্টেবল নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন। ২৪ ঘণ্টাই থাকছে পুলিশ ক্যাম্প। একসময় কালীপুজোর দিন বড়মার মাটির প্রতিমা তৈরি করে পুজো করা শুরু হয়। প্রায় ১০০ বছর ধরে এই পুজো চলছে। সারা বছর ফটো ফ্রেমেই হয় নিত্য পুজো। যত দিন গিয়েছে বড়মা'র মাহাত্ম্য ততই বেড়েছে। গত বছর কালীপুজোর দিন ৬০ হাজার পুজো পড়েছিল। ২৫ হাজার মানুষ দণ্ডি কেটেছেন। এছাড়া দেশ-বিদেশের বহু ভক্ত মানত করে সফল হয়ে সোনার গহনা দিয়েছেন।

শতবর্ষে সেই গহনার পরিমাণ ১০০ ভরি দাঁড়িয়েছে। মন্দির এখন ট্রাস্টি বোর্ডের আওতায়। আগে এই সোনার গহনা ভল্টে থাকতো। কিন্তু কালীপুজোর সময় বিশেষ পুলিশ পাহারায় সেই গহনা বড়মা'কে পরানো হতো। এবার কষ্টি পাথরের বিগ্রহ তৈরি হওয়ায় মাকে তা পরানো হয়। বিগ্রহ প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিনই মাকে সোনার গহনায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে একটা উদ্বেগের কারণ। বিহারের ডাকাত দল রাজ্যে এসে একের পর এক ডাকাতির ঘটনা ঘটাচ্ছে এই এলাকায়। একারণেই নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। মন্দির কমিটির সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য বলেন, নিয়ম মেনে মায়ের নিত্যপুজো হবে। আপাতত মঙ্গল ও শনিবার দুপুরে ভক্তদের ভোগ খাওয়ানোর ব্যবস্থা হবে। ভক্তরা সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত, আবার বিকেল ৪টে থেকে ৮টা পর্যন্ত পুজো দিতে পারবেন। মন্দির কমিটির সভাপতি অশোক চট্টোপাধ্যায় জানান, আশা করছি আগামী দিনে শক্তির দেবী দক্ষিণেশ্বর বা তারাপীঠের মতো আমাদের গর্বের বড়মা'র মন্দিরও ভক্তদের পীঠস্থান হবে।

হাওড়া শিবপুরে হাজার হাত কালী

নিজস্ব প্রতিনিধি : মলয় সুর : বাংলার মাটিতে আদ্যাশক্তির পুজো নেহাত কম নেই। কিন্তু এসবের থেকে একেবারে ভিন্ন শিবপুরের ওলাবিবি তলার হাজার হাত কালী। মায়ের টানে শুধু এ রাজ্য নয়। ভিন রাজ্য বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন এই মন্দিরে।

কথিত আছে, স্থানীয় মুখোপাধ্যায় বাড়ির তন্ত্রসাধক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। মা চণ্ডী হাজার হাতের মায়ের মন্দির তৈরির আদেশ দেন। দেবীর সেই রূপে ব্যাকুলভাবে আশুতোষবাবু প্রথমে ছিঁটে বেড়া ও হোগলাপাতা দিয়ে তৈরি মন্দিরে দেবীর হাজার হাত এঁকে পুজো শুরু করেন। কারণ মন্দির তৈরি করতে যে বিপুল টাকার দরকার তা তার কাছে ছিল না। শেষমেশ এগিয়ে আসে স্থানীয় বিত্তশালী হালদার পরিবার। তাদের সহয়তায় ১৮৮০ সালে মন্দির তৈরি হয় ও দেবী হাজার হাতের পূর্ণাঙ্গ রূপ পান। চণ্ডীপুরাণ অনুযায়ী কুমোরটুলির শিল্পী প্রিয়পাত্র পাল হাজারটি হাত তৈরি করেন। ওলাবিবিতলায় হাজার হাত কালীর অস্ত্র ও মুকুট রুপো দিয়ে তৈরি। ওজন প্রায় ১২ কেজি। মায়ের বাঁ হাতে খড়্গ আর ডান হাতে ত্রিশূল। বাকি হাতগুলি মুষ্ঠিবদ্ধ। দেবীর এক পা রয়েছে সিংহের উপরে। অন্য পা পদ্মে। অর্থাৎ তিনি জলে এবং স্থলে বিরাজমান। মায়ের মূর্তির উচ্চতা ২৫ ফুট। কালীপুজোর দিন বিশেষ পুজো হলেও এখানে নিত্য পুজো হয়। আগে বলি হতো। এখন তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জেলার বাইরে থেকেও বহু মানুষ আসেন দেবীর আধ্যাত্মিক টানে এবং হাজার হাত রূপ দেখতে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের মানুষ হাজার হাত কালীকে মানেন কয়েকটি কারণে। দাক্ষিণাত্যের এক ব্যক্তি স্বপ্নের এই মন্দিরের কথা জানতে পারেন। এরপর জাগ্রত মায়ের হাজার হাত রূপের কথা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, কেরল সহ বিভিন্ন

জায়গায়। তাই প্রতিবছর শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষের শুক্রবারে দক্ষিণ ভারত থেকে কাতারে কাতারে মানুষ আসেন দেবীদর্শন এবং পুজো দিতে। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে বিশেষ পুজো হয়। এখন দীপাবলীর পুজোর তোড়জোড়ে ব্যস্ত মুখোপাধ্যায় পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। প্রতি বছর দীপাবলীতে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। কারণ দেবীর এই রূপ একবার দেখলে বারবার দেখতে ইচ্ছা হয়।

বজবজ কালীবাড়ির খুকিমা সাধক কমলাকান্তের পূজিতা মা ব্রহ্মময়ী

গণেশ ঘোষ

আমরা দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পূজিত মা ভবতারিণীর কালীমূর্তিকে দেখেছি। দেখেছি সাধক পীঠের রামপ্রসাদের মা জগদম্বাকে হালিশহরে। পেয়েছি বামাক্ষ্যাপার তারাপীঠের তারা মাকে। কিন্তু বর্ধমানের সাধক কমলাকান্তের সেই মাতৃরূপী মা কালীমূর্তি বা ব্রহ্মময়ী কোথায়? কোথায় গেলেন বর্ধমানের সাধক কমলাকান্তের পূজিতা মা? যার নির্মাণ হয়েছিল বর্ধমানের রাজা তেজেন্দ্র নারায়ণের হাত ধরে। পদতলে শিববিহীন কালীমূর্তি।

তবে কি বজবজের শ্মশান ঘাটের কালীমূর্তিটি সাধক কমলাকান্তের সেই কালী ব্রহ্মময়ী মা। লোকমুখে প্রচারিত এমন আশংকা অবশ্য ঘুরে বেড়ায় বটে, তবে তথ্য প্রমাণে সে বড়ই গুরুত্বহীন। বলা যেতে পারে- বজবজের কালীমন্দিরে মাতৃরূপিনী কালী মূর্তিটি শিল্প সত্বার এক অনন্য নির্দশন। একটি অখণ্ড কষ্টি পাথরে খোদাই করা, এই মূর্তিটি বিপুল অর্থ ব্যয়ে কোন অসাধারণ শিল্পীর প্রেম ও ভক্তির দ্বারা নির্মিত হয়েছে। কারণ, প্রেম-ভক্তি-শ্রদ্ধা ছাড়া এমন একটি ব্যয় বহুল মূর্তি সাধারণের পক্ষে নির্মাণ করা অসম্ভব। তাও আবার একটি মাত্র পাথরের দ্বারা, কোন জোড় নেই। উচ্চতা মাত্র একহাত। তবে এই কালী মূর্তিটির বিশেষত্ব এই যে, আমাদের চির পরিচিত কালীর পদতলে যেমন মহাদেব শিব শায়িত, এখানে কিন্তু শিব নেই। তাহলে! তাহলে এই রকম মাতৃমূর্তির ধারণাটা এলো কোথা থেকে? কারণ মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং ভাগবতে মা কালীর শিব-বিহীন রূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। জনশ্রুতি- সাধক কমলাকান্ত নিজেই শিব হয়ে মায়ের আরাধনা করতেন। সুতরাং বর্ধমানের মহারাজা এই ভাবেই একটি মাতৃমূর্তি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন কমলাকান্তকে পূজা অর্চনার জন্য।

সাধক কমলাকান্ত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই মাতৃরূপী কালীকে পঞ্চমুণ্ডির আসনে স্থাপনা করে সেবা করেছেন শুদ্ধচিত্তে।

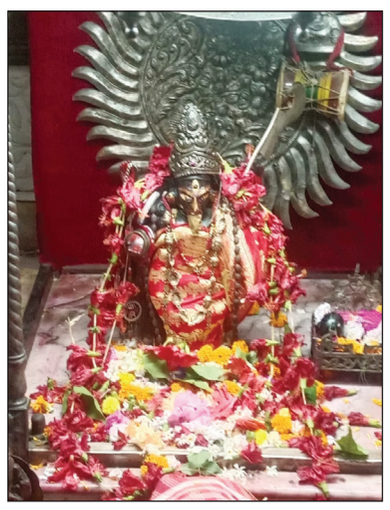

এমনকি তাঁর বহু অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী এই মা। তিনি মহারাজকে এই মন্দির প্রাঙ্গণেই প্রত্যক্ষ করিয়েছেন অমাবস্যার রাতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় কিরণ। তাঁর মৃত্যুর পর সহসা একদিন মন্দির থেকে নিরুদ্দেশ ঘটে তাঁর মাতৃরূপী কালীমূর্তিটি।

এবার দৃষ্টি একটু অন্যদিকে ফেরানো যাক। ফেরানো যাক বজবজের মাটির দিকে। ১৮৮৬ সাল নির্মাণ হয়ে গেছে বজবজ বন্দর। দয়াল ঘোষ নামে জনৈক কালী সাধক সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে এলেন বজবজে। চাকরি নিলেন বন্দরে। বজবজের একটি মাটির ঘরে শুরু করলেন বসবাস। একা, শুধু সঙ্গে মাত্র একটি মৃন্ময়ী কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে শুরু করলেন সাধন-পূজন। পরবর্তী সময়ে আরো গভীরভাবে আরাধনার নিমিত্তে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী শ্মশানের পাশে হোগলার বনে বানালেন একটি পর্ণ-কুটির। মৃন্ময়ী মাকে এনে প্রতিষ্ঠা দিলেন পর্ণকুটিরে। গভীর মনোযোগে শুরু করলেন নিত্য পূজা আরাধনা। এখানেই তাঁর সাথে পরিচয় ঘটে চিত্রগঞ্জ নিবাসী কালীভক্ত অধর দাস মহাশয়ের। নদীর জোয়ার-ভাঁটার খাম খেয়ালীর ফলে পর্ণ-কুটির মন্দিরকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব। অধর দাস মহাশয়ের গ্রামীণ যাত্রাভিনয়ের দল ছিল। তিনি যাত্রাদলের থেকে অর্থ সঞ্চয় করে নদীর তীর থেকে সরিয়ে একটি ইঁটের গাঁথুনি দিয়ে এবং টিনের ছাউনিতে মাথা ঢেকে বানালেন মন্দির। মাকে নিয়ে এলেন সেখানে। দয়াল ঘোষকে সেই সময় সাধন ভজনে সহায়তা করতে আসতেন তাঁর গুরুদেব স্বামী পূর্ণানন্দ। বজবজের কালীমন্দিরে অধিষ্ঠিত বর্তমানে যে পাথরের মূর্তিটি রয়েছে, সেটা কিন্তু এখানকার পূজা কমিটি আনেন নি বা এখানকার কোন ভক্ত দানও করেন নি। দয়াল ঘোষ স্থানীয় মানুষজনকে অবগত করিয়েছিলেন, তাঁর গুরুদেব পূর্ণানন্দ একদিন মূর্তিটি এনে তাঁর কাছে দিয়ে গিয়েছলেন। কিন্তু কি ভাবে, কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তা একমাত্র দয়াল ঠাকুর ও অধরবাবুই শুনে থাকবেন। তবে বর্ধমানের রাজার মন্দির থেকে নিরুদ্দেশ হওয়া মূর্তির খোঁজ-খবরের জন্য কোটাল হাটের থানায় ডায়েরি হয়েছিল বলে শোনা যায়। এমনকি একটি তদন্তকারী দল তৎকালীন জমিদার বাড়ির কুমুদরঞ্জন মণ্ডলদের কাছে আসেন বলে শোনা যায়। কারণ বাওয়ালী জমিদাররাই কালী বাড়ির জমি দান করেছিলেন।

আগেই বলেছি, এই দেবী মূর্তিটি ছিল আকৃতিতে খুবই ছোট। ছোট আকৃতির জন্য এই দেবী 'খুকিমা' বলে পরিচিতি পেয়েছেন। অবশ্য কালীবাড়ির পুরাতন দলিল-দস্তাবেজে উল্লেখিত আছে 'ব্রহ্মময়ী মা'। ফুল্লরা পীঠ বিখ্যাত সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষের জমিদারির অধীনে ছিল। উক্ত ব্রাহ্মণ পূজারী ছিলেন রামজী ঠাকুর। তারাশংকরবাবুর বাড়িতে থাকতেন।

সম্ভবত ১৯১৬-১৭ সাল নাগাদ তারাশঙ্কর পা রেখেছিলেন বজবজের কালীবাড়িতে। এসময় এখানে একটা বটগাছের তলায় একটি বেদীর উপর পর্ণকুটিরে উক্ত 'খুকি' মাকে দর্শন করেছিলেন। পরবর্তীকালে আরও কয়েক বার বজবজে এসে তিনি 'খুকি' মাকে দর্শন করে গিয়েছেন। বজবজ পাবলিক লাইব্রেরির সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে (১৯৬১) এসে মন্দিরের ইতিহাস ব্যক্ত করেছিলেন।

মশাল জ্বেলে শ্যামা বরণ আমতার গাজীপুর চক্রবর্তী বাড়িতে

দীপংকর মান্না

গ্রামীণ হাওড়া আমতার এক নিপাট গ্রাম পশ্চিম গাজীপুর। মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের গ্রাম। কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, মুখার্জি, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য ছাড়াও রয়েছে মাহিষ্য। আছে কিছু তপশিলি ও উপজাতি। আছে কয়েকঘর মুসলিম। গাজীপুর বাজার হয়ে ভগ্নপ্রায় জমিদার সিংহ মজুমদার বাড়ির অদূরে পশ্চিম গাজীপুর চক্রবর্তীর বাড়ি। বংশ পরম্পরায় এরা সিংহ মজুমদার বাড়ির পুরোহিত। সিংহ মজুমদার বাড়িতে শ্যামাকালীর পুজো না হলেও, তাদের পুরোহিত চক্রবর্তী বাড়িতে গত চার শতাধিক বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা হয়ে আসছে শ্যামাকালী বরণ। প্রাচীন চক্রবর্তী বাড়ির এই পুজোর মাহাত্ম্যে আশেপাশের চার পাঁচটা গ্রামের শত শত ভক্তবৃন্দ মনোস্কামনা পূরণের আশায় আজও ছুটে আসেন চক্রবর্তী বাড়িতে।

একটা সময়ে চক্রবর্তী বাড়ির এলাকাটি ছিল বনে জঙ্গলে ভরা। গা ছমছম ভাব। বাঁশ-আম-তেঁতুল-খেঁজুর গাছে কটাশ- খটাশের কর্কশ ডাক। প্রহরে প্রহরে শত শত শেয়ালের হুক্কা হুয়ার চিৎকার। এই নির্জন স্থানটি ছিল ডাকাতের করিডর। শোনা যায় ডাকাতি করে ডাকাতরা ভাগ বটরা করে চলে যেত নারিট, কামারগোড়, সিরোল, সাউড়িয়ার দিকে। জমিদার বাড়ি সহ নিজেদের বাড়ি ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষার জন্য চক্রবর্তী

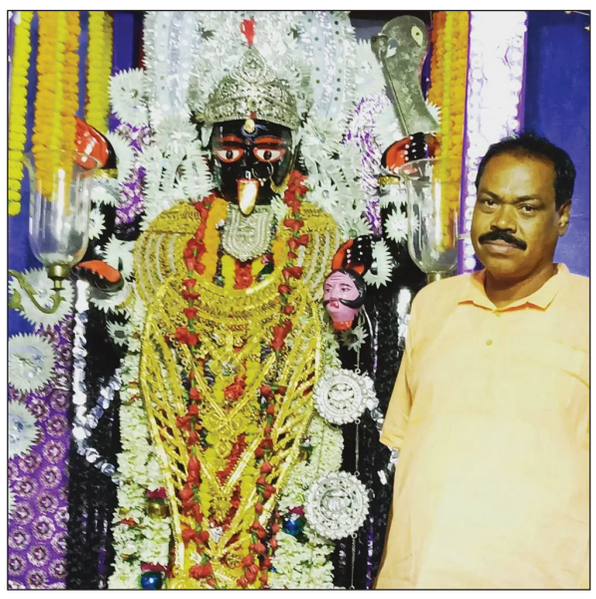

বাড়ির বারো পুরুষ মণ্মথ চক্রবর্তী শুরু করেন শ্যামাকালী পুজো। এই বাড়িতে দেবী কালী বাড়ির বড় মেয়ে হিসেবে পূজিত হয়।পুজো হয় প্রাচীন কাঠে পোড়ানো ইঁট গাঁথুনির বাড়ি সংলগ্ন কালী মন্দিরে। ঘরের বড় মেয়ে এই কালীকে পুজোর আগে সাজানো হয় বেশ পরিপাটি করে।দেবীর আছে সোনা- রুপোর নানা অলংকার।প্রথমে দেবীকে সাজানো হয় সোলার অলংকার দিয়ে।তারপর দেবীকে সাজানো হয় সোনা ও রুপোর নানা অলংকার দিয়ে।চার হাতে পরানো হয় সোনার চারটি নোয়া। জিভ, কানের দুল, নথ, তাগা, ট্যায়রা টিকুলি, পায়ের নূপুর সবই সোনার।মাথায় থাকে রুপোর মুকুট।হাতে ঝোলানো হয় রুপোর চাঁদমালা।দেবীর গোটা শরীর ঢাকা থাকে প্রায় সাড়ে তিন কেজি ওজনের রুপোর বুকপাটা। চক্রবর্তী বাড়ির পুজোর রীতি নীতি ও পরম্পরা সম্পূর্ণ আলাদা। নৈবেদ্য থাকে দশ ও বারো কেজি আতপ চাল। সঙ্গে নানা উপকরণ।দেবীর আরতিতে দেওয়া হয় বৈচিত্রময় ভোগ।অন্নভোগে থাকে কুড়ি কেজি চালের ভাত।আড়াই কেজি চাল ও আড়াই কেজি অড়হর ডালের খিচুড়ি ভোগ। থাকে আড়াই কেজি চালের পায়েস ভোগ। ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়- শুক্তো, মুগের ডাল, পালং শাক, ফুল ও বাঁধা কপির তরকারি, কুমড়োর তরকারি সহ সাত রকম ভাজা। এছাড়াও ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় পোনা মাছ, চিংড়ি মাছ ও সমস্ত সবজি দিয়ে এক কড়া (বড় কড়া) ঝোল। সঙ্গে লাউয়ের চাটনি। সমস্ত ভক্ত দর্শনার্থীদের খাওয়ানো এই ভোগ। বাড়ির পুরুষরা ধুতি ও মহিলারা কাপড় পরে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রথমেই মন্দির সংলগ্ন কালী পুকুর থেকে দেবীর ঘট ডুবিয়ে আনা হয়।পরম্পরা মেনে এই সময় জ্বালানো হয় বাতি ও মশাল।যতক্ষণ পুজো ততক্ষণ জ্বলতে থাকে বাতি। পুজোর সব পক্রিয়ার শুরুতে জ্বালানো হয় মশাল।আজ যথেষ্ঠ আলোর ব্যবস্থা থাকলেও মশাল জ্বালানো পরম্পরার প্রতীক।কঞ্চিতে কাপড় জড়িয়ে তৈরি করা হয় মশাল।ঘট স্থাপনের পর দেবী বরণ।পরম্পরা মেনে বরণ করেন চক্রবর্তী বাড়ির জৈষ্ঠ্য মহিলা।সংকল্প হয় বাড়ির জৈষ্ঠ্য পুত্রের নামে। রীতি মেনে পুজো করেন চক্রবর্তী বাড়ির পুরোহিত। প্রথম পুজোয় দেওয়া হয় লুচি আর নারকেল নাড়ুর ভোগ। প্রথা মেনে ভোর তিনটের সময় হয় ছাগ বলি। যতক্ষণ বলি প্রক্রিয়া ততক্ষণ জ্বলতে থাকে জলন্ত মশাল।

রীতি মেনে পুজো শুরুর আগে চাল গুঁড়ো দিয়ে তৈরি কুবের, লক্ষী ও নারায়ণ মূর্তির হয় পুজো। পুজোর পর তা রেখে দেওয়া হয় দেবী কালীর কাজেই। দেবীর বিসর্জনেও জ্বালানো হয় মশাল। যথারীতি বরণ, কনকাঞ্জালি, প্রণাম। যেহেতু দেবী এখানে বাড়ির বড় মেয়ে, তাই চক্রবর্তী বাড়ির কোন মেয়ের বিয়ের সময় দেওয়া হয় না কনকাঞ্জলি। প্রথা আছে বিসর্জনের প্রথম শনি বা মঙ্গল বার হবে চক্রবর্তী বাড়ির শীতলাপুজো।

সাঙ্গলিকী

মুক্তমনে মুক্তাঙ্গণে দহন কাব্য

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বিগত ১২ অক্টোবর মুক্তাঙ্গনে বিজয়গড় মনপ্রাণ–এর 'দহনকাব্য' দেখলাম। ক্ষোভ বিক্ষোভ জেনারেশন গ্যাপ সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে একটা সাইকোলজিক্যাল ট্রমার মধ্য দিয়ে চলা একটা পারিবারিক সাইকো ড্রামা। মননশীল কয়েকটি চরিত্রের সন্নিবেশে সমাধান খোঁজার চেষ্টা। বর্তমান সময়ের অক্লান্ত পরিবেশে পরিবারের স্বজন বন্ধুদের পথে উত্তরণ। এ ধরনের সমস্যা আজকের সমসাময়িক প্রায় সকল পরিবারের মধ্যেই কম বেশি দেখা যাচ্ছে। যা সংবাদ মাধ্যমে লেখকের লেখনীতেও বারবার উঠে আসছে। আসলে আজকের সময়ের ছেলে মেয়ে তথা সন্তান সন্ততিদের বাবা মায়েরা সঠিক ভাবে বুঝতে না পারা, তাদের মনের গহন কোণে কি কি চলছে তার কোন খবর রাখতে না পারা ইত্যাদি প্রভৃতি নানা কারণে তৈরি হওয়া একটা জেনারেশন গ্যাপ। প্রতিনিয়ত পরিবারে পরিবারে নানা রকম বিভেদ বা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়ে উভয়ের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হওয়ার ফলেই তৈরি হচ্ছে নানা সমস্যা। যা একান্তভাবে আজ আর পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ নেই। আজ এটা একটা সামাজিক রোগে পরিগণিত হয়ে গিয়েছে। দরকার হচ্ছে মনোবিজ্ঞানীদের কাছে যাওয়া, কাউন্সেলিং বা ওই জাতীয় কোন সাইকো থেরাপির সাহায্য নেওয়া। তবে এটা কোন বন্ধু বা পরিবারের ক্লোজ টাচে থাকা কোন স্বজন এ কাজটি করতে পারেন। প্রমিত ঘোষ মহাশয় খুব দক্ষতার সাথে বড় আবেগ মিশিয়ে দহন কাব্য নাটকটি রচনা করেছেন। এতে অন্ততঃ আমার মনে কোন দ্বিধা নেই। তার সৃষ্ট চরিত্রগুলির সংলাপে তা পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটে উঠেছে। নির্দেশক বিমান ব্যানার্জী বেশ দক্ষতার সঙ্গে নাটকটি মঞ্চায়িত করেছেন।

এখন দেখা যাক শিল্পীরা তার কতখানি বাস্তবায়িত করে তুলতে পারলেন। প্রথমেই বলি তৃষার চরিত্রে শিল্পী পৃথার অভিনয়। পৃথা চরিত্রটা ধরতে পেরেছে। তবে ওকে আরও মহড়া দিয়ে সপ্রতিভ করে দিতে হবে। এটা শিল্পীর যেমন একটা তৃষ্ণা দরকার তেমনি নির্দেশকেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। তবে পৃথা মোটামুটি চালিয়ে দিয়েছেন। বিমাতা দেবযানী সান্যাল এর ভূমিকায় করবী বেশ ভালো, তিনি সবসময়ই চরিত্রের মধ্যেই ছিলেন। এটা শিল্পীর কমিটমেন্ট। তৃষার বাবার চরিত্রে নির্দেশক বিমান সংযত অভিনয় করলেন। তার অভিনয়ে ক্ষোভ–বিক্ষোভ, অসহায়তা সূক্ষ্মভাবে অন্য মাত্রা পেয়েছে। পরাগ চরিত্রে নিরূপ স্ক্রীপ্টে সেভাবে প্রাধান্য পায়নি। ওকে আরও একটু বেশি সুযোগ দিলে ভাল হয়। পরাগ পাড়ার ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেছে এবং পরাগ বিশেষ করে তৃষার জীবনে একটা দমকা বাতাস। ওকে আরও একটু খেলানো দরকার। পারিবারিক বন্ধু রঞ্জন চরিত্রে অজয় হয়তো কাজটা চালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার অভিনীত চরিত্রে অনেক শেড্ রয়েছে এটা বুঝতে হবে। আরও সড়গড় হওয়া দরকার। সংলাপ ভাল মুখস্থ করে করে মঞ্চে বলে যাওয়াটা অভিনয় নয়। নাটকের স্বার্থে সংলাপ মুখস্থ করতেই হবে। তবে সেই সঙ্গে বিভিন্ন সংলাপে বিভিন্ন অভিব্যক্তি, চোখের ভাষা এবং শরীরি ভাষাও ফুটিয়ে তোলা দরকার। তবেই চরিত্রটি প্রাণ পাবে। নাটকে রঞ্জন চরিত্রটা অন্যতম মুখ্য চরিত্র ফলে অজয়বাবুকে আরও একটু তৎপর হতে হবে। নির্দেশক বিমানকে বলবো অজয়কে নিয়ে যেন একটু প্যাচওয়ার্ক করা হয়। ওনার অভিনয়ে বিভিন্ন শেডগুলি যেন অভিনয়ে বিশেষ মাত্রা পায়–সেদিকটা লক্ষ্য রাখতে। আর ডিটেলিং এর কাজে আরও একটু নজর দিতে বলবো। সবশেষে লিজা চরিত্রে দিশা যেন কাব্যে উপেক্ষিতা। তুষার বন্ধু লিজা তাকে আরও একটু প্রাধান্য দিয়ে চরিত্রটাকে আরও বর্ণময় করে তোলার অবকাশ আছে। তাতে নাটকের প্রসাদগুণ কখনই ক্ষুণ্ণ হবে না। আবহ কৌশিক ও আলো বাবলু সরকার। বিমানকে অনেকদিন পর নাটকে দেখে আমার ভাল লেগেছে। বিমান স্বল্প ক্ষমতায় একাই 'বিজয়গড় মনপ্রাণ'কে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিমান কোন সরকারি অনুদান পায় না এবং তা পাবার জন্য তীর্থের কাকের মতো বসেও থাকে না। নিজের উপর ওর আত্মবিশ্বাস আছে এবং সেই বিশ্বাসে অবিচল থেকেই হাটি হাটি পা পা করেও নাটক নিয়েই এগিয়ে চলেছে।

উপসংহারে জানাই এদিনের সন্ধ্যাটা মুক্তমনে উপভোগ করলাম। আসলে এই ধরনের মননশীল নাটকের কাজ দেখতে অপেক্ষা করেই বসে থাকি। নাটকটি একটু সামান্য অদলবদলে অসামান্য রূপ পেতে পারে। বিমানকে সে দিকটা একটু ভেবে দেখতে বলছি। নাটকটা আমার ভাল লেগেছে। এই প্রসঙ্গে বলছি বিমান যতদিন নাটক নির্মাণে রত থাকবে ততদিন আমি বিমানের পাশে আছি এবং কাঠ বিড়ালির ভূমিকাটা আমি নেবই নেব।

বিজয়া সম্মিলনী ও পত্রিকা প্রকাশ

উজ্জ্বল সরদার : বারুইপুর রবীন্দ্র ভবনে গত ৫ নভেম্বর, রবিবার বিকালে বারুইপুর প্রেস ক্লাবের আয়োজনে বিজয়া সম্মেলন, গুণীজন সংবর্ধনা ও পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ঊর্মিমালা সেনগুপ্ত ডান্স একাদেমীর নৃত্য শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। বার্ষিক পত্রিকা 'জাগরী' এবারে চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হল এদিনের অনুষ্ঠানে। হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, রাজ্যের পরিবহনপ্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, বিধায়ক বিভাস সরদার, বিশ্বনাথ দাস, গণেশ মণ্ডল, অলক জলদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল, জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, বারুইপুরের মহকুমা শাসক চিত্রদ্বীপ সেন, মহকুমা আরক্ষা আধিকারিক অতিশ বিশ্বাস, বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ, সাহিত্যিক জয়দীপ

চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডি আই জি– সুরক্ষা সুখেন্দু হীরা। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়রের। তিনি তাঁর বক্তব্যে জানালেন বারুইপুরের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগের কথা। বারুইপুর যে তাঁর জীবনের সেরা আবাস্থল সেকথা বারবার আবেগঘন হয়ে জানিয়ে দেন তিনি। উল্লেখ্য বারুইপুর প্রেস ক্লাবের জাগরী পত্রিকার এবারের সংখ্যায় তাঁর রচনাটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গুণীজন সম্বর্ধনায় সম্মানিত করা হয় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনাঞ্চলের সমাজসেবক লোকমান মোল্লা, ভাঙরের শিল্পী সুমন দাস, বারুইপুর হাসপাতালের আধিকারিক শ্যামল চক্রবর্তী, কুলতলি ব্লকের শিক্ষক শান্তনু ঘোষাল, সোনারপুর অঞ্চলের সমাজসেবক দীপক দাসকে। এই অনুষ্ঠানের শেষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রক্তিম ও জ্যোতি। বারুইপুর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রসেনজিত সাহা একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান, আমরা বারুইপুর প্রেস ক্লাব একটি পরিবারের মতো। সারাবছর আমরা সাংবাদিকতার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ কর্মে নিজেদের ব্যস্ত রাখি। আমাদের এই বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে তার প্রতিফলন ঘটেছে।

নয় দিনে বারো নাটক তপনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১৪ থেকে ২২ নভেম্বর তপন থিয়েটার হলে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের সফল পরিচালক দেবাশিস রায় পরিচালিত ১৩ টি নাটক নিয়ে এক নাট্য মেলার আয়োজন করেছে নাট্য গোষ্ঠী অনীক। গত ৪ নভেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান অনীকের সম্পাদক অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন দেবাশিস রায় সহ অনীকের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং তরুণ অভিনেতা অভিনেত্রীরা।

এই উপলক্ষে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে এই নাট্য মেলায় কলকাতার ৮টি নাট্যদলের ১০টি থিয়েটার মঞ্চস্থ হবে। কোচবিহার ও ত্রিপুরার ধর্মনগরে গিয়ে যে নাটকগুলি দেবাশিস তৈরী করেছেন সেই ৩টি নাটকও থাকছে এই মেলায়। এই পর্যায়ে ১২টি থিয়েটার মঞ্চস্থ হবে তপন থিয়েটারে। এছাড়া অন্য থিয়েটার ভবনের কৃষ্ণকক্ষে অন্তরঙ্গ পরিসরে আর ১টি নাটক মঞ্চস্থ হবে ২০ নভেম্বর।

দেবাশিস রায় দীর্ঘ বক্তব্যে পরিচালক হিসাবে তাঁর গবেষণা ও অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তুলে ধরেন কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জেলার নাট্য পরিকাঠামোর অভাবের কথাও। এই অভাব সম্পর্কে জেলার নাট্য কর্মীদের সচেতন করার চেষ্টা করবেন বলেও জানান দেবাশিস। এই নাট্য মেলা সফল করতে নাটক দেখার জন্য নাট্য প্রেমীদের আহ্বান জানান অরূপরা।

নিবেদিতার জন্মোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৬ অক্টোবর ও ২, ৪, ১২ ও ২১ নভেম্বর সন্ধ্যায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' মঞ্চে (১৯০২ সালে ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত) সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের সুষ্ঠু পরিচালনায় শুভ বিজয়া সম্মিলনী, স্মারক বক্তৃতা ও ভগিনী নিবেদিতার শুভ জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর মহান ঐতিহাসিক জীবনী (স্মারক বক্তৃতা প্রয়াত দীপ্তি শীল, প্রয়াত শুভ্র সরকার, প্রয়াত কুমুদ বন্ধু দাসের স্মৃতিচারণ) সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন সুবক্তা ব্রতজিত সেন, রাজেশ বসু, অচিন্ত্য মুখার্জী, পংকজ ব্যানার্জী, ভাস্কর রায় চৌধুরী প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী শিল্পী দেবারতি সেন, করুণাময়ী ভট্টাচার্য, সৌমী চ্যাটার্জী, বুনু ব্যানার্জী, সুদীপ পাল প্রমুখ। সাথে তবলা ও এসরাজ বাজিয়ে মোহিত করেন বাবলু সামন্ত ও অরবিন্দ সেন। সঞ্চালনা করেন সুভাষ মিত্র। সহযোগিতায় ছিলেন রঞ্জন রায়, মৃদুলা বাগ, জ্যোৎস্না সাহা, বিপ্লব সাহা প্রমুখ। উৎসবে সারারাত্রি ব্যাপী ষোড়শোপচারে কালীপুজা এবং অগণিত ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সিঙ্গুরের ডাকাত কালী খুবই জাগ্রত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৈদ্যবাটী–তারকেশ্বর রোড ধরে সিঙ্গুর থানার দিকে বাঁক নিলে পুরুষোত্তমপুর। এখানেই সরস্বতীর নদীর সংলগ্ন ডাকাতকালী মন্দির। এলাকাবাসীর দাবি, এই মন্দির কালীপুজো পাঁচশো বছরের বেশি পুরনো। এই প্রাচীন পুজো ঘিরে ছড়িয়ে আছে অজস্র কাহিনী। তখনও সিঙ্গুরে জনপদ গড়ে ওঠেনি। বনজঙ্গলে ভরা পরিবেশে ছিল বাংলার দুধর্ষ ডাকাত গগন সর্দার, সনাতন বাগদিদের আস্তানা। লোককথা অনুযায়ী গগনরা ওই মন্দিরে মায়ের ঘট পুজো করে ডাকাতি করতে যেত।

কথিত আছে এক দিন অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে কামারপুকুর থেকে সিঙ্গুর হয়ে দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছিলেন মা সারদাদেবী। হেঁটে যাওয়ার পথে একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন তিনি। সেই সুযোগে ডাকাতের দল হানা দেয়। পিছনে দর্শন দেন স্বয়ং মা কালী। মায়ের রক্তচক্ষু দেখে সারদাদেবীর পা ধরে কাঁদতে শুরু করে ডাকাতরা। কিন্তু অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় পুরুষোত্তমপুরের ডাকাতদের আস্তানাতেই থেকে যান মা সারদা। ডাকাতরা রাতে তাঁকে খেতে দেন চাল ও কড়াই ভাজা। সেই থেকে এখনও সিঙ্গুরের ডাকাত কালীর প্রথম পুজোয় নৈবেদ্য হিসাবে চাল ও কড়াই ভাজা দেওয়া হয়। শোনা যায় বর্ধমানের রাজাকে মা স্বপ্নাদেশ দেন বড় মন্দির গড়ে পুজোর ব্যবস্থা করতে। স্বপ্নাদেশ পেয়ে মায়ের পুজোর জন্য জমি দান করেন বর্ধমানের রাজা। ডাকাত ও মা সারদাকে নিয়ে যে কাহিনী মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেটা সকলের জানা। কালের গ্রাসে অনেক কিছু হারিয়ে গেলেও পুকুর নিয়ে পাঁচ বিঘে জমিতে রয়েছে মায়ের মন্দির। আজও এই প্রতিমার কোনও পরিবর্তন করা হয় নি। চারবছর পর পর নবলেবর হয়। তখন হয় মায়ের মূর্তির সংস্কার। সারা বছর তামার ঘটের জল বদলানো হয় না। এখানে ডাকাত কালীর মন্দির থাকায় সিঙ্গুরের মল্লিকপুর, জামিনবেড়িয়া ও পুরুষোত্তমপুরে কোনও বারোয়ারি বা বাড়িতে কালীপুজো হয় না। কালীপুজো উপলক্ষে জমজমাট মেলা বসে মন্দির চত্বরে।

ভীনরাজ্যে পাড়ি দেয় বাংলার প্রদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের দাপাদাপিতেও ইলেকট্রিক আলোর দাপাদাপি বেড়ে গিয়েছে কয়েকগুণ।তবে ইলেকট্রিক আলো থাকলেও সচল রয়েছে মাটির প্রদীপ। বেড়েছে চাহিদা। বারোমাস মাটির প্রদীপের চাহিদা তুঙ্গে। এমনকী বাংলায় তৈরি মাটির প্রদীপ দিল্লী, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, বিহারর, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্য আধিপত্য বিস্তার করেছে। কালীপুজো এবং দেওয়ালিতে আলোর রোশনাই দেখা যায়। তবে মাটির প্রদীপের কদর ১২ মাস। এমনকি মাটির প্রদীপের চাহিদা মেটাতে রাতদিন সমান ভাবে কাজ করতে হয়।

উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা সিয়ারাম প্রজাপতি। গত প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ক্যানিংয়ে চলে এসেছিলেন। শুরু করেছিলেন মাটির জিনিসপত্র তৈরি করার কাজ। ক্যানিংয়ের বুকে সর্বপ্রথম কুমোর কারখানা খুলে মাটির জিনিস তৈরি করে সাপ্লাই দিতে শুরু করেন। বর্তমানে সেই কারখানার আয়তন যেমন বেড়েছে, তেমনই কর্মীর সংখ্যাও বেড়েছে।

কারখানার এক মহিলা কর্মচারী লক্ষ্মী প্রজাপতি জানিয়েছেন, মাটির দাম কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। বেড়েছে শ্রমিকদের রোজ। ফলে মাটির জিনিসপত্র সহ মাটির প্রদীপের বিশাল চাহিদা থাকলেও মুনাফা রয়েছে বিগতদিনের ন্যায় একই।

আকালীপুরের গুহ্যকালী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় একাধিক কালীক্ষেত্র আছে। কিন্তু রামপুরহাট থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরত্বে ভদ্রপুর এলাকার আকালীপুরের গুহ্যকালী মন্দির অনেকের কাছেই অজানা এক কালীক্ষেত্র। এই কালিমন্দির ৩০০ বছরের প্রাচীন। বিশাল মাঠের মধ্যে বটবৃক্ষের নীচে পোড়া মাটির ছোটো ইঁটের সুবিশাল মন্দিরে শোভা পাচ্ছে আকালীপুরের গুহ্য কালী। অনেকে সূর্যকালীও বলে। দ্বিভূজা, সর্পভূষিতা, খড়্গহস্ত কালীপ্রতিমাকে দেখলে শিহরিত হতে হয়। পদতলে শিব নেই। ১৭৭৫ সালে মহারাজ নন্দকুমারের ছেলে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তারিখটি ছিল ১৫ জুলাই। কিন্তু জানা যায় এই কালী প্রতিমা নন্দকুমার বা তাঁর ছেলে তৈরি করেন নি। মগধরাজ জরাসন্ধ এই প্রতিমা তৈরি করেছিলেন। তারপর বিভিন্ন রাজার হাতে পূজিত হতে থাকে। অতঃপর কাশীরাজ চৈত সিং–এর রাজ্যের এক কৃষক তার জমিতে ওই প্রতিমাকে খুঁজে পান। চৈত

সিং ওই প্রতিমা এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হন। সেই সময় লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ওই মূর্তিটির কথা জানতে পেরে কালী প্রতিমাটিকে লণ্ডনের মিউজিয়ামে নিয়ে যেতে চান। এই খবর পেয়ে চৈত সিং মূর্তিটিকে গঙ্গাবক্ষে লুকিয়ে রাখেন। সেই মূর্তিটি ব্রাহ্মণী নদী যেটি আকালীপুরের গুহ্য মন্দিরের পাশে প্রবাহিত, সেখান থেকে উদ্ধার করেন মহারাজ নন্দকুমার। এবং সেই মূর্তিটিকেই রটন্তি কালী পূজার দিন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে স্থাপন করেন। মন্দিরের সামনেই বয়ে চলেছে ব্রাহ্মণী নদী। বিশাল একটি বটবৃক্ষ শোভা পাচ্ছে, কোনটা আসল কাণ্ড তা বোঝা শক্ত। আছে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন। প্রতিদিন মায়ের নিত্য পূজা হয়। সব কালী মন্দিরে কালী পূজার অমাবস্যার দিন ধূমধাম করে পুজা হলেও এখানে ঐ দিন মায়ের নিত্যপূজা ছাড়া আর কিছু হয় না। সন্ধ্যের পর মাকে শয়নে পাঠানো হয়। লোকের বিশ্বাস ঐ দিন মা গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে নৈশলীলায় বের হন। তাই সন্ধ্যের পর মন্দিরের দরজা খোলা থাকে। দুর্গাপূজার পর চতুর্দশীর দিন পৌষ সংক্রান্তির দিন এবং রটন্তি কালীপূজার দিন এখানে বিশেষ পূজার আয়োজন হয়। থাকে অন্নভোগের ব্যবস্থা। যদিও প্রতিদিনই দুপুরে মায়ের ভোগ ভক্তরা পেতে পারেন। মন্দিরে দুপুরে ১২টার আগে কুপন সংগ্রহ করতে হবে। লোকজনের বিশ্বাস মায়ের কাছে মানত করলে মা গুহ্যকালী মনোস্কামনা পূর্ণ করবেনই করবেন। রামপুরহাট স্টেশনে নেমে অটো বা টোটো করে আকালীপুর আসা যায়।

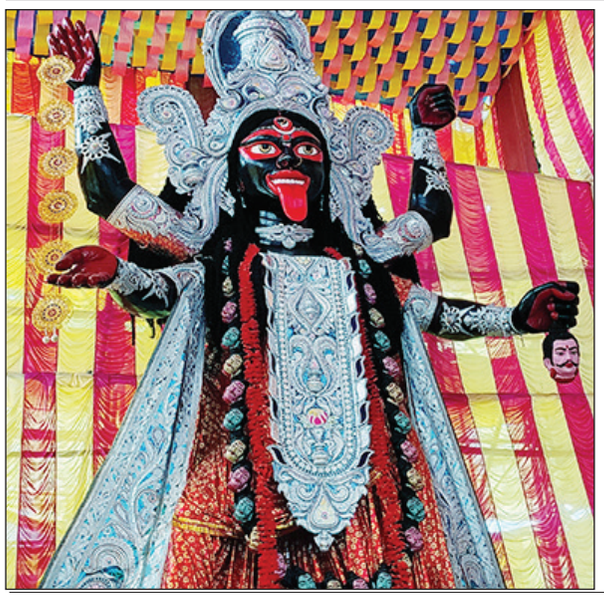

জেলায় সেরা চমক ক্যানিংয়ের ৪১ ফুটের 'বড়মা'

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালীপুজোয় বৃহৎ কালীপ্রতিমা গড়ে ধারাবাহিকভাবে ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনী যুবকবৃন্দ। এই পুজো এবার দশম বর্ষে পদার্পণ করল। বিগত ৬ বছর আগে কলকাতায় ৮৮ ফুট দুর্গাপ্রতিমা যাঁরা দর্শন করতে পারেননি তাঁদের বেশির ভাগ দর্শনার্থী ক্যানিং মহকুমার রায়বাঘিনী যুবক বৃন্দের ৪১ ফুট কালী(বড়মা) প্রতিমা দর্শন করতে হাজির হয়েছিলেন মন্ডপে। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসায় প্রশংসিত হয়ে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সম্মানপত্রও পেয়েছিলেন এরা।

এবার দীর্ঘ প্রায় ৪০ দিন ধরে দশম বর্ষে রায়বাঘিনী যুবক সংঘের পুজো মন্ডপ দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি করছেন ক্যানিংয়ের মা শ্যামা ডেকরেটর। আবার দীর্ঘ প্রায় ১৮০ দিন ধরে বৃহৎ প্রতিমা (বড় মা) গড়েছেন কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী তপন হালদার।

পুজো কমিটির সভাপতি মলয় দাস জানান, 'মায়ের অংশভূতা নারী সমাজের প্রতি অপমান,লাঞ্ছনা,অবহেলা,অবসানকল্পে এবং নারী জাতির তাঁদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাফল্য ও অবদানের স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে যথাযোগ্য সম্মান,মর্যাদা ও সহানুভূতি জানানোর উদ্দেশ্যে সাম্য মৈত্রী, সৌভ্রাতৃত্ব ও শান্তির বাণী ঘোষণার মধ্যদিয়ে আমাদের এই আরাধনা।'

পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য জগদীশ সাঁফুই বলেন 'বড়মা'য়ের আরাধনাকে কেন্দ্র করে রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুল মাঠে ১০ দিনের মহামানবের মিলনমেলা প্রাঙ্গনে থাকছে নানান আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,সমাজসেবামূলক কাজ।' পুজো কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত ঘোড়ুই বলেন, 'আমাদের পুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। ১০ দিনের মহামানব মিলন মেলার জন্য কঠোর নিরাপত্তা সহ মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তার জন্য মাঠের চারিদিকে নজরদারীর জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা থাকছে। এছাড়াও ক্যানিং মহকুমা তথা জেলায় এমন বৃহৎ কালীপুজো সমগ্র রাজ্যবাসীর নজর কাড়বে এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।'

বাঘের হাত থেকে বাঁচতে গভীর জঙ্গলে শুরু হয়েছিল কালীপুজো

অরিজিৎ মন্ডল, গঙ্গাসাগর: বাঘের হাত থেকে বাঁচতেই আনুমানিক ৩০০ থেকে ৪০০ বছর আগে শুরু হয়েছিল এই কালী পুজো। এখনো রীতি মেনেই হয় এই পুজো।ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় গজিয়ে উঠেছিল একটি দ্বীপ। বর্তমানে সেই দ্বীপের নাম সাগরদ্বীপ। আজ থেকে প্রায় ৪০০/৫০০ বছর আগে এই দ্বীপ গড়ে উঠেছিল। তৎকালীন সময়ে এই দ্বীপ ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। রোজি রুটির টানে সুন্দরবনের উপকূল তীরবর্তী এলাকার মানুষজনেরা এই দ্বীপে এসে সুন্দরবনের কাঠ ও মধু সংগ্রহ করত। সেই সময় এই দ্বীপের এত আধুনিকরণ হয়নি। তৎকালীন সময়ে জঙ্গলের হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে একটি বটবৃক্ষের তলায় পূজা অর্চনা করে জঙ্গলে যেতো এলাকাবাসীরা। জঙ্গলের এই নিয়ম দীর্ঘ কাল ধরে চলে আসছে। এই বটবৃক্ষের তলায় পুজো অর্চনা দেওয়ার পর থেকে হিংস্র জীবজন্তুদের আক্রমণে প্রাণ হারানোর সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছিল বিশ্বাস দ্বীপের মানুষের। এরপর বেশ কয়েকজন জঙ্গল পরিষ্কার করে এই সাগরদ্বীপেই বসবাস শুরু করে। তৈরি হয় মন্দির। সেই অলৌকিক মন্দির রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের ধসপাড়া এলাকায়। এলাকায় আদি কালীমন্দির নামে পরিচিত। কথিত আছে সাগরদ্বীপের এক বাসিন্দা, নিরঞ্জন পাত্র স্বপ্নাদেশ পেয়ে ঘন

জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দির তৈরি করে দেবী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকে ওই মন্দিরে কালী পূজা হয়ে আসছে। এই জাগ্রত কালী মন্দিরে নিজেদের মনস্কামনা জানাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ ছুটে আসেন পুজো দিতে। প্রতিবছর কালীপুজোর দিন জাঁকজমকের সাথে গঙ্গাসাগরে আদি কালীমন্দিরে পূজিত হয় মা কালী। প্রতিদিনই এই মন্দিরে নিত্য পুজোর ব্যবস্থা রয়েছে এছাড়াও প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার ও শনিবার বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। এই মন্দিরের প্রধান সেবায়েত প্রকাশ পন্ডা তিনি বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষ এই মন্দিরে মায়ের সেবা করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। মা করুণাময়ী সবাইয়ের মনো বাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

মৃন্ময়ী থেকে মা হয়ে উঠছেন চিন্ময়ী। ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্তী

আঁতস কাঁচে

বাংলা চতুর্থ

জাতীয় গেমসে চতুর্থ স্থানে শেষ করল বাংলা মহিলা ফুটবল দল। রবিবার গোয়ায় তৃতীয় স্থান নির্ধারক ম্যাচে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ০-১ গোলে পরাজিত হল বাংলার মেয়েরা। কোচ দীপঙ্কর বিশ্বাস জানান, দলের একাধিক খেলোয়াড় চোটের জন্য প্রথমার্ধে খেলোয়াড় পরিবর্তন করতে হয়। তবে এই প্রতিযোগিতায় বাংলার মেয়েরা ভালো খেলায় তাঁদের মনোবল যথেষ্ট বাড়বে। তাঁর পাখির চোখ এখন মহিলা জাতীয় ফুটবলে।

মহমেডানের ড্র

চলতি মরসুমের আই লিগের শুরুটা খুব ভালোভাবেই করেছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথম ম্যাচেই আইজল এফসির বিরুদ্ধে জয় তুলে নিয়েছিল তারা। তবে প্রথম ম্যাচে জয় পেলেও দ্বিতীয় ম্যাচে আটকে গেল সাদা-কালো ব্রিগেড। শিলং লাজংয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে শুক্রবার প্রথমেই পিছিয়ে পড়ে মহমেডান স্পোর্টিং। তবে পরবর্তীতে কামব্যাক করে ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করেই মাঠ ছেড়েছে তারা।

ছাঁটাই সাজি

বরখাস্ত করা হল ফেডারেশনের সচিব সাজি প্রভাকরণকে। চিঠি দিয়ে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়। কোনও সচিব নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব সামলাবেন ফেডারেশনের সহ সচিব সত্যনারায়ণ। এক বছর আগেই নতুন কমিটি গঠন হয়েছে। ঘটা করে সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছিল সাজিকে। কিন্তু তাঁর ব্যবহার, কাজকর্মে খুশি ছিলেন না ফেডারেশনের বাকি কর্তারা।

ইতিহাস বৈশালীর

ইতিহাস গড়লেন ভারতের আর বৈশালী। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে ফিডে মহিলা গ্র্যান্ড সুইস দাবায় খেতাব জিতলেন তিনি। এরই পাশাপশি তিনি জায়গা করে নিলেন আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে চলা ক্যান্ডিডেটস ইভেন্টে। চলতি গ্র্যান্ড সুইস দাবায় ফাইনাল ম্যাচে ব্যাটখুয়াগ মুনগুনতুলের বিরুদ্ধে ড্র করেন বৈশালী। বৈশালীর ভাই প্রজ্ঞানন্দ কিছুদিন আগেই ফিডে বিশ্বকাপে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে ক্যান্ডিডেটস ইভেন্টে জায়গা করে নিয়েছিলেন। এবার তাঁর দিদিও ইতিহাস গড়লেন দেশের হয়ে।

সোনার ব্যাট

রেকর্ড জয়ের পর ইডেনে সংক্ষিপ্ত জন্মদিন পালন বিরাট কোহলির। ম্যাচ শেষে ভারতীয় ড্রেসিংরুমের বাইরে সেই স্মারক কোহলির হাতে তুলে দেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলি। ছিলেন সচিব নরেশ ওঝাও। সোনায় মোড়া ব্যাটে লেখা, 'হ্যাপি বার্থডে বিরাট।' ব্যাটের গায়ে খোদাই করে লেখা, 'তুমি দায়বদ্ধতার প্রকৃত উদাহরণ। বয়স যে শুধুই সংখ্যা মাত্র, তার প্রমাণ তুমি।' এছাড়াও সিএবির উপহার দেওয়া একটি জায়ান্ট কেক কাটেন কোহলি। ডার্ক চকোলেট কেকের ওপরে বিরাটের মূর্তি।

বাবরের শেরওয়ানি

খেলার পাশাপাশি ভারতে বিয়ের কেনাকাটাও সেরে ফেলছেন পাক অধিনায়ক বাবর আজম। বিখ্যাত ড্রেস ডিজাইনার সব্যাসাচী সরকারের সঙ্গেও নাকি যোগাযোগ করে ফেলেছেন। সব্যসাচীর থেকেই নাকি বাবর বিয়ের শেরওয়ানিও পছন্দ করে কিনেছেন। যার দাম নাকি ৭ লাখ টাকা। বলিউড সহ গোটা দেশের সেলেবদের পোশাকের ডিজাইন তৈরির দায়িত্বই পড়ে সব্যাসাচী সরকারের ওপর। তার কাছেই শেরওয়ানি পছন্দ করেন বাবর। শুধু তাই নয়, কলকাতাতেই নাকি হোটেলে বসে বিয়ের জুয়েলারি, গয়নাও পছন্দ করে কিনে ফেলেন বাবর।

ম্যাক্সওয়েলের ২০১-এ কি ম্লান কপিলের ১৭৫

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটা ইনিংস। অবিশ্বাস্য সে ইনিংস। বিধ্বংসী। পাগলাটে। অতিমানবীয়। ভাগ্যের সাহায্য পেলেও দুঃসাহসিক ইনিংস। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম সাক্ষী থাকল ম্যাক্সওয়েল ঝড়ের। অসহনীয় ব্যথা নিয়েই অসম্ভব এক জয় এনে দিয়েছেন তিনি অসিদের। ১২৮ বলে ২১ চার ও ১০ ছক্কায় ২০১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ম্যাক্সওয়েল। যে ইনিংস তাঁকে অমরত্বই এনে দিল। তাতেই লণ্ডভণ্ড একদিনের ক্রিকেট ও বিশ্বকাপের ইতিহাসের একের পর এক রেকর্ড।

১৯৮৩তে ভারত ১৭/৫ যখন ছিল, তখন অবিশ্বাস্য ১৩৮ বলে ১৭৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন কপিলদেব। বিশ্বকাপের মঞ্চে সেই দিন বিপক্ষে ছিল জিম্বাবোয়ে। কপিল ১৬টি বাউন্ডারি এবং ৬ ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। কপিলের এই ইনিংসের দৌলতে ভারতীয় ক্রিকেট দল নির্ধারিত ৬০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৬৬ রান করেছিল। ৩১ রানে জয় পেয়েছিল ভারত। বল হাতে ১ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হন কপিল। তাও যেন এদিন ছাপিয়ে গেলেন ম্যাক্সওয়েল। অস্ট্রেলিয়া ৯১/৭ থেকে অবিশ্বাস্যভাবেই ডবল সেঞ্চুরিতে ম্যাচ জেতালেন ম্যাক্সওয়েল।

ম্যাক্সওয়েলের ইনিংসটির আগে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটারদের ওয়ানডেতে ডবল সেঞ্চুরি করার নজির ছিল না। আগের সর্বোচ্চ ইনিংস ছিল শেন ওয়াটসনের অপরাজিত ১৮৫। এই বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম ডবল সেঞ্চুরিয়ন হলেন তিনিই। শুধু কী তাই! বিশ্বকাপ ইতিহাসে ম্যাক্সওয়েলের ইনিংসটিই সবচেয়ে দ্রুততম ডবল সেঞ্চুরি। এর আগে ২০১৫ বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে ১৩৮ বলে ডবল সেঞ্চুরি করেছিলেন ক্রিস গেইল। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের এই ইনিংস ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বোচ্চ স্কোর। এছাড়াও ষষ্ঠ স্থানে ব্যাট নেমে যেকোন ব্যাটারের পক্ষেই সর্বোচ্চ স্কোরের ঘটনা এটা। তিনি পেছনে ফেললেন ১৯৮৩ বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে ভারত অধিনায়ক কপিল দেবের অপরাজিত ১৭৫ রানকে।

এছাড়া অষ্টম উইকেটে সর্বোচ্চ পার্টনারশিপের ঘটনাও এটা। ম্যাক্সওয়েল ও কামিন্সের ২০১ রানের জুটি হয়। ২০০৬ সালে কেপ টাউনে ভারতের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার জাস্টিন কেম্প ও অ্যান্ড্রু হলের ১৩৮ রানের জুটি ছিল আগের রেকর্ড।

ওয়ানডে ইতিহাসে রান তাড়ায় কোনো ব্যাটারের প্রথম ডবল সেঞ্চুরি এটা। ওপেনার না হয়েও একমাত্র ডবল সেঞ্চুরিয়ন তিনিই। পরে ব্যাট করে আগের সর্বোচ্চ ছিল ফখর জামানের ১৯৩, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২০২১ সালে। ওডিআইতে ছক্কা হাঁকিয়ে ডবল সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব ভাগ করলেন রোহিত শর্মা, শুভমন গিলের সঙ্গে। ম্যাচ শেষে নিজের ভাগ্যকেই কৃতজ্ঞতা জানান ম্যাক্সওয়েল।

'সৌভাগ্যবশত শেষ পর্যন্ত থাকতে পেরেছি। ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করেছি এবং নিজেদের ব্যাটিং পরিকল্পনায় থেকে ম্যাচটা জেতার চেষ্টা করেছি...এর আগে এমন ইনিংস খেলার সুযোগ পেলেও পুরোটা সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। তা করতে পেরে খুব ভালো লাগছে।' শুধু তিনি একাই রেকর্ড করেননি। অস্ট্রেলিয়ারও রেকর্ড হয়েছে। এই মাঠে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ড এটা। ২০১৭ সালে ভারতের বিপক্ষে এখানে ২৮১ রানের লক্ষ্য তাড়ায় জিতেছিল নিউজিল্যান্ড। বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ডও এটাই। আগের রেকর্ডও ছিল ভারতের মাটিতে। ১৯৯৬ বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে চেন্নাইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২৮৭ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ৬ উইকেটে জিতেছিল তারা।

ইগর স্টিম্যাচের জাতীয় দলে মাত্র ১ বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি: নতুন বছরের শুরুতেই এএফসি এশিয়ান কাপের ম্যাচ খেলতে নামবে ভারতীয় ফুটবল দল। এই মুহূর্তে সুনীল ছেত্রীদের প্রধান টার্গেট সেই দিকেই। তবে তার আগে বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব ও এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ খেলতে হবে ভারতকে। আর সেই টুর্নামেন্টের জন্য জন্য ২৮ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করলেন দলের হেড কোচ ইগর স্টিম্যাচ। তবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এটাই যে এই সিনিয়র এবং জুনিয়রদের দবে জায়গা পেয়েছে মাত্র একটি বাঙালি ফুটবলার। তিনি প্রীতম কোটাল বা রহিম আলি নন। তিনি হলেন মোহনবাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু। যদিও এই দলে বাঙালি না থাকলেও, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত ফুটবলাররা সুযোগ পেয়েছেন ভারতীয় দলে। জানা গিয়েছে, ১৯ নভেম্বর প্রথম ম্যাচ কুয়েত সিটির জাবের আল-আহমাদ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ভারত খেলতে নামবে কুয়েতের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তী ম্যাচ, ২১ নভেম্বর ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে কাতারের মুখোমুখি হবে তারা। যদিও ৮ নভেম্বর, ভারতীয় দল দুবাই পৌঁছবে অনুশীলনের জন্য। উল্লেখ্য, ডিফেন্ডার শুভাশিস বসু মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বর্তমান অধিনায়ক। তিনি ১৩ অগস্ট ২০২০ সালে এটিকে মোহনবাগানের সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। এর আগে 'আইএসএল'য়ে তিনি পুণে বেঙ্গালুরু ও মুম্বাইয়ের হয়েও খেলেছিলেন।

ইডেনেই বিরাট সেঞ্চুরিতে ক্রিকেট ঈশ্বরকে ছুঁলেন কোহলি, অভিনন্দন সচিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুনীল গাভাসকর বলেছিলেন, জন্মদিনেই ইডেনে সেঞ্চুরির ইনিংস খেলবেন বিরাট কোহলি। সেই ভবিষ্যদ্বাণী মিলিয়েই বিরাট কানায় কানায় ভরতি ইডেনের দর্শকদের উপহার দিলেন সেঞ্চুরি। গাভাসকর ৫০তম সেঞ্চুরিটা চেয়েছিলেন। তা হয়নি ঠিকই, যা পেল ইডেনের দর্শকরা তাও কম কী! নিজের ৩৫তম জন্মদিনে তো নিজেকে ক্রিকেট ইতিহাসেরই অংশ করে ফেললেন বিরাট কোহলি। যা দেখে উদ্বেল ইডেনের নীল জনসমুদ্র। এ তো স্রেফ একটা সেঞ্চুরির সংখ্যা বেড়ে যাওয়া নয়, ক্রিকেটের নন্দনকানন সাক্ষী থাকল অনন্য এক রেকর্ডের। যে রেকর্ড আবার কে কবে করবেন তা

ভবিষ্যতেরও অজানা। ইডেনেই এই সেঞ্চুরিতে ক্রিকেট ঈশ্বরের সর্বাধিক ওয়ান ডে সেঞ্চুরির রেকর্ড স্পর্শ করেন বিরাট। ইতিহাসের রেকর্ডবুকে এখন সর্বাধিক ৪৯ সেঞ্চুরির যুগ্মমালিক সচিন তেন্ডুলকর ও বিরাট কোহলি। যা অবশ্য আর কিছুদিনের মধ্যেই বিরাট ভেঙে ফেলবেন বলে বিশ্বাস করেন স্বয়ং সচিন। তা নিয়ে মজাও করেন। এদিন বিরাটকে রেকর্ড ছোঁয়ার অভিনন্দন জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় সচিন লেখেন, দারুণ খেলেছেন বিরাট। এই বছরের শুরুতে ৪৯ থেকে ৫০-এ যেতে আমার ৩৬৫দিন লেগেছে। আশা করি আপনি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমার রেকর্ড ভেঙে ৪৯ থেকে ৫০-এ পৌঁছে যাবেন। অভিনন্দন!!'

গত ১৯ অক্টোবর পুনেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১০৩ রানের ইনিংস খেলার পর থেকেই সচিনকে ছোঁয়ার অপেক্ষায় ছিলেন কোহলি। এরপর নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত পারেননি, কিউয়িদের বিপক্ষে ফেরেন ৯৫ রান করে, লঙ্কানদের বিপক্ষে থামেন ৮২ রানে। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেই স্বপ্নসফল করলেন কোহলি। ৪৯টি সেঞ্চুরি করতে সচিনকে খেলতে হয়েছে ৪৫২টি ইনিংস। তবে কোহলি এই মাইলফলক ছুঁয়েছেন মাত্র ২৭৭ ইনিংসে। আর ১ সেঞ্চুরি করলেই এককভাবে এই রেকর্ডের অধিকারী যেমন হবেন, তেমনই সেঞ্চুরির হাফসেঞ্চুরিও হয়ে যাবে তাঁর। এই বিশ্বকাপে যে ফর্মে রয়েছেন তাতে তা গড়াও যেন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

৪৯তম ওভারের তৃতীয় বলে কাগিসো রাবাদার বলে সিঙ্গেল নিয়ে ১০০-তে পৌঁছোন তিনি। তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ করতে খেলেছেন ১১৯ বল। যা ওয়ানডেতে তার সবচেয়ে বেশি বলে সেঞ্চুরি। ২০১৫ সালে অ্যাডিলেডে পাক-ই-স্তানের বিপক্ষে, ২০১৮ সালে কেপ টাউনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেও তিন অঙ্ক ছুঁতে ১১৯ বল লেগেছিল। শেষপর্যন্ত ১২১ বলে ১০১ রানে অপরাজিত থাকেন। এরমধ্যে ১০ চার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এটা কোহলির পঞ্চম সেঞ্চুরি, প্রোটিয়াদের বিপক্ষে তেন্ডুলকর ও ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে যৌথভাবে যা সর্বোচ্চ। তিন সংস্করণ মিলিয়ে এটা কোহলির ৭৯তম সেঞ্চুরি। ৩৫ বছর বয়সে ওয়ানডে ফরম্যাটে সচিন করেছিলেন ১৬৩৬১ রান। কোহলির ব্যাটে এসেছে ১৩,৫২৫ রান। ৩৫-এর সচিনের গড় ছিল ৪৪.৩৩। সেখানে কোহলির ৫৮.০৪। এদিন আরও একটা জায়গায় সচিনকে ছুঁলেন তিনি। দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ভারতের মাটিতে ওয়ানডেতে ৬ হাজার রানের মাইলফলকও স্পর্শ করেন কোহলি। প্রথমজন সচিনই (৬ হাজার ৯৭৬)। তাঁর অনবদ্য ইনিংসের শেষে কোহলি বলেন, আমাকে খেলার ও দলের সাফল্যে অবদান রাখার সুযোগ দেওয়ায় স্রষ্ঠার প্রতি কৃতজ্ঞ। এমন বড় একটা ভেন্যুতে প্রচুর দর্শকের সামনে জন্মদিনে সেঞ্চুরি করতে পারাটাও দারুণ ব্যাপার।'

দলের সঙ্গেই আছি : হার্দিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: হার্দিকের বিশ্বকাপ স্বপ্ন শেষ। প্রথমটায় চোট খুব একটা গুরুতর নয় শোনা গেলেও বাস্তবে অন্য ঘটনাই বোঝা যায়। সেই চোট সারিয়ে সময়মতো সেরে উঠতে পারেননি পান্ডিয়া। দলে এসেছে তাঁর পরিবর্তে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা। এখনও পর্যন্ত ১৭ ওয়ানডে খেলে তার ঝুলিতে আছে ২৯ উইকেট। বিশ্বকাপের টেকনিক্যাল কমিটি ভারতীয় দলে তাঁর অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন দিয়েছে। এভাবে বিশ্বকাপের মাঝপথ থেকে ছিটকে যাওয়ায় হতাশ হার্দিক। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে বোলিং করার সময় চোট পান তিনি। হার্দিক লিখেছেন, 'বিশ্বকাপের বাকি অংশ থেকে ছিটকে যাওয়া মেনে নিতে পারছি না। আমি দলের সঙ্গেই আছি। প্রত্যেক ম্যাচে, প্রতিটি বলে আমি দলকে উৎসাহ দেব।'

কলকাতা লিগ শেষ কবে হবে কেউ জানে না

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা লিগে চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ হয়ে গেছে অনেক আগেই। তবু লিগ শেষ হওয়ার নাম নেই। পরিস্থিতি এমন হয়েছে লিগ করানো নিয়ে খাবি খেতে হচ্ছে আইএফএকে। চলতি মরসুমের কলকাতা লিগে অংশগ্রহণ করা বড় দলগুলো অন্যান্য আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় ফুটবল নিয়ে ব্যস্ত। এই আবহে কলকাতা লিগ খেলতে তাদেরও অসুবিধা হচ্ছে। প্রধান সমস্যা হয়েছে ফুটবলার পাওয়া যাচ্ছে না। এই কারণেই ডায়মন্ড হারবার এবং মোহনবাগানের মধ্যে কলকাতার লিগের ম্যাচ স্থগিত করতে হল বঙ্গ ফুটবল ফেডারেশনকে। মূলত মোহনবাগানের ফুটবলার সমস্যার কারণে এই ম্যাচ স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। সবুজ মেরুন ব্রিগেডের প্রধান কোচ জুয়ান ফেরান্দ এই ম্যাচের জন্য কলকাতা লিগ খেলা ৭ জন জুনিয়র ফুটবলারকে সিনিয়র দলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তার ফলেই কলকাতা লিগের ম্যাচ খেলার জন্য ফুটবলারদের পাচ্ছে না মোহনবাগান শিবির। অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবার শিবিরে তরফ থেকে কোনও সমস্যা নেই। তাদের জন্য পালতোলা নৌকা শিবিরের সঙ্গে ম্যাচ নিয়মরক্ষার হলেও এই ম্যাচ খেলতে রাজি ছিল তারা। কিন্তু তা না হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছে এই দল। মোহনবাগানের তরফ থেকে বলা হয়েছে ফুটবলার কম থাকাতেই তারা দল নামাতে পারছে না। তাদের দাবি ফুটবলার কম হলে কী করে ম্যাচ খেলবে তারা। একই ৭জন ফুটবলারকে সিনিয়র দলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে অন্যদিকে ফারদিন আলি মোল্লার জ্বর। ৮ জন রিজার্ভ দলের ফুটবলার নেই। তাই শনিবারের ম্যাচ খেলা সম্ভব নয়। তবে এর পরের ম্যাচগুলো তারা যে খেলবে তা জানিয়েছে। ডায়মন্ড হারবার শিবির আইএসএল চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে না পারার ফলে কোচ কিবু ভিকুনাকে নিয়ে তৃতীয় ডিভিশনের আই লিগ খেলার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। কলকাতা লিগের এইরকম পরিস্থিতিতে কীভাবে শেষ হবে তা নিয়ে দোলাচল দেখা দিয়েছে ফুটবল প্রশাসনিক মহলে। এই নিয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন, গোটা নভেম্বর মাস পড়ে রয়েছে সামনে এই মাসের মধ্যেই তারা ঠিক কলকাতা লিগের সব ম্যাচ করতে পারবেন বলে আশাবাদী।

কলকাতায় এসে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে তৃপ্ত প্রীতম কোটাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠে আবার ব্যর্থতার অন্ধকারে ডুবল ইস্টবেঙ্গল এফসি। যুবভারতীতে তারা হেরে গেল কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি'র কাছে। তাতে ইস্টবেঙ্গল তাদের তৃতীয় হারের পর নেমে গেল ১০ নম্বরে। এক গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় পেনাল্টি মিস করেন ব্রাজিলীয় তারকা ফরোয়ার্ড ক্লেটন সিলভা, তাতেই আর ম্যাচে ফেরা হয়নি। মরসুমে একমাত্র এই ম্যাচেই প্রথমার্ধে গোল করে ব্লাস্টার্স। সাসপেনশন ও চোট-আঘাতে জর্জরিত কেরালার দলটি ৩২ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় দাইসুকে সাকাইয়ের সুযোগসন্ধানী গোলে। ৮৮ মিনিটের মাথায় ব্যবধান বাড়িয়ে নেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকস। এই গোলের আগেই পেনাল্টি থেকে গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন যিনি, সেই ক্লেটন সিলভাই স্টপেজ টাইমের একেবারে শেষদিকে ফের পেনাল্টির সুযোগ কাজে লাগিয়ে একটি গোল শোধ করেন। আক্রমণে এদিন যতটা বিষহীন লেগেছে ইস্টবেঙ্গলকে, রক্ষণে তার চেয়ে বেশি দুর্বল মনে হয়েছে তাদের। ঘরের মাঠে, গ্যালারিতে যেখানে হাজার হাজার সমর্থকের উল্লাস, সেখানেও লাল-হলুদ ফুটবলারদের উজ্জীবিত হয়ে উঠতে না পারার কারণ এখনও অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য রয়ে গেল। আইএসএলে এই নিয়ে কলকাতায় ১৪টি ম্যাচ খেলল তারা। তার মধ্যে ৯টিতেই হারল। এখনো পর্যন্ত ঘরের মাঠে তারা মাত্র তিনবার জয় পেয়েছে। বাকি দু'বার ড্র হয়েছে। অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে জয়ের স্বাদ পেলেন প্রীতম কোটাল। এই মরসুম শুরুর আগে কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছিল তাঁর ঘরের মাঠ। এখন আর তা নেই। পেশাদার ফুটবলারদের জীবনে যা হয়ে থাকে। এক সময় যা থাকে তাদের ঘর, পরে সেই ঘরেই তারা হয়ে যান অতিথি। তেমন ভাবেই প্রীতম কোটাল তাঁর দীর্ঘদিনের ঘরের মাঠে খেলতে নেমেছিলেন অতিথি দলের অধিনায়ক হিসেবে। এই ম্যাচে যুবভারতীর মাঠে নামা প্রীতমের কাছে ছিল বিশেষ ব্যাপার। সেই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়ে বর্তমান ঘরে ফিরতে পেরেছেন তিনি। ইস্টবেঙ্গলকে ২-১-এ হারানোর পরে প্রীতম বলেন, 'বাইরের মাঠে গিয়ে জিতলে দারুন লাগে। বিশেষ করে নিজের ঘরের মাঠে। কলকাতায় ফিরে ইস্টবেঙ্গলের মতো দলকে হারিয়ে তিন পয়েন্ট অর্জন করাটা আমার কাছে দারুন ব্যাপার। আমরা খুশি। এখন আমাদর সামনে লম্বা ছুটি। এই ছুটিতে পরের ম্যাচের প্রস্তুতি নেব আমরা'। মোহনবাগান তথা বাংলার ফুটবলের সঙ্গে তাঁর এত বছরের আত্মীয়তা কাটিয়ে ভিনরাজ্যে যাওয়া। অনেকটা বাপের বাড়ি ছেড়ে মেয়ের শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার মতো। আবেগ ধরে রাখা কঠিন। বুকের ভিতরের কষ্ট বাধ মানতে চায় না। মাঝে মাঝে হয়তো ভিজে আসে চোখের কোণ। সবার সামনে সংযত থাকতে হয়। এটাই পেশাদার ফুটবলারের জীবন। মানিয়ে তো নিয়েছেনই। বরং দলের জুনিয়র খেলোয়াড়দের কাছে তিনি এখন কার্যত অবিভাবকও হয়ে উঠেছেন। বলেন, 'আমার এই ভূমিকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা নিজেদের মধ্যে প্রচুর কথা বলি। শুধু ম্যাচে নয়, অনুশীলনেও'।

বসুন্ধরার কাছে হেরে চাপে ফেরান্দো ব্রিগেড

নিজস্ব প্রতিনিধি: এএফসি কাপের গ্রুপ পর্বের লড়াই কঠিন হয়ে উঠল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে। মঙ্গলবার ঢাকায় তারা গ্রুপ পর্বের চতুর্থ ম্যাচে হার মানল বসুন্ধরা কিংসের কাছে। এ দিন ২-১-এ জেতে বাংলাদেশের সেরা ফুটবল ক্লাব। লিস্টন কোলাসোর ১৭ মিনিটের গোলে মোহনবাগান এগিয়ে যাওয়ার পরেও ৪৪ মিনিটে মিগুয়েল ফিগুয়েরা ও ৮০ মিনিটে রোবিনহোর গোলে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলাদেশের দল। এ জয়ের ফলে দুই দলেরই পয়েন্ট সমান (৭) হয়ে গেল। তবে তাদের দুই মোকাবিলায় মোহনবাগান কোনও জয় না পাওয়ায় বসুন্ধরা লিগ টেবলের এক নম্বরে উঠে গেল। মলদ্বীপে এ দিন অন্য ম্যাচে ওড়িশা এফসি দু'গোলে পিছিয়ে থাকার পরও মাজিয়া এসআরসি-র বিরুদ্ধে ৩-২-এ জেতায় ছ'পয়েন্ট পেয়ে 'ডি' গ্রুপের তিন নম্বরে উঠে এল। প্রথম দুই দলের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে তারা। ২৭ নভেম্বর তারা কলকাতায় খেলবে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে এবং বসুন্ধরা ঘরের মাঠে খেলবে মাজিয়ার বিরুদ্ধে। এর পরেও মোহনবাগানের ম্যাচ বাকি থাকবে মাজিয়ার বিরুদ্ধে মালে-তে ও ওড়িশা ঘরের মাঠে খেলবে বসুন্ধরার বিরুদ্ধে। দক্ষিণ এশিয়ার তিন দলের কাছেই বাকি দুই রাউন্ডের খেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। গত মরশুমের এএফসি কাপে ইন্টারজোনাল সেমিফাইনালে কুয়ালা লামপুর এফসি-র কাছে হারের পর এ মরশুমে এই প্রথম এই টুর্নামেন্টে হার মানল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকার বসুন্ধরা ফুটবল এরিনায় রীতিমতো হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় দুই দলের মধ্যে। কিন্তু মোহনবাগান এসজি তাদের সেরা পারফরম্যান্স দিতে পারেনি।

জাতীয় অ্যাথলেটিক্সে হার্ডলস টপকে জোড়া পদক জিরাটের রেলের কর্মী মৌমিতার

মলয় সুর : হুগলির জিরাটের মেয়ে মৌমিতা মণ্ডল চণ্ডীগড় অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে চণ্ডীগড় স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনূর্দ্ধ ২৩তম জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় মৌমিতা ১০০ মিটার হার্ডলসে চ্যাম্পিয়ন হন। তার সময় ১৩.৬ মিনিট। এই সোনার পদক জয়ে সে পরাজিত করে মহারাষ্ট্রের প্রাঞ্জলি দিলীপ পাতিলতে। আর লং জাম্পে কেরলের প্রভা ভাটী পিএস-এর কাছে হেরে ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

বলাগড় ব্লকের জিরাটের নটুপাড়ায় মৌমিতাদের বাড়ি। মা-বাবা-দিদিকে নিয়ে সংসার। বাবা সুভাষ চন্দ্র মণ্ডলের জিরাট স্টেশনের লাগোয়া চায়ের দোকান রয়েছে। আগে দৌড়ানোর উপযোগী ভাল জুতো ছিল না মৌমিতার। সস্তার জুতো পরেই তিনি দারিদ্রতাকে পিছনে ফেলে ছিটকে বেরিয়েছেন বারে বারে। রাজ্যস্তরে প্রচুর মেডেল পেয়ে ঘরভর্তি করেছেন। জেদ তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এই পথে আসতে কম ঘাম ঝরাতে হয়নি এই বঙ্গকন্যাকে। লড়তে হয়েছে পরিবারের অভাবের সঙ্গেও। সেই হার্ডলসও টপকে গিয়েছেন। তারপর বিয়ে হয়ে জিরাটে চলে আসেন। তাঁর দিদি সঙ্গীতা ব্যান্ডেল আইটি আই-এ মেকানিক নিয়ে পাশ করেছেন। সে টিউশনি করে।

মৌমিতার দৌড়ের শুরুটা হয় ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকে। স্থানীয় পাটুলি বীণাপানি ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাবে প্রশিক্ষক অর্জুন সরকারের কাছে। ক্রীড়া সংঘটক পবন পণ্ডিত ভুল ত্রুটি শুধরে দিতেন তাঁকে। ২০১৭ সালে মাধ্যমিকের আগে শ্রীরামপুর স্পোর্টিং ক্লাবে শুভময় দাসের কাছে কাক ভোরে উঠে ডাউন কাটোয়া লোকাল করে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। তখন মূলত লং জাম্প এবং ট্রিপল জাম্প করতেন। তারপর শুভময়ের পরামর্শে হার্ডলসে চলে আসেন মৌমিতা। এরপর এই ইভেন্টেই সাফল্য আসতে থাকে। ২০১৮ সালে ৫ আগস্ট যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে বেঙ্গল অ্যাথলেটিক্স মিটে ১০০ মিটার হার্ডলস ও লং জাম্পে সোনার পদক অর্জন করেন। হার্ডলসে রেকর্ড গড়েন সময় ১৫.১ মিনিট। ২০২২ সালের ১০-১৪ জুন ওপেন সিনিয়র ন্যাশনালে চেন্নাইতে ১০০ মিটার হার্ডলসে সিলভার পান। গত বছর এপ্রিল মাসে সিনিয়র ফেডারেশন কাপে একই ইভেন্টে রুপো জেতেন ২১ বছর বয়সী এই অ্যাথলিট। ২০২০তে সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ব্রোঞ্জ জেতেন। আরও ভাল পারফরমেন্সের জন্য কঠিন পরিশ্রম করে নিজেকে নিঙরে দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই মৌমিতা চলতি বছরের মে মাসে পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনের হেড অফিস ফেয়ারলি প্লেসে-সি ক্যাটাগরি বিভাগে চাকরি পেয়েছেন। যদিও বর্তমানে সে মুম্বাইয়ে নীতা আম্বানির রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনে অনুশীলন করছেন। সেখানেই থাকছেন। এর আগে ওড়িশায় ছিলেন। ৩৭তম ওপেন ন্যাশনালে গোয়াতে অনুষ্ঠিত লংজাম্পে তৃতীয় হয়ে (৬.৪১ মিটার) ব্রোঞ্চ পদক অর্জন করেন। কলকাতা চারুচন্দ্র কলেজের বি এ তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীর লক্ষ্য দেশের হয়ে অলিম্পিকে যোগদান।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com